

BATIA SERIES 7

দশবৈকালিক-সূত্র

(বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ)

গার্গ্য শ্রীরমণীভূষণ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রি বিদ্যারত্ন
কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ

প্রণীত।

'মলিনস্য যথাত্যন্তং, জলং, বস্ত্রস্য শোধনম্।
অন্তঃকরণরত্নস্য তথা শাস্ত্রং বিদুর্বুধাঃ॥

DASHAVAIKALIKA SUTRA

BY

R B Bhattacharyya—Sastri Bidyaratna
Kabya Vyakaran Sankhyatirtha

Published by
Seth Chandmall Batia, trustee
Parswanath Jain Library (Jaipur City)

শেঠ শ্রীচাদমল বাঁটিয়া ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি

অধিকারী

পার্শ্বনাথ জৈন লাইব্রেরী

জয়পুর

Published by

Seth Chandmull Batia Trustee

Parswanath Jain Library

Jaipur City

—কথাবস্তু—

'উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মন ॥'

বঙ্গদেশে দার্শনিক সাহিত্যের শৈশবাবস্থায় জৈনদর্শনের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি 'দশ বৈকালিক সূত্র' বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের পক্ষে ইহা সমধিক উপযোগী না হইলেও বাংলার সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ যে ইহাদ্বারা জৈনদর্শনের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এ বিষয় বোধহয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই। জৈন আগম শাস্ত্র সমূহ প্রাকৃত ভাষায় (অর্দ্ধমাগধী ভাষায়) রচিত হইলেও উহা সংস্কৃত হিন্দী গুজরাটী এবং ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থ বঙ্গবাসিগণের জন্য বাংলা অক্ষরে এবং অপরের জন্য দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

জৈনধর্ম অতি প্রাচীন। যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৬০ শত বৎসর পূর্ব্বে গোতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবর্দ্ধমান্ মহাবীর বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পূজ্যপাদ ঋষভাদি ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর আধ্যাত্মিকতার সমুজ্জলালোকে ভারতভূমিকে পরম শান্তির পথে সঞ্চালিত করাইয়া

এক অভিনব যুগের প্রাধান্য সর্বত্র প্রচার করেন। জৈনগণ সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বরগণ তিনভাগে বিভক্ত —যথা, মূর্ত্তিপূজক স্থানকবাসী এবং তেরাপন্থী।

কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ মোক্ষলাভের পরম সহায়ক ইহা বহু শাস্ত্রই উল্লিখিত আছে। জৈনাচার্যাগণ উক্ত ত্রিবিধ যুগের প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া এবং উক্ত ত্রিবেণীর পূতধারায় সিক্তিত হইয়া মোক্ষার্ণবের অনন্ত শান্তির সুশীতল প্রবাহে নিজদেহ—মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন। জৈনদর্শনে উক্ত ত্রিবিধ যুগের প্রধান্যই বিদ্যমান আছে। জ্ঞান মার্গের প্রাধান্য বর্ণনাকালে জৈনাচার্যাগণ বলিয়াছেন 'জ্ঞানদর্শন চারিত্রাণি মোক্ষমার্গ। জ্ঞান দর্শন ও চারিত্রই মোক্ষমার্গ গমনের একমাত্র পথ। জৈনদর্শনে জৈনতীর্থঙ্কর গুরুদেবের স্তুতি বিহিত আছে, উহাই ভক্তিযোগ। সাধুদের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং শ্রাবকদের তপস্যাও নিয়ম পালনই কর্ম্মযোগ। অতএব বলিতে হইবে যে জৈনদর্শনে উক্ত ত্রিবিধ যোগেরই সমাবেশ রহিয়াছে।

শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে স্বকীয় আত্মাকে মুক্ত করাইয়া উহার বিশুদ্ধি সম্পাদনই মোক্ষ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ইহাই জৈন দার্শনিকগণের অভিমত। জৈনশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে —

> দগ্ধে বীজে যথাহত্য প্রাদুর্ভবতি নাঙ্কুর।
> কর্ম্মবীজে তথাদগ্ধে ন রোহতি ভবাঙ্কুর॥"

যে প্রকার শস্যবীজ দগ্ধীভূত হইলে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয়না সেইরূপ যাহার কর্ম্মবীজ দগ্ধীভূত হইয়াছে তাহার মায়াচ্ছন্ন সংসারে

জন্মলাভ করিতে হয় না। কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তীচ্ছু সাধক অহিংসা সংযম এবং তপস্যার প্রভাবে আত্মার মালিন্য দূর করিয়া আত্মধ্যানে রত থাকিবেন ইহাই জৈন তীর্থঙ্করগণের উপদেশ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ঐরূপ উক্ত হইয়াছে যথা —

যস্ত্বাত্মরতি রেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানব
আত্মন্যেবচ সন্তুষ্ট স্তস্য—কার্য্যং নবিদ্যতে॥'

যে মানব আত্মবিষয়ে প্রীত, আত্মপরিতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন, তাহার কোন কর্ত্তব্য কার্য্য নাই (গীতা ৩য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক)। উহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে আত্মদর্শন মুক্তির সার্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। জৈন সাধুগণ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সাংসারিক সমস্ত ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীল। গীতার চতুর্থাধ্যায়ের ২০ ও ২১ শ্লোক পড়িলেই জৈন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হইবে।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয় ।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি স ॥২০
নিরাশী র্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১

সাধুগণ কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করেন তাহারা নিত্যতৃপ্ত অর্থাৎ আত্মানুভূতিতে পরিতৃপ্ত সুতরাং অপ্রাপ্ত বিষয়লাভে অথবা প্রাপ্তবিষয়ের পরিরক্ষণে প্রযত্নরহিত হইয়া ধ্যানাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহারা কিছুই করেন না, তাঁহাদের কৃতকর্ম্ম কর্ম্মাভাব প্রাপ্ত হয়।২০ শ্লোক। যিনি নিষ্কাম হইয়া অন্তঃকরণ ও দেহকে সংযত করিয়া সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ (ভোগ্যবস্তু) ত্যাগ

করিয়াছেন, তিনি কেবল শরীর রক্ষার নিমিত্ত কর্তৃত্বাভিনিবেশ রহিতভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলেও সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হন না (২১ শ্লোক)

জৈনদর্শনে পূর্বোক্ত উপদেশগুলির তাৎপর্য্য যথাযথরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, যে জৈনদর্শনের মাক্ষোপায়পদ্ধতি শাস্ত্র সম্মত ও মানব শাস্ত্রেরই উপযোগী।

আর্হত প্রবর শ্রীহরিভদ্র সুরি বিরচিত জৈন দর্শন সমুচ্চয় নামক গ্রন্থে জিনতীর্থঙ্করের যেরূপ লক্ষণ উদাহৃত হইয়াছে তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য এবং উহাদ্বারাই জৈনগণ কোন পথের পথিক তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

> জিনেন্দ্রো দেবতা তত্র রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত ।
> হতমোহ মহামল্ল কেবল—জ্ঞান দর্শন ॥
> সুরা সুরেন্দ্র স পূজ্য সদ্ভূতার্থোপদেশক ।
> কৃৎস্ন কর্ম ক্ষয় কৃত্বা স প্রাপ্ত পরমং পদম্ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে জিনগণ রাগদ্বেষহীন অর্থাৎ তাহারা সাংসারিক স্নেহরাগাত্মক রাগ এবং নিগ্রহাত্মক দ্বেষ জয় করিয়াছেন। উক্ত রাগদ্বেষ, উভয়ই মুক্তির প্রতিরোধক। জিনগণ হিংসাদিমোহশূন্য এবং জ্ঞানদর্শন চারিত্র দ্বারা সদসৎ নির্ণয় করিতে সমর্থ। জৈনশাস্ত্রে শুভাশুভকর্ম-প্রবৃত্তি বন্ধনের হেতু বলিলেও আত্মার উর্দ্ধক্রান্তির পথে অহিংসা সংযম তপস্যাদি আধ্যাত্মিক কর্মের প্রবৃত্তি ধর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যে কর্মের অনুষ্ঠানকালে

জীবের নরদেবত্বাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাপপুণ্য জনিত ফলভোগ করিতে হয়, তাদৃশ কর্ম্মকেই বন্ধনস্বরূপ বলিয়াছেন। তাদৃশ কর্ম্মের ক্ষয়ে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব অনুভূত হয়। আধ্যাত্মিক কর্ম্মত্যাগের কথা জৈনশাস্ত্রে নাই। আধ্যাত্মিক কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। অন্যথা নির্ব্বাণ লাভ সুদূরপরাহত। যোগবাশিষ্ট রামায়ণেও ঐরূপ লিখিত আছে যথা —

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথা জ্ঞান কর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্ ॥

পক্ষিগণ পক্ষদ্বয় দ্বারা আকাশমার্গে উঠিতে পারে। একটি পক্ষ না থাকিলে উহাদের চেষ্টা বৃথা হয়। সেইরূপ মানুষের মুক্তিমার্গে উঠিবার দুইটী পথ, আধ্যাত্মিক কর্ম্ম ও জ্ঞান, উহাদের একটির অভাবে মানুষ নির্ব্বাণলাভে সমর্থ নহে। জৈনদর্শনে কর্ম্মত্যাগ বা ক্ষয়ের যেরূপ কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহাদ্বারা আধ্যাত্মিক কর্ম্মত্যাগ বুঝায় না। ভোগের পরিপোষক যে কর্ম্মদ্বারা জীবের জন্ম মরণ দুঃখ পাইতে হয়, সেই কর্ম্মকেই ক্ষয় করিতে জৈন তীর্থঙ্করগণ ভূয়োভূয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক কর্ম্ম কর্ম্ম নহে উহা ধর্ম্ম। এজন্যই অহিংসা সংযম তপস্যা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কার্য্যগুলিকে জৈনাচার্য্যগণ ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দু দর্শনেও ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

যাবন্নক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেববা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধোভবেজ্জীব কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ ॥

শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে শতকল্পেও মানুষের মুক্তি হয় না। যেরূপ মানব লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হয় সেইরূপ স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারাও বদ্ধ হয়। জীবগণও সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মকে বন্ধনের হেতু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা —

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয় কর্ম্মবন্ধন ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গ সমাচর ॥

পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান সংসার বন্ধনের হেতু ভূত হয় অতএব হে পার্থ। তুমি নিষ্কাম হইয়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে আধ্যাত্মিক কর্ম ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য দ্বারা জীব বদ্ধ হয় ইহাই প্রমাণিত হয়। জৈন সিদ্ধান্ত দীপিকার প্রণেতা পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীম তুলসী রামজী মহারাজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা নিম্ন প্রকার করিয়াছেন।

আত্মশুদ্ধি সাধন, ধর্ম্ম।'

আত্মশুদ্ধির সাধনই ধর্ম্ম। তৎপর ধর্ম্মকে তিনি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন —

'সংবরো নির্জরা"

সম্বর সংযম নির্জরাতপ এই দুইটীকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এমনকি ক্ষান্তি মুক্তি সরলতা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিকেও ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব জৈনাচার্য্যগণ আধ্যাত্মিক কর্ম্মকে কখনও বন্ধন হেতু ভূত বলিয়া স্বীকার করেন নাই ইহা স্পষ্টরূপ অনুমিত হয়।

শাস্ত্রোক্ত বিধি-পালন করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত বাক্যগুলির বহিরাবরণ ভেদ করিয়া উহার গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে হয়। বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা প্রণিধান সহকারে বুঝিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। সেইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন —

> কেবলং শ্লোকমাশ্রিত্য বিচার নৈব কারয়েৎ।
> যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে ॥

কেবলমাত্র শ্লোকের পদগুলির অর্থ সমন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় হয় না। বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা সবিশেষ বুঝিয়া স্থির করিতে হয়।
যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্ম হানি হয়। সেই জন্যই আর্হত শ্রীহরিভদ্র সূরি শ্রীমহাবীরের যুক্তি ও তাৎপর্য্য—জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন —

> অস্তি বক্তব্যতা কাচিত্তেনেদং ন বিচার্য্যতে।
> নির্দোষং কাঞ্চনং চেৎস্যাৎ পরীক্ষায়া বিভেতি কিম্ ॥
> পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষ কপিলাদিষু।
> যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্য্য পরিগ্রহ ॥

তিনি শাস্ত্রের বিভিন্ন মতগুলির গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বিষয়গুলির তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান ছিলেন পরে আত্মসাধনার পথকে সাদরে গ্রহণ করিয়া অপরের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত করিয়াছিলেন। তাহার নিকট যে জৈনদর্শন অতি আদরের সারগ্রাহীরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল এবিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আত্মার মালিন্য দূরীকরণই জৈনগণের মোক্ষমার্গগমনের প্রধান উপায়। সেই জন্যই তাহারা আত্মার উর্দ্ধগমনে গুণস্থানের বিচার করিয়া উহার উৎকর্ষতার তারতম্য দেখাইয়াছেন। গুণস্থান মোক্ষপ্রাসাদ গমনের সোপান স্বরূপ। সংযমাদি ব্যতীত মোক্ষ মার্গে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। শ্রীমদ ভগবদ্গীতার ষষ্ঠাধ্যায়নের ৩৬ শ্লোকে লিখিত আছে —

অসংযতাত্মা যোগ দুষ্প্রাপ ইতি মে মতি ।

অসংযতাত্মার পক্ষে যোগে সিদ্ধিলাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। শাস্ত্রদর্শনই উর্দ্ধক্রান্তির একমাত্র পথ। অহিংসাদি উহার সাধন। সদসৎ বিচারই অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার সার্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, এই অমোঘ তত্বগুলি জৈনসাধুগণ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ছিলেন। শ্রুতিতেও আছে —

'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ॥"

মুমুক্ষু সাধু আত্মাকে দর্শন করিবেন যেহেতু মুক্তিকামীর পক্ষে আত্ম দর্শনই অভীষ্ট লাভের উপায় স্বরূপ। আত্মদর্শন কি প্রকারে সম্ভব হইবে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বলিতে হইবে যে আত্মদর্শন করিতে হইলে আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অত্যাবশ্যক।

জৈনাচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য সাধনাবলে অনুভব করিয়া এবং আত্মদর্শনই ধর্ম্মের মূলভিত্তি স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মগ্লানি—সূচক বেদাদি গৃহীত—হিংসাত্মক—নিয়ম পদ্ধতি গুলিকে পরিত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ আত্মার বিমল প্রভায় দেদীপ্যমান হইয়া সংসারার্ণবের বিঘ্নতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত বিদূরিত করিতে বদ্ধ পরিকর হন। জৈনাচার্য্যগণ আধ্যাত্মিকতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিয়া অহিংসাধর্ম্মের জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। উহাদের অনুষ্ঠিত আধ্যাত্মিক কর্ম্মানুষ্ঠানের কাঠোরতা আর কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না।

আত্মচেতনাসমুৎসুক সাধুরা পঞ্চমহাব্রত ত্রিবিধকরণ যোগ পালন করিয়া সচ্চিদানন্দ আত্মার বিমলপ্রভা অনুভব করেন। জৈনগণ মুক্ত আত্মা ভিন্ন স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু আত্মাকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রামাণ্য স্বরূপ এস্থলে জৈন সিদ্ধান্ত দীপিকার পঞ্চম প্রকাশের ৪০ সূত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

'অপুনরাবৃত্তয়াহনন্তা মুক্তা ॥৪০॥

সিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বর ইত্যাদয় একার্থা। আত্মাকে জৈনাচার্য্যগণ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে জৈনগণ আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাকে যাহারা ঈশ্বরস্বরূপ মানেন তাহারা নিরীশ্বরবাদী কিরূপে হইলেন ইহাই আমার সুধীগণের নিকট জিজ্ঞাস্য। আত্মবাদকে নিরীশ্বরবাদ বলিলে বৈদান্তিকের আত্মবাদও দোষাবহ হইয়া উঠে।

জৈনগণের শাস্ত্র আগম বা সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। নিম্নে উহার ভাগ বিভাগ প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত (আগম) মোট ৪৫টি।

অঙ্গ (১২) উপাঙ্গ (১২) প্রকীর্ণ (১০) ছেদসূত্র (৬) মূলসূত্র (৪) নন্দী (১)

অঙ্গ = আচারাঙ্গ সূত্র কৃতাঙ্গ স্থানাঙ্গ সমবায়াঙ্গ, ভগবতী বিবাহ পন্নতি বা ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি, জ্ঞাতাধর্মকথা উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা অনুত্তর উপপাতিকদশা প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক সূত্র। (১১)

উপাঙ্গ = ঔপপাতিক রাজপ্রসেনীয় জীবাভিগম প্রজ্ঞাপনা জম্বু দ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি সূর্যাপ্রজ্ঞপ্তি নীরয়াবলিয়া কপ্পাবত সিকা পুপ্পিকা, পুপ্পি চূলিকা বহ্নিদশা। (২)

মূলসূত্র = দশবৈকালিকসূত্র উত্তরাধ্যয়নসূত্র নন্দী অনুযোগদ্বার। (৪)

ছেদ সূত্র = ব্যবহার বৃহৎকল্প নিশীথ দশাশ্রুতস্কন্দ (৪)

অবকাশসূত্র = (১)

দৃষ্টিবাদ নামীয় দ্বাদশাঙ্গ অপ্রাপ্য। ৪৪টি সূত্রের মধ্যে কতকগুলি সূত্র যথাযথ ও সম্পূর্ণ না পাওয়ায় এবং অঙ্গসূত্রগুলির সহিত স্থানেস্থানে উহাদের ভেদ পরিলক্ষিত হওয়ায় জৈনগণের কতক সম্পদায় ৩১টি সূত্র প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। তাহাদের ভেদ এইরূপ —

অঙ্গ (১১) উপাঙ্গ (১২) মূলসূত্র (৪) ছেদসূত্র (৪) আবশ্যক সূত্র (১) (মোট ৩১টি সূত্র)।

উপরিলিখিত মতান্তর পরিলক্ষিত হইলেও দশবৈকালিক সূত্রকে সকলেই মূলসূত্রের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দশবৈকালিক সূত্র জৈনসম্প্রদায়ের একটি অমূল্য ধর্মগ্রন্থ। ইহা মূলসূত্রের অংশ বিশেষ। আত্মার মূলগুণ প্রধানত চারিটি মাত্র। যথা —জ্ঞান দর্শন চারিত্র এবং তপস্যা। যে শাস্ত্রে উক্ত

মূলগুণ সমূহ পোষণ করে উহাকেই মূলসূত্র বলে। দশবৈকালিক-সূত্রে দশটি অধ্যয়ন এবং দুইটি চুলিকা আছে। দশবৈকালিক সূত্রে সর্ববিরতিরূপ চারিত্র ধর্ম্মের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। দশবৈকালিকসূত্র প্রণেতা জৈনাচার্য্য শ্রীশয্যম্ভব ভট্ট বীর সম্বৎ ৩৬ সালে রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগুরু স্থানীয় আচার্য্যগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

তীর্থঙ্কর শ্রীবর্দ্ধমান মহাবীর।
|
তৎ শিষ্য শ্রীসুধর্ম্মা স্বামী।
|
শ্রীজম্বুস্বামী।
|
শ্রীপ্রভব স্বামী।
|
শ্রীশয্যম্ভব স্বামী।

শ্রীশয্যম্ভব স্বামী কর্ত্তৃক দশবৈকালিক সূত্র বীর সম্বৎ ৭২ সালে রচিত হয়। বীর সম্বৎ ৯৮ সালে উক্ত গ্রন্থকার নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

দশ বৈকালিক সূত্রের প্রণয়নে মনক মুনিই প্রধান কারণ রূপে প্রখ্যাত হইয়াছেন। যখন শ্রীশয্যম্ভব ভট্ট জৈনদীক্ষা গ্রহণ করেন সেই সময়ে তাহার ধর্ম্মপত্নী গর্ভবতী ছিলেন। একদা জ্ঞাতিবর্গ উক্ত ধর্ম্মপত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনার গর্ভে কিছু আছে কি? উত্তরে তিনি বলেন 'মনগম্ অর্থাৎ অল্প কিছু আছে। কিয়ৎকাল পরে যথাকালে শয্যম্ভবপত্নী একটি সুসন্তান প্রসব করেন। মাতার প্রত্যুত্তর কালে "মনগম্ শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া পুত্রের

নাম মনক রাখা হয়। মনক দৈনন্দিন শশিকলার মত বর্দ্ধিত হইয়া অষ্টম বর্ষে উপনীত হন। একদিন মনক স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করেন 'মাতঃ ? আমার পিতা কে ? তিনি বর্তমানে কোথায় আছেন ? মনকজননী পুত্রের নিকট পিতার প্রবজ্যার সমস্ত ঘটনাবলী যথাযথরূপে বর্ণনা করেন। মনক মাতৃমুখে পিতার সন্ন্যাস গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শনে সমুৎসুক হন এবং শুভ দিবসে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার আদেশে পিতৃদর্শনে আলয় হইতে বহির্গত হন। আচার্য্যপ্রবর শ্রীশয্যম্ভব স্বামী তৎকালে চম্পানগরীতে—বিহার করিতেছিলেন। মনক কোন প্রকারে চম্পানগরীতে উপনীত হইয়া পিতার দর্শন লাভ করেন এবং পূর্ব্বজন্মকৃত শুভ সংস্কার বশত ভক্তির সহিত পিতার চরণ বন্দনা করেন। মনকের ভক্তির আধিক্য নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীশয্যম্ভব স্বামী মনকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বালকের পরিচয়ে শ্রীশয্যম্ভব স্বামী বুঝিতে পারিলেন যে মনক তাঁহারই পুত্র। মনক পিতার নিকট কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পিতা হইতে জৈনদীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশয্যম্ভব স্বামী তপস্যা বলে মনকের আয়ু ছয়মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বল্পকালে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং মুক্তি কামনায় এই গ্রন্থ দশটি অপরাহ্ন বেলায় (বিকালে) লিখিয়া শেষ করেন। রচনাকালের বৈশিষ্ট্য রক্ষার নিমিত্ত এই গ্রন্থ দশ বৈকালিক সূত্র' নামে অভিহিত হয়। এই গ্রন্থে জৈন ভিক্ষুকগণের ধর্ম্ম রীতিনীতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অহিংসা, সংযম তপস্যা ভোগবাসনা নিবৃত্তির উপায় অনাচীর্ণ দোষ ষটকায়িক জীব পঞ্চ মহাব্রত ভিক্ষাবিধি ভাষার বিচা

আহার বিধি গুরু সেবা বিনয়, খাদ্যাখাদ্যবিচার, রাত্রি ভোজন ত্যাগ প্রভৃতি বিষয় ইহাতে দৃষ্টান্ত সহকারে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করাইতে ধর্মপ্রাণ উদারহৃদয় জয়পুর নিবাসী শেঠ চাঁদমল বাঁটিয়া মহোদয় কৃতসঙ্কল্প হন, এবং উক্ত পদ্যানুবাদের ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন। আমি উক্ত গ্রন্থের বিবৃত্তি গুলি যথারীতি বাংলা পদ্য লিখিয়া তাহার সংশোধনার্থে বিক্রম সম্বৎ ২ ৭ সালে কার্ত্তিক মাসে চাতুর্মাস্য উদ্যাপন কালে হাঁসীস্থিত জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থি—সম্প্রদায়ের পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীতুলসী রামজী স্বামীর শরণাপন্ন হই। তাঁহার কৃপায় এবং পরামর্শানুসারে বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ শ্রীমদ্ চুনীচাঁদ স্বামীর নিকট যাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যয়নের সংক্ষিপ্ত অংশগুলির সংশোধন করি। তৎপর বিকানীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ সহর 'সর্দ্দার সহর' উপনীত হইয়া কাব্যবিশারদ বৈয়াকরণ শ্রীমৎ সোহনলাল স্বামীর সাহায্যে গ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ সন্দিগ্ধ অংশগুলি সংশোধন করিয়া লই। আমার পরমাত্মীয় সহোদর প্রতিম শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থি মহাসভার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীছোগমলজী চোপড়া বি এল মহোদয় আমাকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বান্তকরণে সাহায্য করেন। সর্দ্দার সহর বাস্তব্য শ্রীনেমি চাঁদ গাধিয়া তাহার নিজ বাড়ীতে আত্মীয় ভাবে আমাকে রাখিয়া এবং আমার অভাব অনুযোগ যথাসাধ্য দূর করিয়া নির্বিঘ্নে পদ্যানুবাদ করিবার সুযোগ প্রদান করেন। এই গ্রন্থের প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধৃত করিবার সময় স্বধর্মপরায়ণ সভাপতি

মহাশয়ের যোগ্যপুত্র শ্রীগোপীচাঁদ চোপড়া বি এল মহাশ
সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সাহায্য করেন। পণ্ডিত প্রবর স্বনামধ
চিকিৎসক আশুকবি শ্রীরঘুনন্দন শাস্ত্রী চক্রবর্ত্তী শ্রীঘনশ্যাম শর্
এবং লাডনু নিবাসী শ্রীপান্নালাল ভনশালী আমার যথেষ্ট সাহায
করেন। যাঁহাদের সাহায্যে এই গ্রন্থখানির পদ্যানুবাদে কৃতকার
হইয়াছি তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদা
করিতেছি। উঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমার এই দুরূহ কার
সম্ভবপর হইত না। উঁহাদের সস্নেহ দৃষ্টিপাতে আমার বিদেশ বাস
সুখপ্রদ হইয়াছিল।

হিংসা নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ এই গ্রন্থখানি পড়িয়া যদি কাহা
রো অহিংসা সাধন ও সংযমে বিন্দুমাত্রও প্রেরণা জন্মে তা
হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিনীত
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

অশুদ্ধি-সংশোধন-পত্র।

দশবৈকালিক সূত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি
পরিত্যাগে	পরিত্যাগ	৭	৮
পর্য্যস্ব	পর্য্যঙ্ক	১১	১০
চবিবে	চলিবে	১৪	২
সম্পদাদ্বারা	সম্পাদনে	১৯	১৫
বখন	কখন	২	১
কতু	কভু	২১	১৩
গ্রীষ্ম	গ্রীষ্ম	২২	১১
সানাসিক	মানসিক	২৩	৩
পুণ্যকলে	পুণ্যকাল	২৩	১২
ক্ষুম্ন	ক্ষুণ্ণ	২৬	১৪
সহোপূজ্য	মহাপূজ্য	২৩	১৯
যড	যড	২৪	১৫
গুরো	গুরা	২৮	৬
জীবে জীবে	জীবে	৬৯	৯
অনন্ত	অনন্ত	৪৫	১২
উর্দ্ধ	উর্দ্ধ	৪৯	৯
ধৈরয			
		৭৯	৮

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি
পথগামি	পথগামী	৮২	৮
তপোথন		৯১	৬
কতু	কভু	১ ৩	১৪
য়োগ্য	যোগ্য	১ ৪	১৭
যাঅম্নমোদিনী	পাপানুমোদিনী	১১	২১
মণীষী	মনীষী	১১১	১৪
গৌতমাদি	গোতমাদি	১১২	৫
ধরায	ধরার	১২	৬
আজ্ঞা	অবজ্ঞা	১২৮	২২
অথ্যয়নে	অধ্যয়ন	১৪৩	৯
সতভ	সতত	১৪৭	১৯
সমভাবে	সমভাব	১৪৯	১৬
পূজিত	পূজিত	১৪৯	১৮
মরন	মরণ	১৫	১৭
মগণ	মগন	১৫	১৮
গব	গর্ব	১৫২	৯
সভিক্ষধ্যয়ন	সভিক্ষধ্যয়ন	১৫৩	৭
ত্যাজিযা	ত্যজিয়া	১৬৬	১
চতুবিধ	চতুর্বিধ	১৭৩	১৪

মঙ্গলাচবণ।

চিদানন্দময় প্রভু ব্যাপ্ত চরাচর।
শুদ্ধ বুদ্ধ যতি লব্ধ জ্ঞানের গোচর ॥
সর্ব্বধী বৃত্তির সাক্ষী নিত্য নির্বিকার।
অজর অমর আত্মা নমি কোটি বার ॥
জৈন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক অহিংসা সাধক
যাঁহাদের কৃপাবলে প্রবুদ্ধ শ্রাবক
ঋষভাদি পূজ্য ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক
নমি আমি ভক্তি ভরে বিশ্বের রক্ষক ॥
জীব মুক্তি হেতু যিনি কৃচ্ছ্র ব্রতধারী।
সাধু শ্রেষ্ঠ মহাবীরে নমস্কার করি ॥
শান্ত শুদ্ধ জিতেন্দ্রিয় প্রবীণ আগমে।
সভক্তি সাঞ্জলি নমি শ্রীতুলসী রামে ॥

ভূমিকা।

দশ বৈকালিক সূত্র সিদ্ধপূর্ণ-জ্ঞান।
সাধুরা পূজিছে যাহা করিয়া ধেয়ান ॥
সর্ব্ব বিরতিরূপ চারিত্র্য ধর্ম্মের।
বিকাশক এই গ্রন্থ সকল লোকের ॥
সন্তোষ লভিবে উহা পড়ি সাধুজন।
দূর হ'বে পাপ তাপ করিলে শ্রবণ ॥
আচার্য্য তুলসী পদে করি নমস্কার।
শুন পুণ্যকথা এবে হয়ে শুদ্ধাচার ॥
দশ বৈকালিক নাম অতি সুশোভন।
কেমনে হইল তার শুন বিবরণ ॥
শয্যম্ভব নামে মুনি আচার্য্য সুজন।
জৈন সারতত্ত্বে রচি দশ অধ্যয়ন ॥
বিকালে গ্রন্থের শেষ করেন বলিয়া।
বৈকালিক নাম হয় পৃথিবী ব্যাপিয়া ॥
মনক নামেতে মুনি পুত্র ছিল তার।
ছয়মাস আয়ু ছিল অবশিষ্ট আর ॥
তাহার জ্ঞানের তরে গ্রন্থ সঙ্কলন।
করেন সাধকবর করিয়া চিন্তন ॥
প্রথমাধ্যয়নে আছে ধরম প্রকৃত।
অহিংসা স যম তপ জৈনেন্দ্র কথিত ॥

ভূমিকা।

দ্বিতীয়াধ্যয়নে আছে বাসনা ত্যজিত।
মানব কেমনে পালে কৃচ্ছ্র সাধুব্রত ॥
ভোগীর ভোগেতে নহি ত্যাগীর বর্ণন।
সুবিস্তৃত ভাবে সাধু করহে শ্রবণ ॥
মনের চাঞ্চল্য রোধে আছে দ্বিপ্রকার।
বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ বিধি ধর্ম্মাচার ॥
রাজীমতী উপদেশে মুনি রথনেমি।
কেমনে হলেন চির সতত সংযমী ॥
রথনেমি তুল্য কারো যদি বা কখন।
ভোগের নিবৃত্তি হয় সফল জীবন ॥ ২
তৃতীয়াধ্যয়নে আছে দোষের বারতা।
স যতনেতে স্থির-চিত্ত মুনির বার্ত্তা ॥
ঔদ্দেশিক আদি বহু অনাচীর্ণ দোষ।
তেয়াগি কিরূপে মুনি লভিবে সন্তোষ ॥ ৩
অধ্যয়ন চতুর্থেতে হয়েছে প্রচার।
গুরুশিষ্য প্রশ্নোত্তর আরম্ভে যাহার ॥
ষড়জীব বর্ণন আছে পঞ্চ মহাব্রত।
রাত্রির ভোজন ত্যাগ হয়েছে বর্ণিত ॥
পৃথ্বীজল তেজ বায়ু বনস্পতি আর
ত্রস নামে ছয় জীব আছে নানাকার ॥
জীবহত্যা মহাপাপ হয়েছে লিখিত।
কি উপায়ে রক্ষা পায় জীব শত শত ॥

ভূমিকা।

সুগতি দুর্গতি সাধু কেন ভুঞ্জে ভব।
কেমন মুকতি পায় তপস্যা প্রভাবে॥ ৪
অধ্যয়ন পঞ্চমের নাম পিণ্ডৈষণা।
উদ্দেশ দ্বয়েতে উহা হয়েছে যোজনা॥
ভিক্ষুকের ভিক্ষাবিধি বর্ষাকালে স্থিতি।
বিশ্রান্তি চিন্তন আর ভোজনের রীতি॥
প্রথম উদ্দেশে উহা আছে সুবিস্তার।
যাহা দ্বারা সাধুদের হবে উপকার॥
দ্বিতীয় উদ্দেশ কথা বলিব এখন।
মনোযোগ সহকারে করিবে শ্রবণ॥
ধর্ম্মকায় জীবগণ করিতে পালন।
কি উপায়ে লভে সাধু পানীয় ভোজন॥
ভিক্ষার গ্রহণকালে কিরূপে থাকিবে।
কিরূপে আহার্য্য সাধু গ্রহণ করিবে॥
ক্রোধ পূজা কি প্রকারে করিবে বর্জ্জন।
কি কি খাদ্য করিবে না ভিক্ষার্থী গ্রহণ॥
ভিক্ষালাভে কালাকাল কিরূপ বিচার।
আচার্য্য ভিক্ষার্থী হলে কি হবে ভিক্ষার॥
ইত্যাদি বিষয় আছে বর্ণিত ইহাতে।
চেষ্টিত হইবে উহা পালন করিতে॥ ৫
ষষ্ঠ অধ্যয়নে আছে অনেক বিষয়।
বর্ণিত হইবে উহা জৈন তত্বময়॥

ভূমিকা।

প্রশ্নোত্তর গুরুশিষ্য সাধুর আচার।
দোষস্থান অষ্টাদশ হয়েছে প্রচার॥
অহিংসা খ্যাপন আর দোষাদি বর্ণন।
পরিগ্রহ ব্যাখ্যা ত্যাজ্য রাত্রির ভোজন॥
বর্ণিত হয়েছে আর জীব বিরোধনা।
চারিটি অভোজ্য বস্তু হয়েছে যোজনা॥
আহার্য্য গ্রহণরীতি বর্জ্জন বিধান।
পশ্চাৎ আর পুর কর্ম্ম দোষের ব্যাখ্যান॥
স্নানাদি বর্জ্জন আর নির্জ্জরা গ্রহণ।
সিদ্ধিলাভ কথা ইথে হয়েছে বর্ণন॥ ৬
অধ্যয়ন সপ্তমেতে ভাষার বিচার।
চারি সংখ্যা পরিমিত উহার প্রকার॥
উহা হতে দুই গ্রাহ্য দুই ত্যজনীয়।
সত্য বিনয়াদি গ্রাহ্য ত্যাজ্য দূষণীয়॥
প্রাণিভেদে ভাষাভেদ কিরূপে করিবে।
বৃক্ষাদিকে কি প্রকার ভাষাতে কহিবে॥
স্ত্রী পুরুষ কথনের কি প্রকার রীতি।
সাবদ্য ভাষার ত্যাগ শ্রদ্ধার প্রকৃতি॥
খরিদ বিক্রয়ে ভাষা কিরূপ কহিবে।
অসাধুর সহ কথা কেন না বলিবে॥
যুদ্ধে কার জয়লাভ কখন ঘটিল।
সুভিক্ষ দুর্ভিক্ষ অদ্য কোথা বা হইল॥

ভূমিকা।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ত্যাগ আগম বিহিত।
শুদ্ধভাষা আর ফল হয়েছে বর্ণিত। ৭
অধ্যয়ন অষ্টমতে নিম্নোক্ত বিষয়।
জৈনেন্দ্র মহর্ষি দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়।
আচারাদি অভিজ্ঞের কর্ত্তব্য সাধন।
জীবভেদ, ষড়জীবের হিংসাদি ত্যজন।
সূক্ষ্ম আট জীব প্রতি হিংসা ত্যাগ বিধি।
প্রতি লেখনের ফল কিবা নিরবধি।
উচ্চারাদি বিসর্জ্জন ভিক্ষার্থীর কথা।
লাভালাভচর্চ্চা ত্যাগ ভোজনাপ্রিয়তা।
পরিষহ সহফল নিশা খাদ্য ত্যাগ।
দান্তভাবে বিষয়েতে রাখিয়া বিরাগ।
সাধু করে আত্মোৎকর্ষ কিরূপ গোপন।
শ্রুতলাভে গর্ব্ববোধ করিবে বর্জ্জন।
পাপকার্য্য কৃত হলে করিবে না আর।
স্ব পাপের মন্দফল করিবে প্রচার।
আচার্য্যের উপদেশ বিনয়ে পালিব।
আয়ুর অল্পতা জ্ঞানে কিরূপ চলিবে।
ক্রোধাদি কষায় চারি ত্যাগের আদেশ।
বৃথা কথা অপৃষ্টের নিষেধ বিশেষ।
অপ্রীতিজনক কিম্বা ক্রোধের কারণ।
বাক্যরাশি প্রয়োগের রয়েছে বর্জ্জন।

ভূমিকা।

প্রশোত্তর গুরুশিষ্যে সাধুর আচার।
দোষস্থান অষ্টাদশ হয়েছে প্রচার॥
অহিংসা ব্যাপন আর দোষাদি বর্ণন।
পরিগ্রহ ব্যাখ্যা ত্যাজ্য রাত্রির ভোজন॥
বর্ণিত হয়েছে আর জীব বিরাধনা।
চারিটি অভোজ্য বস্তু হয়েছে যোজনা॥
আহার্য্য গ্রহণরীতি বর্জ্জন বিধান।
পশ্চাৎ আর পুর কর্ম্ম দোষের ব্যাখ্যান॥
স্নানাদি বর্জ্জন আর নির্জ্জরা গ্রহণ।
সিদ্ধিলাভ কথা ইথে হয়েছে বর্ণন॥ ৬
অধ্যয়ন সপ্তমেতে ভাষার বিচার।
চারি সংখ্যা পরিমিত উহার প্রকার॥
উহা হতে দুই গ্রাহ্য দুই ত্যজনীয়।
সত্য বিনয়াদি গ্রাহ্য ত্যাজ্য দূষণীয়॥
প্রাণিভেদে ভাষাভেদ কিরূপ করিবে।
বৃক্ষাদিকে কি প্রকার ভাষাতে কহিবে॥
স্ত্রী পুরুষ কথনের কি প্রকার রীতি।
সাবদ্য ভাষার ত্যাগ শ্রদ্ধার প্রকৃতি॥
খরিদ বিক্রয়ে ভাষা কিরূপ কহিবে।
অসাধুর সহ কথা কেন না বলিবে॥
যুদ্ধে কার জয়লাভ, কখন ঘটিল।
সুভিক্ষ দুর্ভিক্ষ অদ্য কোথা বা হইল॥

ভূমিকা।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের ত্যাগ আগম বিহিত।
গুরুভাষা আর ফল হয়েছে বর্ণিত ॥ ৭
অধ্যয়ন অষ্টমতে নিম্নোক্ত বিষয়।
জৈনেন্দ্র মহর্ষি দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় ॥
আচারাদি অভিজ্ঞের কর্ত্তব্য সাধন।
জীবন্দর ষড়্জীবের হিংসাদি ত্যজন ॥
সূক্ষ্ম আট জীব প্রতি হিংসা ত্যাগ বিধি।
প্রতি লেখনের ফল দিবা নিরবধি ॥
উচ্চারাদি বিসর্জ্জন ভিক্ষার্থীর কথা।
লাভালাভচর্চ্চা ত্যাগ মোক্ষার্থিগণ ॥
পরিগ্রহ মহাফল নিশা ভক্ত ত্যাগ।
সাধুভাবে বিষয়েতে রাখিয়া বিরাগ ॥
সাধু কর আত্মোৎকর্ষ বিদ্বেষ গোপন।
শ্রুতলাভে গর্ব্ববোধ করিবে বর্জ্জন ॥
পাপকার্য্য কৃত তাহা করিবে না আর।
স্ব পাপের মন্দফল করিবে প্রচার ॥
আচার্য্যের উপদেশ নিয়ত পালিবে।
আয়ুর ক্ষয়েতে স্থানে কিরূপ চলিবে ॥
ক্রোধাদি কষায় চারি ত্যাগের আদেশ।
বৃথা কথা অপৃষ্ট নিষেধ বিশেষ ॥
অপ্রীতিজনক কিম্বা ক্রোধের কারণ।
বাক্যরাশি প্রয়োগের হয়েছে বর্জ্জন ॥

ভূমিকা।

গুরুসেবা ভিক্ষালাভ ইন্দ্রিয়ের জয়।
অপ্রিয় ভাষণ ত্যাগ বর্ণিত বিষয় ॥
রাগ দ্বেষ কষায়ের ত্যাগের সুফল।
নিন্দা ত্যাগে সকলের জন্মে ধর্ম্মবল ॥
মাননীয় শিষ্যসহ কন্যার উপমা।
বর্ণিত হয়েছে অতি সংযম-গরিমা ॥
পাঁচটি সমিতি আর ত্রিগুপ্তি পালনে।
কষায়ের পরিত্যাগে পরম যতনে ॥
পূজ্য হয় সাধুবর ভুবনে সতত।
গুরুর শুশ্রূষা ফল হয়েছে বর্ণিত ॥
চতুর্থ উদ্দেশে আছে বিনয় সমাধি।
তীর্থঙ্কর মহাবীর রচিত সুবিধি ॥
শ্রুততপ সমাধির প্রভাব বিস্তার।
জ্ঞানযোগ একাগ্রতা বিবিধ আচার ॥
গুরুর শুশ্রূষা বিধি সমাধির বল।
বর্ণিত হয়েছে সত্য জৈন নীতি যশ ॥ ৯
অধ্যয়ন দশমেতে হয়েছে বর্ণিত।
ভাব সাধুবর সংজ্ঞা অতি সুবিস্তৃত ॥ ১
প্রথম চূলিকা যার রতি বাক্য নাম।
সাধুরা পড়িয়া হবে সিদ্ধ মনস্কাম ॥
প্রথম চূলিকা মধ্যে আছে সু উপায়।
কিরূপে সংযম সদা স্থির রাখা যায় ॥

ভূমিকা।

দু খেতে উদ্বিগ্ন সাধু স্বকর্তব্য চ্যুত।
সংযম ত্যজিতে শীঘ্র যখন উদ্যত ॥
অষ্টাদশ স্থান তদা করিয়া মনন।
সংযমেতে যুক্ত হন কিরূপ তখন ॥
ধর্মত্যাগে কিবা ফল পায় সাধুজন।
উপমার প্রদর্শনে সন্তাপিত হন ॥
চারিত্র্য ত্যাগেতে তাপ পর্য্যায়েতে রতি।
ধর্মভ্রষ্ট ভুঞ্জে সাধু কিরূপ দুর্গতি ॥
স যমে সহিলে কষ্ট কিবা ফলোদয়।
বর্ণিত হয়েছে হেথা অতি সুখময় ॥ ১
চূলিকা বিবিক্তচর্য্যা দ্বিতীয়স্থানীয়া।
উহার পরমতত্ত্ব শুন মন দিয়া ॥
চূলিকার দ্বিতীয়েতে আছে উপদেশ।
কিরূপ স সার মার্গে হবে না প্রবেশ ॥
প্রতিস্রোত কারী কেবা ভিক্ষুর বিহার।
একচর্য্যা জাগরণে আত্ম সমাচার ॥
প্রতিবুদ্ধজীবী কেবা আর উপদেশ।
হইয়াছে স্পষ্ট ভাবে ইথে সমাবেশ ॥ ২

প্রথম অধ্যয়ন।

বিপন্ন আত্মাকে যিনি করেন ধারণ।
শ্রেষ্ঠ হিতকারী যিনি সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ধর্ম্মনামে তিনি হন বিখ্যাত ধরায়।
অহিংসা সংযম তপ ধর্ম্ম বলা যায়॥
জীবহিংসা মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্র মতে।
প্রাণীর হনন ত্যাগ অহিংসা জগতে॥
ইন্দ্রিয় সঙ্গম হয় পাপের আশ্রয়।
পাপ দ্বার-রুদ্ধকারী সংযম নিশ্চয়॥
বহু জন্মে জীব করি কর্ম্ম অষ্টবিধ।
শোক তাপ দুঃখ দৈন্য ভুঞ্জে নানাবিধ॥
যাহা দ্বারা অষ্ট কর্ম্ম হয় সন্তাপিত।
পৃথ্বী মাঝে তাহা শুদ্ধ তপ নামে খ্যাত॥
বাহ্য ও আন্তর তপ হয় দ্বি প্রকার।
অনশন আদি বাহ্য ধ্যানাদি আন্তর॥
ধরমে আসক্ত রয় যাহার পরাণ।
তাঁহাকে প্রণাম করে দেবতা প্রধান॥১
দেহেতে আশ্রিত ধর্ম্ম দেহ ধাত্মপর।
কিরূপ আহার্য্যে রত সাধক প্রবর॥
বক্ষ্যমাণ উপমার মর্ম্মার্থ বুঝিবে।
সাধক ভোজনবিধি বুঝিয়া চলিবে॥
মধুর কুসুম রস বহু বিটপীর।
ভ্রমর যেমতি পিয়ে ক্ষুধার্ত্ত সুধীর॥

প্রথম অধ্যয়ন।

পীড়ন করেনা কভু পুষ্প মধ্যভাগ।
আত্মার তর্পণ হেতু শুধু অনুরাগ ॥২
বাহ্যধন কনকাদি মিথ্যাবাদি রূপ।
আভ্যন্তর গ্রন্থ শূন্য শান্তির স্বরূপ ॥
শ্রমণ তপস্যারত যাই লোকবাসী।
অতি শুদ্ধ আহার্য্যের হন অভিলাষী ॥
পুষ্পোপরি বসি করে মধু অন্বেষণ।
সর্ব্বদোষ মুক্ত হয়ে ভ্রমর যেমন ॥
গৃহস্থের দত্ত খাদ্যে তথা দোষহীন।
খুঁজিতে তৎপর হন সাধক প্রবীণ ॥৩
পূর্ব্বোক্ত আহার্য্য কথা শুনি শিষ্য ভাষে।
করিবনা কারো নাশ জীবিকার আশে ॥
পুষ্পের উপরে থাকি মধু করি পান।
দ্বিরেফ করে না পুষ্প কখনও ম্লান ॥
সেইরূপ সাধুগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া।
ভিক্ষা যাচে দোষশূন্য গৃহেতে যাইয়া ॥৪
মূলতত্ত্ব-কথা সাধু হন অবগত।
সর্ব্বেন্দ্রিয় বশবর্ত্তী রাখেন সতত ॥
মধুকর যথা ভ্রমে ভেদ-বুদ্ধিহীন।
জাতিকুল ভেদ তাঁর তথা হয় ক্ষীণ ॥
স্থাবরাদি সর্ব্ব জীব হিতে যত্নবান।
তুচ্ছাহারে পরিতৃপ্ত হন মহাপ্রাণ ॥৫

প্রথম অধ্যয়ন।

তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা।
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা॥
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি ধন্দনা।
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা॥
ইতি দ্রুম পুষ্পিকাধ্যয়ন সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যযন।

পারেনাকো নিবারিতে বাসনা যাহারা।
সতত অপার দুঃখ পাইবে তাহারা॥
অনিত্য বাসনা রূপ অরির অধীন।
হয়ে দুঃখ পান সাধু সংযম বিহীন॥
রাজ্যরক্ষা না করিলে যেমন রাজার।
দুঃখদৈন্য শোক তাপ আসে বারংবার॥১
ত্যাগী ভোগী ভিন্ন পথে ভবে করে বাস।
ভোগী ভোগে করিতেছে সতত প্রয়াস॥
চীনাংশুক বস্ত্র আদি নারী অলঙ্কার।
ধূপ পুষ্প গন্ধদ্রব্য পর্য্যঙ্ক আধার॥
ভোগীর পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ভোগের সাধন।
ত্যজিয়া বাসনা যুত সাধু ত্যাগী নন॥২
সুরস সুন্দর প্রিয় ভোগ্য রাশি রাশি।
ত্যাগ করে চির সাধু তেয়াগ প্রয়াসী॥
সাধু কাছে প্রিয় খাদ্য কভু বা আসিলে।
গ্রহণে বিমুখ হন তাই ত্যাগী বলে॥৩
আত্মপর সমদৃষ্টি সাধক সুজন।
কেমনে বিপথে যান বলিব এখন॥
ভোগ্য তরে ভ্রান্ত চিত্ত বিস্মরি সাধন।
সংযমের বহির্দেশে করিছে গমন॥
অসংযমে বহুদুঃখ হয় আবির্ভাব।
আত্মধ্যানে নাশে সাধু মনের প্রভাব॥

দ্বিতীয় অধ্যয়ন।

সেই স্ত্রী আমার নয় আমি নই তাঁর।
ভ্রমপূর্ণ উভয়ের সম্বন্ধ গভীর।
অনিত্য বিষয় ত্যাজি মোক্ষ বুঝিয়া।
ভোগরাগ দূর করে ধ্যানস্থ হইয়া॥
মনের নিগ্রহে পূর্ব্বে যাহা দরকার।
বলিয়াছি এবে বলি শুধু বিস্তার।
মুনিবর কর তপ শুভ আপনার।
সৌকুমার্য্য ত্যাগ কর বাহ্যিক বাসনা।
সংযম হইতে ইহা বই কম নয়।
সেই হেতু সাধুগণ দেয় কষ্ট তায়।
বাসনা দুরন্ত রিপু দূর কর তাহা।
তেয়াগিলে যাবে দুঃখ কষ্ট [illegible]।
কামের আশ্রয় দ্বেষ হয় [illegible]।
অপনীত কর মন [illegible]।
দৃঢ়ভাবে পূর্ব্বকথা স্মরিয়া [illegible]।
সংসার থাকিয়া [illegible]॥
বড়ই চঞ্চল মন স্থির [illegible]।
সংযম সাধিতে [illegible]।
দৃষ্টান্ত দেখাই [illegible]।
বাঁধিবে চঞ্চল মন [illegible]।
ধূমকেতু [illegible] প্রকাশ।
প্রাণিনাশ [illegible]।

দ্বিতীয় অধ্যয়ন।

আগমে রয়েছে তার দৃষ্টান্ত অতুল।
বুঝিয়া চলিবে সাধু সহায় বিপুল ॥
অগন্ধন সর্প রাজী পুড়িতে অনলে।
তবু নাহি তোলে বিষ শতমন্ত্র বলে ॥
সেইরূপ সাধু যম করিয়া গ্রহণ।
মৃত্যুপাশ পালে উহা ত্যজেনা কখন ॥৬
যশস্কামিন্ হে ক্ষত্রিয় ধিক্কার তোমাকে।
জীবন সংযত নহে বিধির বিপাকে ॥
ভোগরূপ বিষ পিব জীবিকার লাগি।
উৎক্রান্ত গরল পানে হও অনুরাগী॥
ধারণ অপেক্ষা হেন মলিন জীবন।
তোমার সংসারে এই প্রশস্ত মরণ ॥৭

(১)

রাজকন্যা রাজীমতী কুলাভিমানিনী।
পরকাশি কুলখ্যাতি বলেন ভামিনী ॥
ভোগরাজ উগ্রসেন আমারি জনক।
ধন মানে সুশাসনে প্রজার পালক ॥
যদু বংশ নরপতি সমুদ্র বিজয়।
তাঁহার আপনি পুত্র অত্যুচ্চহৃদয় ॥
এহেন প্রধান কুলে কলঙ্ক রোপণ।
গন্ধন সর্পের মত অতি অশোভন ॥

(১) পরিশিষ্টে রাজীমতীর উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে।

দশ বৈকালিক সূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যয়ন।

তাই বলি স্থির চিত্ত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ।
করুণ মুনির কাম্য সংযম পালন ॥৮
চঞ্চল মনের গতি সমীরণ প্রায়।
সেই হেতু জীব ভ্রমে যথায় তথায় ॥
চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করে না যে জন।
বহু দোষে দোষী সেই শাস্ত্রের বচন ॥
সুন্দর ললনা ভবে আছে অগণন।
তাদের লাগিয়া ঘটে কত অঘটন ॥
নেহারি ললনা যদি কামমত্ত মন।
হয়, কামাবেগে তব চিত্তের স্পন্দন ॥
পবন প্রবাহে হড তরুর মতন।
সংযম হইতে হবে আত্মার পতন ॥
তাই বলি রথ নেমি সংযমেতে ব্রতী।
সংযম সোপানে চিত্ত স্থির কর অতি ॥
না রাখিলে চিত্ত স্থির প্রমাদে পড়িবে।
সংসার সাগরে পড়ি হাবুডুবু খাবে ॥৯
রাজার কুমারী সেই নামে রাজীমতী।
জনমিয়া রাজকুলে অতি ধর্ম্মমতি ॥
সংযমাদি শিক্ষা করি পবিত্র হৃদয়া।
প্রচারে সংযম ধর্ম্ম বিহারে যাইয়া ॥
সংসারের মোহ হেরি করিয়া ক্রন্দন।
জীবের মুক্তির বার্ত্তা যথা তথা কন ॥

দ্বিতীয় অধ্যয়ন।

রথনেমি নামে খ্যাত ক্ষত্রিয় নন্দন।
রাজীমতী মুখে শুনি স যম বচন॥
বিপথে চলিলে করী অঙ্কুশ আঘাতে।
যথা আনে সুচালক নির্দ্দিষ্ট পথে॥
রথনেমি নিজ কর্ম্মে করে অনুতাপ।
রাজীমতী বাক্য বাণে ঘুচে যায় পাপ॥
চারিত্র্য ধর্ম্মেতে হন অতিস্থির মতি।
চির অনুরক্ত হন সংযমের প্রতি॥ ১০
বিষয় বাসনা হ'তে দূরে থাকা দায়।
সমস্ত বিপদ্ আনে বাসনা শরায়॥
নরশ্রেষ্ঠ রথনেমি বিখ্যাত জগতে।
রাজীমতী উপদেশ পাইয়া বনেতে॥
ভোগজ বাসনা মোহ দুর্বার নেহারি।
সংযমী হলেন তিনি মমতা পাসরি॥
এহেন দৃষ্টান্ত হেরি পণ্ডিত সুজন।
বিষয় বাসনা ত্যজি ভোগমুক্ত হন॥ ১১
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা।
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা॥
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা।
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা॥

ইতি দ্বিতীয় শ্রামণ্যপূর্ব্বিকাধ্যয়ন সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যযন।

আগম কথিত সদাস্থিত, সংযম্মতে।
আভ্যন্তর কিম্বা বাহ্য মুক্ত গ্রন্থ হতে ॥
স্বপর রক্ষক যারা, তাদের কথিত।
অনাচীর্ণ দোষ করা না হয় উচিত ॥ ১
অনাচীর্ণ দোষ অতি ধর্ম্ম বিগর্হিত।
বুঝি উহা হতে সাধু হইবে বর্জ্জিত ॥
আহারের কাল সদা বিচার করিয়া।
উল্লিখিত চারি দ্রব্য ত্যজিবে স্মরিয়া ॥
সাধুর উদ্দেশ্যে যাহা প্রস্তুত হইবে।
অথবা সাধুর লাগি কিনিয়া লইবে ॥
এই দুই দ্রব্য সদা বর্জ্জন করিবে।
আমন্ত্রণ কোথা নাহি সাধুরা যাইবে ॥
কোথা হতে আনি কোন দ্রব্য না লইবে।
স্নান আর রাত্রিকালে ভোজন ছাড়িবে ॥
পুষ্পমাল্য গন্ধদ্রব্য কর্পূরাদি আর।
উত্তাপে ব্যজন ত্যাগ করিবে পাখার ॥ ২
সাধুগণ পরিত্যাজ্য প্রচুর বিষয়।
ত্যজিতে করিবে পণ ছাড়িয়া সংশয় ॥
ঘৃতগুড়আদি দ্রব্য করিয়া সঞ্চয়।
রাখিবেনা নিশা কালে সাধু মহোদয় ॥
না করিবে গৃহস্থের পাত্রেতে আহার।
দোষাবহ উহা বুঝি যতি শুদ্ধাচার ॥

তৃতীয় অধ্যয়ন।

রাজ ভোগ্য প্রিয় খাদ্য কখন গ্রহণ।
করিবে না ভ্রমক্রমে বিজ্ঞ সাধুজন॥
ইচ্ছাক্রমে কৃত খাদ্য সাধু না লইবে।
সুখার্থী দেহ না কভু মর্দ্দন করিবে॥
প্রক্ষালন না করিবে দন্ত সাধুজন।
অঙ্গুলির সহযোগে ভ্রমেও কখন॥
না করিবে কোন প্রশ্ন গৃহস্থ নেহারি।
কি প্রকার আছ তুমি" মুখে ব্যক্ত করি॥
না হেরিবে মূর্ত্তি নিজ আদর্শে কখন।
মুক্তি হেতু করি সাধু সন্ন্যাস গ্রহণ॥
জুয়া খেলি নর সদা লভে পরিতোষ।
বলিব অধুনা তাই অষ্টাপদ দোষ॥
গৃহস্থের শিক্ষাদান কভু অষ্টাপদে।
না করিবে মুক্ত সাধু পড়িয়া প্রমাদে॥
পাশার সাহায্যে কভু দ্যূত ক্রিয়া করি।
না লইবে অর্থ সাধু নীতি পরিহরি॥
ধারণ ছত্রের সাধু বর্জ্জন করিবে॥
নিজ পরকীয় স্বার্থ যেহেতু বাড়িবে॥
ব্যাধি প্রতিকারে কভু তপ ব্রতজন।
করিবেনা চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ॥
সংযমেতে সমাগত সুশীল সুজন।
কভু না পড়িবে জুতা যতি তপোধন॥

তৃতীয় অধ্যয়ন।

অগ্নির আরম্ভ দোষ বর্জ্জন করিবে।
পালিয়া পূর্ব্বোক্ত নীতি সাধু সিদ্ধ হবে ॥৪
বলিব বিস্তারি আর সাধুদের নীতি ঃ
পালিবে সতত সাধু অতি শুদ্ধমতি ॥
যে করে বসতি দান সাধুরে কখন।
তার দত্ত আহার্য্য না করিবে গ্রহণ ॥
অতিক্ষুদ্র খট্টামধ্যে পর্য্যঙ্কে কখন।
বসিবেনা করিবেনা সাধুরা শয়ন ॥
নেহারি সাধুরা গৃহী ব্যাকুল কাজেতে।
না যাবে তাদের গৃহে বিনা কারণেতে ॥
গৃহমধ্যে কভু কিম্বা গৃহসন্নিধানে।
বসিবেনা সাধুজন বিহীন কারণে ॥
করিবে না কভু সাধু শরীর ঘর্ষণ।
ময়লা করিতে দূর সযত্নে কখন ॥৫
অন্নাদির সম্পদা দ্বারা সেবা করিবেনা।
গৃহস্থের কোন কালে তপ রত মনা ॥
দেবগুরু বা ধর্ম্মের করিবে পূজন।
না লইবে শ্রাবকের বিনীত ভজন ॥
জাতিকুল কর্ম্ম আদি করিয়া খ্যাপন।
করিবেনা সাধুজন ভিক্ষার গ্রহণ ॥
উষ্ণজল সাধুগণ পানার্থে লইবে।
সচিত্ত শীতল জল বর্জ্জন করিবে ॥

তৃতীয় অধ্যয়ন।

পিপাসার্ত্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যখন।
না করিবে পূর্ব্বভুক্ত দ্রব্যের স্মরণ।
ক্ষুধাতে রোগেতে সাধু আক্রান্ত কখন।
না লইবে শ্রাবকের কখন শরণ ॥৬
অনাচীর্ণ দোষ (সদা) পরীক্ষা করিয়া।
লইবে সতত খাদ্য অবস্থা বুঝিয়া ॥
সজীব মূলক আদা ইক্ষুখণ্ড আর।
করিবেনা ভ্রমক্রমে সাধুরা আহার।
সট্টামূল কাঁচাফল বীজ সাধুগণ।
করিবেনা বজ্রকন্দ জীবিত গ্রহণ ॥
গ্রহণ করিলে উহা সাধুরা কখন।
অনাচীর্ণ দোষে হবে পাপেতে মগন ॥৭
নিম্নোক্ত কথা সাধু স্মরিয়া সতত।
লবণের ব্যবহার হ'বে অবগত ॥
আছে এই ধরাধামে বিবিধ লবণ।
চিকিৎসক রোগনাশে করেন গ্রহণ ॥
সাধুরা করিলে ত্যাগ কথিত লবণ।
অনাচীর্ণ দোষ মুক্ত হবে সর্ব্বক্ষণ ॥
সকল সৈন্ধব যাহা পর্ব্বতেতে জাত।
রুমাখ্য সম্বরি কৃষ্ণা সমুদ্রসম্ভূত ॥
পাংশুক্ষার যাহা হয় উষর ভূমিতে।
কৃষক সংগ্রহি রাখে আপন গৃহেতে ॥

তৃতীয় অধ্যয়ন।

সচিত্ত লবণ সাধু কভু না লইবে।
অনাচীর্ণ দোষ হতে মুকতি পাইবে ॥৮
অনাচীর্ণ দোষ জৈন শাস্ত্রে উল্লিখিত।
আছে বহু মহাব্রতি সাধুর বর্জ্জিত।
ধূপাদিপ্রদান বস্ত্রে অথবা শরীরে।
কভু না করিবে সাধুজন অকাতরে।
ঔষধ সেবন দ্বারা নিষিদ্ধ বমন।
বস্তি কর্ম্ম বিরেচন করিবে বর্জ্জন।
নেত্রেতে কাঁজল কভু না পার্শে সুজন।
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির তরে সাধুগণ কখন।
না করিবে দন্ত কাষ্ঠে সাধুরা ধাবন।
নাকরিবে তৈলদ্বারা অঙ্গের মর্দ্দন।
দেহ সৌন্দর্য্যের লাগি কভু অলঙ্কার।
না পড়িবে সাধুজন ভূষণ ধরার ॥৯
পূর্ব্ব উল্লিখিত, সব অযোগ্য আচার।
অনুষ্ঠান যোগ্য নহে বিদিত সবার।
সংযমে সতত যুক্ত নির্গ্রন্থ সুমতি।
মহাবীর মহাপ্রাণ সদা শুদ্ধমতি।
অপ্রতিবদ্ধ বিহার পবন-সদৃশ।
করেন সম্যক্ ভাবে তপ পরবশ ॥১
পাঁচটি আস্রব করিয়াছেন সংবৃত।
ত্রিগুপ্তিতে সুসংযত ষট্ কায় সাধনে

তৃতীয় অধ্যয়ন।

জিতেন্দ্রিয় ঋজুমতি নির্গ্রন্থ যাহারা।
অনাচীর্ণ দোষ মুক্ত হয়েন তাহারা॥
মিথ্যাত্ব, অব্রত আর প্রমাদ কষায়।
অশুভ যোগ ইহাই আশ্রব নিশ্চয়॥
পঞ্চাশ্রব ত্যাগে সদা বদ্ধ পরিকর।
হইবেন সাধু জন স্বাধ্যায় তৎপর॥
মনো শুদ্ধি বাক্য শুদ্ধি কায় শুদ্ধি আর।
ত্রিবিধ বিষয় নিত্য সংযম যাহার॥
সর্ব্বপ্রাণি হিংসা ত্যজি হইয়া সংযমী।
ত্যজেন পূর্ব্বোক্ত দোষ হয়ে মুক্তিকামী॥১১
গ্রীষ্ম সহে সূর্য্য তাপ ধানস্থ হইয়া।
শীতে শৈত্য ভুঞ্জে সাধু বসন ত্যজিয়া॥
বর্ষাকালে সাধুগণ দেহসুসংযত।
করিয়া না ভ্রমে কোথা আত্মধ্যানে রত॥১২
সাধুগণ কোন কার্য্যে হন অগ্রসর।
বলিব অধুনা তাহা শুন হিতকর॥
করম নির্জ্জরা লাগি কষ্টের উদয়।
পরীষহ নামে তাহা খ্যাত বিশ্বময়॥
উদ্ধত পিপাসা ক্ষুধা রিপু ভয়ঙ্কর।
সর্ব্বদা হবেন সাধু দমনে তৎপর॥
ত্যজিয়া বিচিত্র মোহ ধ্বংসের কারণ।
সাধুরা তপস্যা ধ্যানে থাকে অনুক্ষণ॥

তৃতীয় অধ্যয়ন ।

দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ করে দুঃখদান ।
জয় করি সাধু করে দুঃখ অবসান ॥
শারীরিক মানসিক দুঃখের বিনাশে ।
হয়েন তপের সাধু সংযমের আশে ॥১৩
ত্যজিয়া দুষ্কর দোষ অনাচীর্ণ আদি ।
আতাপন আদি দুঃখ সহি নিরবধি ॥
সাধুরা করেন কালে ত্রিদিবে গমন ।
করমের অবশেষ থাকার কারণ ॥
অষ্টবিধ কর্ম্ম যাহা প্রকৃত বন্ধন ।
মুক্ত হয়ে মোক্ষ পথে করেন গমন ॥১৪
দেবলোক পুণ্যময় অতি মনোহর ।
ভুঞ্জে সাধু পুণ্যফলে সুখের আকর ॥
কর্ম্মক্ষয়ে উহা ছাড়ি মনুষ্য লোকেতে ।
আসে সবে ক্ষুন্নমান মন লোক হিতে ॥
সংযম তপস্যা বলে পৌর্ব্বিক করম ।
ক্ষয় করে সাধুগণ লভি দমশম ॥
স্ব পরের ত্রাণ হেতু করেন যতন ।
আত্মমুক্তি করি সাধু যোগে সিদ্ধ হন ॥১৫
তীর্থঙ্কর মহোপূজ্য সাধক যাঁহারা ।
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাঁহারা ॥
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্ব কল্পনা ।
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা ॥

ইতি—ক্ষুল্লিকাচার কথাধ্যয়ন সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যয়ন।

সুধর্ম্মা নামক গুরু বলেন একদা।
জম্বু শিষ্যে কথা এক পরম শুভদা॥
হে আয়ুষ্মন্ আমাহতে করহ শ্রবণ।
জৈনেন্দ্র কথিত এক সুসত্য বচন॥
ষড জীবনিকা নামে এক অধ্যয়ন।
কেবল জ্ঞানের বলে করি আলোচন॥
বলেছেন তীর্থঙ্কর সিদ্ধ মহাবীর।
কাশ্যপ গোত্রীয় যিনি স্বভাব সুধীর।
পরে উহা যুক্তি দ্বারা অতি স্পষ্ট রূপে।
দিয়াছেন বুঝাইয়া তিনিই সংক্ষেপে॥
ধরম প্রজ্ঞপ্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্র সার।
পাঠকরা হিতকর এক্ষণে আমার॥
জিজ্ঞাসে গুরুর কাছে জম্বু সুবিনীত,
জ্ঞান লাভে সমুৎসুক হইয়া প্রণত॥
ষড জীব নিকাধ্যয়ন—নিয়ম রাশিতে।
ধরম প্রজ্ঞপ্তি আছে কোন নিয়মেতে॥
ধরম প্রজ্ঞপ্তি পাঠ মম হিতকর।
অতএব মোরে উহা বলুন সত্বর॥
গুরুকন প্রিয় শিষ্য শুন মন দিয়া।
বলিব সকল কথা এবে বিস্তারিয়া॥
কেবল জ্ঞানের বলে কাশ্যপ শ্রমণ।
মহাবীর তীর্থঙ্কর সত্য পরায়ণ॥

চতুর্থ অধ্যযন।

ষড্ জীবনিকা নাম বুঝি অধ্যয়ন।
প্রকৃত ধরম তত্ত্ব করি নিরূপণ ॥
বুঝাইয়া দেন সবে মার্জ্জিত ভাষায়।
ধরম প্রজ্ঞপ্তি পাঠে তাই চিত্ত ধায় ॥
শুন শিষ্য বলি সেই জীবের প্রকার।
ছয় রূপ জীব ভবে করিছে বিহার ॥
পৃথ্বীকায় অপস্কায় কেহ তেজস্কায়।
বায়ু বনস্পতি কায় কেহ ত্রসকায় ॥১
আতপাদি দ্বারা পৃথ্বী আহতা নির্জ্জীব।
তদন্য পৃথিবী হয় সতত সজীব ॥
অনেক জীবের বাস পৃথ্বীর ভিতরে।
ভিন্ন ভিন্ন আত্মা থাকে জীবের শরীরে ॥
শীতাতপে জল হয় কখন নির্জ্জীব।
তদ্ভিন্ন সলিল হয় সতত সজীব ॥
অনেক জীবের বাস জলের ভিতরে।
ভিন্ন ভিন্ন আত্মা থাকে জীবের শরীরে ॥
মাটী জল নির্বাপিত নির্জ্জীব অনল।
তদ্ভিন্ন অনল হয় সজীব প্রবল ॥
অনেক জীবের বাস অনল ভিতরে।
ভিন্ন ভিন্ন বহু আত্মা জীবের শরীরে ॥
জীব শূন্য বায়ু দৃষ্ট হইবে কখন।
সজীব লক্ষিত হবে কভু সমীরণ ॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

অনেক জীবের বাস বায়ুর ভিতরে।
রহেছে অনেক আত্মা জীবের শরীর ॥
বনস্পতি জীবহীন নহি আদি যোগে।
ভিন্ন উহারা হয় সজীব ভূভাগে ॥
অনেক জীবের বাস উহার ভিতরে।
অনেক রহেছে আত্মা জীবের শরীরে ॥
বনস্পতি আছে বিশ্বে অনেক প্রকার।
বলিব উহার ভেদ করিয়া বিচার ॥
অগ্রবীজ মূলবীজ কেহ পর্ববীজ।
বীজরুহা সংমূর্চ্ছিমা কেহ স্কন্দবীজ ॥
তৃণলতা সকলেই বনস্পতি কায়।
সবীজ সচিত্ত বলি আখ্যাত ধরায় ॥
বহুবীজ ভিন্ন সত্তা ইহারা সকল।
অনল প্রভৃতি দ্বারা নির্জীব কেবল ॥২
বহুবিধ ত্রস প্রাণী আছে এজগতে।
কেহ জন্মে অণ্ড হ'তে কেহ পোত হতে ॥
জরায়ু হইতে জন্ম কাহার বা হয়।
রস হতে কেহ স্বেদে কাহার উদয় ॥
স মূর্চ্ছনে জন্মে কেহ ভূমি ভেদ করি।
শয্যাদিতে উপপাত রূপ কেহ ধরি ॥
ত্রসের বিবিধ রূপ প্রকৃত লক্ষণ।
বলিব এক্ষণে উহা করহে শ্রবণ ॥

চতুর্থ অধ্যযন।

যে জীব আসিতে পারে প্রাণীর সম্মুখে।
পিছনে আসিতে পারে দেখিযা স্বচোখে ॥
দেহের করিতে পারে সঙ্কোচ বিকাশ।
কথাবলি যে বা করে ভাবের প্রকাশ ॥
ফিরিতে পারে যেজীব এদিকে ওদিকে।
দুঃখেত বিভোর হয় ভয় যার থাকে ॥
বুঝে যেবা সকলের গমনা গমন।
ত্রসজীব তারা হয় বুঝিবে সুজন ॥
ইহাদের মধ্যে আছে কীট পতঙ্গাদি।
দ্বীন্দ্রিয় কেহ বা আছে কেহ ত্রীন্দ্রিয়াদি ॥
চতুরিন্দ্রিয়ধারী বা পাঞ্চন্দ্রিয় কেহ।
পূর্ব্বোক্ত নামেতে তারা ধরে নিজ দেহ ॥
তির্য্যক্ নারক দেব—মনুষ্য প্রভব।
সকলেই সুখ চায় লালসা সম্ভব ॥
উল্লিখিত পূরবের জীব ষষ্ট বিধ।
ত্রস নামে খ্যাত হয় জানিবে বিবুধ ॥
সংঘট্টন পরিতাপনাদি দণ্ড ভবে।
দিবে না স্বয়ং সাধু পৃথ্বী আদি জীবে ॥
করাবেনা কাহা দ্বারা দণ্ডের বিধান।
না করিবে দণ্ডকার্য্যে অনুমতি দান ॥
পূর্ব্ব বিধি যথারীতি বুঝি শিষ্যজন।
নিম্নরূপে অঙ্গীকার করিবে পালন ॥

চতুর্থ অধ্যযন।

"আজীবন করিবনা দণ্ডের বিধান।
কায়মনোবাক্যে জীব দু খের নিদান॥
অপরের দ্বারা জীবে দণ্ড নাহি দিব।
অনুমতি ক্রমে দণ্ডে নাহি উৎসাহিব॥
প্রাক্তন সাবদ্যযোগ হইতে নিশ্চিত।
শিষ্য বলে গুরো আমি হলাম বিরত।
অতীত দণ্ডের কর্ত্তা আত্মারে আপন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন॥৪
বর্ণিত এক্ষণে হবে মহাব্রত পূত।
সাধু পরিজ্ঞেয় ইহা আগম লিখিত॥
শিষ্য বলে গুরো! পূজ্য! হয় মহাব্রত।
প্রাণি হিংসা দূরকারী জগতে পূজিত॥
পূজনীয় গুরো! আমি সকল প্রকারে।
জীব হিংসা ত্যজিতেছি থাকি এ সংসারে॥
ত্রসস্থাবরাদি প্রাণী সাধু না নাশিবে।
কাহা দ্বারা প্রাণি নাশ নাহি করাইবে॥
প্রাণি নাশে যত্নশীলে না দিবে প্রশ্রয়।
সতত প্রাণীর প্রতি হইবে সদয়॥
ত্রিবিধ করণ যোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্যে থাকি আমি অভাজন॥
করিনা বা করাইনা দেইনা সম্মতি।
জীব হিংসা মহাপাপ ভাবি দিবারাতি

চতুর্থ অধ্যযন।

জীবহিংসাকারী, আমি, আত্মাকে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন ॥
এসেছি প্রথম নিতে শ্রেষ্ঠ মহাব্রত।
হিংসাবৃত্তি হতে মুক্ত হয়েছি কথিত ॥
আজ হতে হবে মোর হিংসার নিবৃত্তি।
হৃদয়ে আসিবে মোর অহিংসা প্রবৃত্তি ॥১
মৃষাবাদ বিনিবৃত্তিরূপ মহাব্রত।
দ্বিতীয় স্থানীয় ইহা আগম কথিত ॥
মম পূজ্য হে ভগবন্। দোষের আকর।
ছাড়িতেছি মৃষাবাদ সকল প্রকার ॥
করিবেনা সাধু ক্রোধে লোভে হাস্যে ভয়।
মৃষাবাদ দোষাবহ যে কোন সময়ে ॥
বলাইতে পর দ্বারা মিথ্যার ভাষণ।
ভ্রমেও কভুনা সাধু করিবে যতন ॥
ত্রিবিধিকরণ যোগে আমি আজীবন ॥
কায়মনোবাক্যে কভু আমি অভাজন ॥
করিনা বা করাইনা দেইনা সম্মতি।
মৃষাবাদ মহাপাপ ভাবি দিবারাতি ॥
প্রাক্তন সাবদ্য যোগ হইতে বিরত।
হইতেছি হে ভগবন্। আমি মর্ম্মাহত ॥
মৃষাবাদকারী আমি আত্মাকে এখন
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন

চতুর্থ স্তবক,

এসেছি তৃতীয় দিন [illegible]
[illegible]
[illegible]
চতুর্থ [illegible] এ [illegible]।
হে জগ! [illegible]
ত্যজিল [illegible] ॥
[illegible]
করিবা [illegible] ॥
[illegible]।
দৈবুন [illegible]।
ত্রিদিব [illegible]
কারণ [illegible] ॥
করিলা [illegible]
দৈবুন [illegible] ॥
হে জগ! [illegible] হৈল পাপ।
প্রতিক্ষা [illegible]।
দৈবুন [illegible]।
নিশি যদি [illegible] ধরে।
এসেছি [illegible] বিনোচন ॥
এসেছি চতুর্থ দিন [illegible] সমাগত।
উক্ত [illegible] বিশ্রত ॥৪
পরিশ্রান্ত [illegible]।
পঙ্কজনেত্রীর [illegible] এই মহাব্রত ॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

পরিগ্রহ হয় গুরো! অতি পাপাচার।
ছাড়িতেছি আমি এবে সকল প্রকার॥
পরিগ্রহ অল্প বহু অণু স্থূল হয়।
সচিত্ত অচিত্ত কিম্বা যে কোন সময়॥
লইবেনা উহা নিজে জীবনে কখন।
করাবেনা পর দ্বারা উহার গ্রহণ॥
অনুমতি নাহি দিবে পরিগ্রাহি জনে।
পরিগ্রহ মহাপাপ আগম বিধানে॥
ত্রিবিধকরণ যোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্যে কভু আমি অভাজন॥
করিনা বা করাইনা দেইনা সম্মতি।
পরিগ্রহ যেই হেতু করে অধোগতি॥
হে গুরো! করিয়া থাকি যদি উক্ত পাপ।
করিতেছি প্রতিক্রম করি মনস্তাপ॥
পরিগ্রহ দোষ যুক্ত আত্মারে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন॥
এসেছি পঞ্চম নিতে শ্রেষ্ঠ মহাব্রত।
পরিগ্রহ দোষ মুক্ত হয়েছি কথিত॥
রাত্রির ভোজন ত্যাগ সাধুশুদ্ধাচার।
ষষ্ঠ মহাব্রত বলি হয়েছে প্রচার॥
রাত্রির ভোজন হয় অতি পাপাচার।
ত্যজিতেছি গুরো। আমি সকল প্রকার॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

স্বাদ্য খাদ্য পানাহার রাত্রিতে সুমতি।
করিবেনা করাবেনা দিবেনা সম্মতি ॥
ত্রিবিধকরণ যোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্যে কভু আমি অভাজন ॥
করিনা বা করাইনা দেইনা সম্মতি।
জীব নাশ করি জীব পায় অধোগতি ॥
হেগুরা করিয়া থাকি যদি উক্তপাপ।
করিতেছি প্রতিক্রম করি মনস্তাপ ॥
রাত্রির ভোজন দুষ্ট আত্মাকে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপহতে করি বিমোচন ॥
এসেছি লইতে ষষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহাব্রত।
দোষ হতে মুক্ত আমি হয়েছি কথিত ॥৬
আত্মার হিতের তরে পঞ্চ মহাব্রত।
রাত্রির ভোজন ত্যাগ ষষ্ঠ উল্লিখিত ॥
গ্রহণ করিয়া এবে আমি অভাজন।
আগম বিধান মত করিব ভ্রমণ ॥
মহাব্রত যুক্ত ভিক্ষু ভিক্ষুকী বা ভবে।
সপ্তদশ সংযমেতে যুক্ত সর্ব্বভাবে ॥
দ্বাদশ বিধানে যারা তপস্যা নিরত।
প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত পাপকর্ম্ম যত ॥
দিবসের আগমনে কিম্বা রাত্রিকালে।
একাকী জাগ্রত সুপ্ত সভাগত হলে ॥

চতুর্থ অধ্যযন।

পৃথ্বী ভিত্তি শিলা লোষ্ট্র বস্ত্র বা শরীর।
ধূলিদ্বারা সমাচ্ছন্ন নিরখি সুধীর॥
হস্ত পাদ কাষ্ঠ কিম্বা কালিঞ্চ অঙ্গুলী।
শলাকা শলাকাযুত হস্তদ্বারা ভুলি।
লিখিবেনা ঘাটিবেনা ভেদিবেনা তারা।
ঐই রূপ করাবেনা কভু অন্য দ্বারা॥
কর্ম্মরত কাহাকেও দিবেনা সম্মতি।
পালিবে পূর্ব্বোক্ত প্রথা জৈন ধর্ম্মমতি॥
ত্রিবিধ করণ যোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্যে কভু আমি অভাজন॥
করিনা বা করাইনা দেইনা সম্মতি।
জীব নাশ করি জীব পায় অধোগতি॥
হে গুরো! করিয়া থাকি যদি উক্ত পাপ।
করিতেছি প্রতিক্রম করি মনস্তাপ॥
পূর্ব্বোক্ত দোষেতে যুক্ত আত্মাকে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন॥১
সংযত সাধক ভিক্ষু ভিক্ষুকী বা ভবে।
সপ্তদশ সংযমেতে যুক্ত সর্ব্বভাবে॥
দ্বাদশ বিধানে যারা তপস্যা নিরত।
প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত পাপকর্ম্ম যত॥
দিবসের আগমনে কিম্বা রাত্রিকালে।
একাকী জাগ্রত সুপ্ত সভাগত হলে॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

জলের জীবের হিংসা কভু করিবে না।
থাকিবে অহিংসা পথে করি বিবেচনা।
তুষার বরফ জল কূপস্থিত জল।
শিশির কুয়াসা হিম বর্ষার সলিল ॥
জলসিক্ত দেহবস্ত্র কভু না স্পর্শিবে।
বারংবার স্পর্শ করি নাহি নিংড়াইব ॥
ঝাড়িবেনা মারিবেনা কদাপি আছাড়।
শুকাবেনা বারংবার শুকাবে না আর ॥
মানিয়া চলিবে সাধু পূরব পদ্ধতি।
করিবেনা করাবেনা দিবেনা সম্মতি ॥
ত্রিবিধকরণযোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্যে কভু আমি অভাজন ॥
করিনা বা করাইনা দেই না সম্মতি।
জীব নাশ হেতু লোক পায় অধোগতি ॥
হে গুরো। করিয়া থাকি যদি উক্ত পাপ।
করিতেছি প্রতিক্রম করি মনস্তাপ ॥
পূর্ব্বোক্ত দোষেতে যুক্ত আত্মাকে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন ॥২
মহাব্রত যুক্ত ভিক্ষু ভিক্ষুকী বা ভবে।
সপ্তদশ সংযমতো যুক্ত সর্ব্বভাবে ॥
দ্বাদশবিধানে যারা তপস্যানিরত।
প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত পাপকর্ম্ম যত ॥

চতুর্থ অধ্যযন।

দিবসের আগমনে কিম্বা রাত্রিকালে।
একাকী জাগ্রত সুপ্ত সভাগত হলে॥
অঙ্গার অনল উল্কা ভস্মার্চ্চি উল্মুক।
উর্দ্ধমার্গে ক্ষেপিবে না বিশুদ্ধ পাচক॥
ঘাটিবেনা জ্বালাবেনা নিবাবে না যতি।
অন্য দ্বারা কভু উহা করাবে না ব্রতী॥
তাদৃশ করমে হেরি কারে অগ্রসর।
সম্মতি দিবে না কভু সাধক প্রবর॥
ত্রিবিধ করণ যোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্যে কভু আমি অভাজন॥
করি না বা করাইনা দেই না সম্মতি।
যাহা দ্বারা পায় লোক অতি অধোগতি॥
হে গুরো করিয়া থাকি যদি উক্ত পাপ।
করি তেছি প্রতিক্রম করি মনস্তাপ॥
পূর্ব্বোক্ত দোষেতে যুক্ত আত্মাকে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন॥৩
মহাব্রত যুক্ত ভিক্ষু ভিক্ষুকী বা ভবে।
সপ্তদশ সংযমেতে যুক্ত সর্ব্বভাবে॥
দ্বাদশ বিধানে যারা তপস্যা নিরত।
প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত পাপকর্ম্ম যত॥
দিবসের আগমনে কিম্বা রাত্রিকালে।
একাকী জাগ্রত সুপ্ত সভাগত হলে॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

চামর ব্যজন কিম্বা তালবৃন্ত যোগে।
তালপত্র ভগ্নপত্র শাখার প্রয়োগে॥
ভগ্ন শাখা ময়ূরের পাখা সহকারে।
অথবা ময়ূর পাখা সমন্বিত করে॥
বস্ত্র বা বস্ত্রের অংশ করি সঞ্চালন।
অথবা প্রয়োগ করি সহস্ত বদন॥
নিজ দেহ কিম্বা বাহ্য দ্রব্য সমুদয়।
যাহাতে সজীব প্রাণী সদাবদ্ধ হয়॥
করিবেনা উহাদেরে ফুৎকার ব্যজন।
করাবেনা অন্য দ্বারা উহা সম্পাদন॥
তাদৃশ করমে হেরি কারে অগ্রসর।
সম্মতি দিবেনা কভু সাধক প্রবর॥
ত্রিবিধকরণ যোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্যে কভু আমি অভাজন॥
করিনা বা করাইনা দেই না সম্মতি।
যাহা দ্বারা পায় লোক অতি অধোগতি॥
হে গুরো করিয়া থাকি যদি উক্ত পাপ।
করিতেছি প্রতিক্রম করি মনস্তাপ॥
পূর্ব্বোক্ত দোষেতে যুক্ত আত্মাকে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন॥৭
মহাব্রত যুক্ত ভিক্ষু ভিক্ষুকী বা ভবে।
সপ্তদশ সংযমেতে যুক্ত সর্ব্বভাবে॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

দ্বাদশ বিধানে যারা তপস্যানিরত।
প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত পাপকর্ম্ম যত ॥
দিবসের আগমনে কিম্বা রাত্রিকালে।
একাকী জাগ্রত সুপ্ত সভাগত হলে ॥
করিবে না হিংসা কভু বনস্পতি কায়ে।
বীজের উপরে, বীজস্থিত দ্রব্যচয়ে ॥
অঙ্কুরস্থ দ্রব্য কিম্বা অঙ্কুর কথিত।
ক্ষুদ্র বৃক্ষ কোন দ্রব্য উহার আশ্রিত।
দূর্ব্বাদি হরিত কিম্বা দ্রব্য তদাশ্রিত।
ছিন্ন বৃক্ষ ফল ফুল শাখা সমন্বিত ॥
সজীব উহারা কিম্বা দ্রব্য তদাশ্রিত ॥
অণ্ডাদি কাষ্ঠাদি কিম্বা কীটাদি স যুত।
ইহাদের উপরেতে করিবে সৃজন।
গমন দাঁড়ান বসা সর্ব্বথা বর্জ্জন ॥
চালাবেনা স্থাপিবেনা দিবেনা সম্মতি।
মানিয়া চলিবে সাধু ধরম পদ্ধতি ॥
ত্রিবিধকরণ যোগে থাকি আজীবন।
কায়মনোবাক্য কভু আমি অভাজন ॥
করিনা বা করাই না দেই না সম্মতি।
যাহা দ্বারা পায় লোক অতি অধোগতি ॥
হে গুরো করিয়া থাকি যদি উক্ত পাপ।
করিতেছি প্রতিক্রম করি মনস্তাপ ॥

চতুর্থ অধ্যযন।

পূর্ব্বোক্ত দোষেতে যুক্ত আত্মাকে এখন।
নিন্দি গর্হি পাপ হতে করি বিমোচন ॥৫
মহাব্রতযুক্ত ভিক্ষু ভিক্ষুকী বা ভবে।
সপ্তদশ সংযমেতে যুক্ত সর্ব্বভাবে ॥
দ্বাদশ বিধানে যারা তপস্যা নিরত।
প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত পাপকর্ম্ম যত।
দিবসের আগমনে কিম্বা রাত্রিকালে।
একাকী জাগ্রত সুপ্ত সভাগত হলে ॥
ত্রসকায় জীবে জীবেহিংসা কভু না করিবে।
জীবহিংসা মহাপাপ সাধুরা বুঝিবে ॥
ত্রসকায় জীবগণ বহুনাম ধরে।
বর্ণিব উহার নাম জানিবার তরে ॥
কীট কুন্থু পিপীলিকা পতঙ্গ বা থাকে।
হস্তে পাদে জঙ্ঘা বাহু উদর মস্তকে ॥
বস্ত্র আটা গুচ্ছ পীঁট উন্দুক দণ্ডকে।
পাদ প্রোচ্ছনে কম্বলে পাত্রে সংস্তারকে ॥
অন্যোপকরণে যদি উহারা বা থাকে।
যদি উহা সাধুগণ নিজ নেত্রে দেখে ॥
নিরখিয়া উহাদেরে একত্র করিবে।
নিরাপদ স্থানে সাধু লইয়া যাইবে ॥
সুবিধাজনক স্থানে যতনে রাখিবে।
অসহ্য সংঘর্ষ দুঃখ কভু নাহি দিবে ॥৬
(চতুর্থাধ্যয়নের গদ্যময়াংশ সমূহ সমাপ্ত।)

চতুর্থ অধ্যয়ন।

অধ্যয়ন চতুর্থেতে আছে বহুকথা।
জীবের প্রকার ভেদ কবিতায় গাঁথা॥
জীবাজীব স্বরূপাদি উহাতে বিচারি।
উপদেশ ধর্ম্মফল চারিত্র্য প্রচারি॥
দিয়াছেন গ্রন্থকর্ত্তা সাধুরে চেতনা।
উল্লেখি বিশেষরূপে জীবের বেদনা॥
অসংযত চলে জীব সাবধান নয়।
পাপেতে তৎপর সদা অতি দুঃখময়॥
ত্রসস্থাবরাদি জীবে হিংসে সর্ব্বক্ষণ।
বদ্ধ হয় পাপকর্ম্মে জীব অগণন।
পরিণামে দুঃখপায় অশেষ প্রকার॥
নরকের পথে যায় বিস্মরি বিচার॥১
দাঁড়াইয়া অযতনে নর নাশে শত।
ত্রসস্থাবরাদি জীব পাপকার্য্য রত।
পাপকার্য্যে বদ্ধ হয় জীব করি ভ্রম।
পরিণামে অতি দুঃখ পায় নরাধম॥২
বসি অযতনে জীব স্থাবরাদি শত।
নাশ করে দুরাচার নরাধম যত॥
পাপেবদ্ধ হয়ে সদা দুঃখ ভয়ঙ্কর।
পরিণামে নিত্য পায় পাপাসক্ত নর॥৩
অযতনে দিবারাত্রি করিয়া শয়ন।
নাশে ত্রসস্থাবরাদি জীব নরগণ॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

পাপবদ্ধ হয়ে ভবে বিবেক বিহীন।
পরিণামে পায় দুঃখ পাপেতে মলিন ॥৪
হংসকাক জম্বুকাদি খায় যে প্রকার।
সে প্রকারে খেয়ে খাদ্য বিবিধ প্রকার ॥
চঞ্চল প্রকৃতি নর উহাদের মত।
নাশে স্থাবরাদি জীব জগতে সতত ॥
পাপবদ্ধ নর সদা বিবেকবিহীন।
পরিণামে ভুঞ্জে ক্লেশ পাপী পুণ্যহীন ॥৫
যাহারা কখন সাধু ভাষার প্রয়োগ।
করে নাই দুরাচার করি ধন ভোগ ॥
যাহা তাহা সদা বলে বুদ্ধিহীন নর।
ত্রসস্থাবরাদি জীব নাশিছে বিস্তর ॥
পরিণামে পাপবদ্ধ হয় সর্ব্বক্ষণ।
অতি দুঃখ পায় সদা ভবে নরগণ ॥৬
বদ্ধ হয়ে হিংসা আদি পাপে সর্ব্বক্ষণ।
কিরূপ ধর্ম্মের কাজ করে নরগণ ? ॥
চলিতে থাকিতে পাপ অবশ্য করিবে।
বসিতে শুইতে পাপ ভক্ষণে হইবে ॥
শরীরের সঞ্চালন করিবে উহাতে।
স্থগিত কিরূপে হিংসা হবে নর হ'তে ॥৭
হিংসা ভিন্ন জীবগণ কোন কার্য্য করে।
হিংসা পাপে বদ্ধ নর অবনী মাঝারে ॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

ভ্রমণে শয়নে নর কিম্বা অবস্থানে।
ভক্ষণে করিছে পাপ কেবা কত জানে॥
প্রতিকার কিবা নর জানেনা ধরায়।
সাধুমুখে কভু সেই তত্ত্ব জানা যায়॥
কষ্টপ্রদ ভিক্ষুব্রত সাধুরা লইয়া।
চলিবে অহিংস সাধু সতর্ক হইয়া॥
ইতস্তত হস্ত পদ কভু না ফেলিবে।
সংযমে তৎপর হয়ে সাধু দাঁড়াইবে॥৮
যে সাধু প্রাণীকে সব দেখে সমজ্ঞানে।
হিংসা আদি আশ্রয়ের তৎপর দমনে॥
জিতেন্দ্রিয় থাকে সদা তপস্যা লইয়া
আগমোক্ত বিধি পালে সতর্ক হইয়া॥
পৃথ্বী আদি জীব হেরি আপন সমান।
সুখদ্ব যে হয় তাঁ'র প্রশস্ত পরাণ॥
সেই ভাব ত্যজি পাপ করে বিচরণ।
হইবেনা তার পাপ—কর্ম্মের বন্ধন॥৯
পালন করিলে দয়া সাধু সিদ্ধ হয়।
সুজ্ঞানের প্রয়োজন তবে কেন রয়? ॥
এইরূপ শঙ্কা সদা সাধুর হইবে।
জীব দয়া-কার্য্যে জ্ঞান সফল বুঝিবে॥
এইরূপে বুঝে সাধু বিচার করিয়া।
পবিত্র উপায় কন সন্তোষ লভিয়া॥

চতুর্থ অধ্যযন।

প্রথমেতে জ্ঞান লাভ সাধুরা করিবে।
জীবরক্ষা-হেতু পরে দয়া প্রকাশিবে।
অন্ধ তুল্য হলে নর কিরূপ চলিবে।
পাপ পুণ্য কেমনে বা বিচার করিবে? ॥১০
জ্ঞান লাভে কি উপায় শাস্ত্রকার মতে।
বর্ণিব এক্ষণে তার তত্ব প্রকাশিতে॥
কল্যাণ স্বরূপ দয়া পবিত্র পরম।
উহাকে বুঝিতে পারে পড়িয়া আগম॥
অসংযম অতিপাপ দুখের কারণ।
পাপের চরম ফল নরক গমন॥
সংযম ও অসংযম বহু ভিন্ন ফল।
হিতকর পথে যায় সাধুরা কেবল॥
স্বকীয় হিতের তরে সংযমে থাকিয়া।
ভুঞ্জে সাধু চিরসুখ প্রফুল্ল হইয়া॥১১
পৃথীকায় আদি জীব না জানে যে জন।
হিরণ্যাদি অজীব যে বুঝেনা কখন॥
তাহাকে রক্ষিতে পারে কিরূপে সে জন।
কেমনে বা সে করিবে সংযমে যতন॥১২
জীবাজীব জানে যবে তত্বজ্ঞান লভে।
সংযম বুঝিতে পারে সাধু সর্ব্ব-ভাবে।১৩
জ্ঞানেতে করিয়া কর্ম্ম, ধরি মনোবল।
সাধুরা লভিছে তাই ক্রিয়ায় সুফল॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

ভ্রমণে শয়নে নর কিম্বা অবস্থানে।
ভক্ষণে করিছে পাপ কেবা কত স্থানে॥
প্রতিকার কিবা নর জানেনা ধরায়।
সাধুমুখে কভু সেই তত্ত্ব জানা যায়॥
কষ্টপ্রদ ভিক্ষুব্রত সাধুরা লইয়া।
চলিবে অতি স সাধু সতর্ক হইয়া॥
ইতস্তত হস্ত পদ কভু না ফেলিবে।
সংযমে তৎপর হয়ে সাধু দাঁড়াইবে॥৮
যে সাধু প্রাণীকে সব দেখে সমজ্ঞানে।
হিংসা আদি আশ্রয়ের তৎপর দমনে॥
জিতেন্দ্রিয় থাকে সদা তপস্যা লইয়া
আগমোক্ত বিধি পালে সতর্ক হইয়া॥
পৃথ্বী আদি জীব হেরি আপন সমান।
সুখদুঃখে হয় ভাগী প্রশস্ত পরাণ॥
সেই ভবে ত্যজি পাপ করে বিচরণ।
হইবেনা তার পাপ—কর্ম্মের বন্ধন॥৯
পালন করিলে দয়া সাধু সিদ্ধ হয়।
সুজ্ঞানের প্রয়োজন তবে কেন রয়? ॥
এইরূপ শঙ্কা সদা সাধুর হইবে।
জীব দয়া কার্য্যে জ্ঞান সফল বুঝিবে॥
এইরূপে বুঝে সাধু বিচার করিয়া।
পবিত্র উপায় কন সন্তোষ লভিয়া॥

চতুর্থ অধ্যযন।

প্রথমতে জ্ঞান লাভ সাধুরা করিবে।
জীবরক্ষা হেতু পরে দয়া প্রকাশিবে।
অন্ধ তুল্য হলে নর কিরূপ চলিবে।
পাপ পুণ্য কেমনে বা বিচার করিবে? ॥১০
জ্ঞান লাভ কি উপায় শাস্ত্রকার মতে।
বর্ণিব এক্ষণে তার তত্ত্ব প্রকাশিতে॥
কল্যাণ স্বরূপ দয়া পবিত্র পরম।
উহাকে বুঝিতে পারে পড়িয়া আগম॥
অসংযম অতিপাপ দুঃখের কারণ।
পাপের চরম ফল নরক গমন॥
সংযম ও অসংযম বহু ভিন্ন ফল।
হিতকর পথে যায় সাধুরা কেবল॥
স্বকীয় হিতের তরে সংযম ধারিয়া।
ভুঞ্জে সাধু চিরসুখ প্রফুল্ল হইয়া॥১১
পৃথ্বীকায় আদি জীব না জানে যে জন।
হিরণ্যাদি অজীব যে বুঝেনা কখন॥
তাহাকে রক্ষিতে পারে কিরূপ সে জন।
কেমনে বা সে করিবে সংযমে যতন॥১২
জীবাজীব জানে যবে তত্ত্বজ্ঞান লভে।
সংযম বুঝিতে পারে সাধু সর্ব্ব ভাবে।১৩
জ্ঞানেতে করিয়া কর্ম্ম, ধরি মনোবশ।

চতুর্থ অধ্যযন।

জীবাজীব তত্ত্ব যবে অভিজ্ঞ হইবে।
নরকাদি জীবগতি বুঝিতে পারিবে ॥১৪
কর্ম্মের বিচিত্র গতি জীব প্রাপ্ত হয়।
নরকাদি বহুবিধ অতি দুঃখময় ॥
জানি সাধু কর্ম্ম ফল জীবের সতত।
পাপপুণ্য বন্ধ মোক্ষ বুঝে সমাহিত ॥১৫
পাপপুণ্য বন্ধ মোক্ষে লভি শুদ্ধ জ্ঞান।
মায়া মুক্ত হন সাধু স্থির করে প্রাণ ॥
এজগতে দেবতার কিম্বা মানুষের।
দুঃখমূল বুঝে যোগী সকলভোগের ॥১৬
দেবতার মানবের সারশূন্য ভোগ।
বুঝিবে যখন সাধু লভি আত্মযোগ ॥
ঘৃণা ভরে দেখিবেক বিচিত্র বিষয়।
থাকিবেনা ক্রোধ মান আদি বিষময় ॥
আভ্যন্তর বাহ্য দ্রব্য আদি ভোগচয়।
উহার সংযোগ সাধু ছাড়িবে নিশ্চয় ॥১৭
সংসারে সংযোগ আছে বিবিধ প্রকার।
বাহ্য আর আভ্যন্তর অলীক অসার ॥
মস্তক মুণ্ডন সাধু বাহ্যত করিবে।
ভাবাসক্তি দূর করি স্বগৃহ ত্যজিবে ॥১৮
দ্রব্য-ভাব মুণ্ডনেতে হয়ে শুদ্ধ মতি।
গৃহত্যাগ করি যায় মুক্তিকামী যতি ॥

চতুর্থ অধ্যযন।

হিংসা আদি রিপু বশ নাশি সাধু ধায়।
ধর্ম্মপথে সম্বরাদি পালিয়া ধরায় ॥১৯
উৎকৃষ্ট সম্বর ধর্ম্ম লভিয়া সাধক।
মিথ্যাদৃষ্টি-প্রাপ্ত কর্ম্ম, রজ অনর্থক॥
আত্মাতে সংলগ্ন যাহা বেদনা দায়ক।
আত্মাহতে সুবিচ্ছিন্ন করে সাধু লোক॥
দৃঢ়রূপে আত্মমুক্তি কর্ম্মরজ হতে।
করি সুখ ভুঞ্জে সাধু বিশুদ্ধ জগতে।২০
মিথ্যা কর্ম্মরজ দূরে ত্যজিয়া সাধক
ত্যজে মোহ আবরণ শমাদি নাশক॥
দিব্য জ্ঞান লভে সাধু জ্ঞেয় বিষয়ের।
অনন্ত অশেষ দৃশ্য বস্তু সমূহের ॥২১
সাধুর হৃদয়ে যবে পূর্ণ জ্ঞানোদয়।
সম্পূর্ণ দর্শন শক্তি সাধু প্রাপ্ত হয়॥
জিন সাধু হন জেতা রাগের দ্বেষের।
কেবলী বিজ্ঞানী হন বুঝি তত্ত্ব ঢের॥
চতুর্দ্দশ রজ্জুমিত লোক সুবিস্তার।
অলোক অনন্ত সাধু জানেন অপার ॥২২
লোক অলোকের জানি তত্ত্ব সাধুজন।
কায়মনো-দেহ বৃত্তি করেন দমন॥
অচল পর্ব্বত মত দৃঢ় বদ্ধ মন।

চতুর্থ অধ্যয়ন।

নিরোধিয়া চিত্ত সাধু যোগের প্রভাবে।
অচল পর্ব্বত-মত স্থির চিত্ত যবে ॥
সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ক্ষয় করি তপোবলে।
কর্ম্ম রজ হতে সদা চির মুক্ত হ লে ॥
মহান্ পুরুষ রূপ ধরার ভূষণ।
নির্ব্বাণের শুভ পথে করেন গমন ॥২৪
কর্ম্মক্ষয় করি সাধু কর্ম্ম মুক্ত হন।
আত্মার সিদ্ধির পথে করেন গমন ॥
ত্রিলোক উপরে থাকি যোগী যোগরত।
লভে সিদ্ধি চিরন্তন নৃসুর বন্দিত ॥ ২৫
অক্ষয় সুখের আশা করে যেই জন।
ভাবি সুখ লাভে যার লালায়িত মন ॥
অতিক্রমি শুভ বেলা করেন শয়ন।
শরীর শোভায় জলে অঙ্গ প্রক্ষালন ॥
অসাধু বলিয়া ভবে কীর্ত্তিত যে জন।
সুগতি জানিও তার না হবে কখন ॥ ২৬
ক্ষুধা বা পিপাসা সদা জয় করি অতি।
ক্ষমা সংযমেতে যার বদ্ধ মতি গতি ॥
তপস্বী সরল তিনি লভেন সুগতি।
পালিয়া সর্ব্বদা শাস্ত্র পূত রীতি নীতি ॥ ২৭
বৃদ্ধ কালে কাহারও না থাকে শকতি।
ত্যজিয়া সংযম ক্ষমা লভেন দুর্গতি ॥

চতুর্থ অধ্যয়ন।

ঈদৃশ বার্দ্ধক্য কালে যে জন সংযত।
ব্রহ্মচর্য্যে সংযমেতে তপস্যায় রত॥
চলে যান তিনি ক্ষিপ্র অমরের ধামে।
মৃত্যুকালে, উক্ত আছে প্রসিদ্ধ আগমে॥ ২৮
লভিয়া চারিত্র ধর্ম্ম দুর্লভ জগতে।
সমদৃষ্টিপাত করি সাধক জীবেতে॥
কভু না করিবে হিংসা প্রমাদের বশে।
ধ্বংসশীল ষড জীবে পাপের পরশে॥ ২৯
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা।
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাঁহারা॥
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা।
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা॥
ইতি ষড জীবনিকা নামাধ্যয়ন সমাপ্ত।



অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

প্রথম উদ্দেশ।

অধ্যয়ন পঞ্চমের নাম পিণ্ডৈষণা।
উহার সম্যক্ ব্যাখ্যা করিব অধুনা॥
থাকেনা শরীর সুস্থ ভোজন ব্যতীত।
ভোজন নিয়ম মুনি পালিবে নিয়ত॥
আহার্য্য গ্রহণে আছে বহুবিধ নীতি।
পালন করিবে সাধু উহা যথারীতি॥
ধর্ম্মকায় আহারের বিধান মানিবে।
আহার্য্য বিষয় সদা বিচার করিবে॥
ভিক্ষার সময়ে মুনি হয়ে অনাকুল।
গমন করিবে পথে না হবে ব্যাকুল॥
স্থির চিত্ত হয় সদা পিণ্ড শব্দাদিতে।
বিধিমত অনুষ্ঠান করি নিজ চিতে॥
আহার্য্য পানীয় দ্রব্যে পরিপাটীরূপে।
করিবেক গবেষণা মুনি মুক্ত পাপে॥১
ভিক্ষার সময় হলে সাধুরা কেমনে।
যাইবেন শুদ্ধাচার—গৃহস্থ ভবনে॥
বর্ণিব অধুনা সেই প্রকৃত বিধান।
পালি যাহা সাধুগণ হবে যুক্তপ্রাণ॥
গমন করিবে সাধু পথে অতি ধীরে।
উদ্বেগ রহিত হয়ে মুখ্য ভিক্ষা তরে॥

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

গ্রামে বা নগরে ভিক্ষা করিবে গ্রহণ।
শান্ত ও স্থির চিত্তে করিবে গমন ॥২
গমন সময়ে সাধু শরীর প্রমাণ।
নিরখিবে অগ্রবর্ত্তী গমনের স্থান ॥
পৃথ্বীকায় অপকায় বনস্পতি কায়।
গমন সময়ে প্রাণী বহু দেখা যায় ॥
বাঁচাইয়া উহাদের প্রাণ মূল্যবান।
চলিবে অভীষ্ট পথে শাস্ত্রের বিধান ॥৩
ঊর্দ্ধ কাষ্ঠ গর্ত্ত আদি উচ্চ নীচ স্থান।
কর্দ্দম সংযুক্ত পথ করিবে বর্জ্জন ॥
পাষাণ বা কাষ্ঠযুক্ত পথে সাধুগণ।
না যাইবে, অন্য পথে করিবে গমন ॥
না থাকিলে অন্যপথ সে পথে চলিবে।
জীবরক্ষা করি সাধু সতর্কে যাইবে ॥৪
পূরব কথিত স্থানে পতিত হইয়া।
পাদ প্রস্খলনে কিম্বা বেদনা পাইয়া ॥
স্থিত ত্রস স্থাবরাদি প্রাণিগণ প্রতি।
সাধুরা করিবে হিংসা অতি রুষ্টমতি ॥৫
সংযত সুসমাহিত সাধক সুজন।
না করিবে উক্ত পথে কদাপি গমন ॥

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

ধূলীময় পাদদ্বয় হলে সাধুগণ।
কি কি দ্রব্য ত্যজি সদা করেন গমন॥
বলিব উহার কথা অতি বিস্তারিত।
পালিয়া চলিবে সাধু ব্রত সমাহিত॥
অঙ্গারক ক্ষাররাশি কিম্বা তুষচয়।
গোময়ে রাখিলে পদ ধূলিরাশিময়॥
ধূলি মধ্যে রহিয়াছে যত জীবগণ।
অবশ্য মরিবে স্পর্শে বুঝি তপোধন॥
ধূলিযুক্ত পদদ্বারা সাধু অহর্নিশ।
করিবেনা অতিক্রম পূর্ব্বোক্ত জিনিষ॥৭
বর্ষার বর্ষণ হেরি শিষ্ট সাধুজন।
নেহারি ধরায় কভু তুষার পতন॥
ধূমাচ্ছন্ন চারিদিক অন্ধকারে ঘেরা।
মহাবাতে কাঁপে জীব হয়ে দিশাহারা॥
অসংখ্য পতঙ্গপাত, সাধু নিরখিয়া।
কোথা না যাইবে শুধু ভিক্ষার লাগিয়া॥৮
নিষেধ গমনে কোথা সাধুর এক্ষণে।
বর্ণনা করিব তাহা আগম বচনে॥
যাইবেনা কভু সাধু বেশ্যা গৃহ পাশে।
কলুষিত সেই স্থান পাপের পরশে॥
অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য নাম।
যাহার আশ্রয়ে সাধু হন সিদ্ধকাম॥

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

বেশ্যাদ্বারে উপজিবে চিত্তের বিকার।
পরিণামে ত্যজিবেক সাধু শুদ্ধাচার ॥
জিতেন্দ্রিয় সাধু হন ব্রহ্মচর্য্যরত।
ধ্যান-জপ-পরায়ণ থাকেন সতত ॥
সেই হেতু সাধুজন বেশ্যাগৃহ পাশে।
যাইবেনা কোনকালে কার্য্যব্যপদেশে ॥৯
বেশ্যাগৃহে সাধুজন করিলে গমন।
পুন পুনঃ সংসর্গেতে হইবে পতন ॥
পীড়া বিরাধনা হয় সাধুর নিশ্চয়।
ব্রত্য চারিত্রে জন্মে অত্যন্ত সংশয় ॥১০
মোক্ষার্থী একান্তবাসী সংযত সাধক।
বেশ্যাগৃহ জানি সদা দুর্গতি কারক ॥
বর্জ্জন করিবে উহা বহু দূর হতে।
না যাইবে কদাপিও বেশ্যার গৃহেতে ॥১১
নব প্রসবিনী গাভী কুক্কুর বলদ।
বালকের ক্রীড়াস্থান ঘোটক দ্বিরদ ॥
রণভূমি ভয়ঙ্কর কলহের স্থান।
ত্যজিবেন দূর হতে সাধু মহাপ্রাণ ॥১২
জাত্যাদির অভিমান সাধু না করিবে।
ত্যজি হাস্য পরিহাস গম্ভীর থাকিবে ॥
ক্রোধাদি দুরন্ত রিপু জানি সাধুলোক।

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় দোষ করিয়া দমন।
তপস্যায় রত হন সাধু মহাজন ॥১৩
প্রয়োজন বোধে কিম্বা লাভের আশায়।
চলিবেনা দ্রুতপদে সাধুরা কোথায় ॥
বলিতে বলিতে কথা কাহার কাছেতে।
অথবা কাহার কাছে হাসিতে হাসিতে ॥
যাইবেনা সাধুবর তপস্যা নিরত।
রাখিবেনা ভেদজ্ঞান সাধু হিতব্রত ॥
এজন প্রাসাদ বাসী কুটীরে এ থাকে।
এজন ব্রাহ্মণ জাতি শূদ্র বা অমুকে ॥
উহার সুমিষ্ট স্বর কর্কশ উহার।
পরম সুগন্ধি এই পুষ্প মনোহর ॥
এরূপ বিচারি সাধু কোথা না চলিবে।
বিধিহীন হলে সাধু বিপদে পড়িবে ॥১৪
যখন ভিক্ষার লাগি বাহিরে যাইবে।
সাধুজন বক্ষ্যমাণ বস্তু না হেরিবে ॥
জানালা বা চিত্রপট, গৃহ ভিত্তি দ্বার।
তস্কর বিহিতসিঁদ, জলের আগার ॥
শঙ্কা স্থান বুঝি উহা বর্জ্জন করিবে।
ভ্রমক্রমে ভিক্ষাকালে কভু না হেরিবে ॥১৫
রাজ্যের উন্নতি তরে অতি দৃঢ়মন।
কোতয়াল শেঠ আর নরপতিগণ ॥

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

কিরূপ কাহার শাস্তি, কি দণ্ড উহার।
এই কার্য্যে করা যাবে, কিরূপ বিচার॥
মন্ত্রণা করিয়া স্থির করে যেই স্থানে।
লোকের অজ্ঞাতসারে অত্যন্ত গোপনে॥
ক্লেশকর সেই স্থান করিবে বর্জ্জন।
দূর হতে হিত তরে বিজ্ঞ সাধুজন॥১৬
অভোজ্য সূতকযুক্ত গৃহেতে গমন।
করিবেনা কভু সাধু ভিক্ষার কারণ॥
আসিও না মোর গৃহে ইহা যে বলিবে।
সাধু জন তার গৃহ কভু না যাইবে॥
যথা গেলে মনে জন্মে অপ্রীতির ভাব।
যাবে না সেখানে সাধু সরল স্বভাব॥
যথা গেলে হয় প্রীত মানব সকল।
ভিক্ষার্থে যাইবে তথা মনে রাখি বল॥১৭
গৃহ দ্বার ঢাকা আছে চিক পর্দ্দা দ্বারা।
বিনাদেশে উঠাবেনা কখন সাধুরা॥
শ্রাবকের রুদ্ধ দ্বার সাধুরা ভবনে।
আজ্ঞাপেয়ে খুলিবে না বিশেষ কারণে॥১৮
মলমূত্র ত্যাগ করি পুন ভিক্ষাকালে।
মল ও মূত্রের বেগ সাধুর হইলে॥
করিবেনা উহাদের বেগের ধারণ।

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

আজ্ঞাক্রমে গৃহস্থের জীবশূন্য স্থান।
খুজিয়া লইবে সাধু পাবে পরিত্রাণ।১৯
যাবে না ভিক্ষার লাগি কিরূপ গৃহেতে॥
বর্ণিব অধুনা তাহা জৈন শাস্ত্র মতে।
যে ঘরে দরজা নীচা ঘোর অন্ধকার।
সুক্ষ্মকীট দৃষ্ট কভু না হয় কাহার॥
যে যে স্থানে নেত্রশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।
প্রবেশ সাধুর নয় উচিত তথায়॥২০
যাইবে কিরূপ গৃহে কোথা না যাইবে।
কোন গৃহ হতে সাধু ফিরিয়া আসিবে॥
বলিব এক্ষণে সেই নিয়ম প্রধান।
শুনিলে সাধুরা হবে প্রযুত্নপরাণ॥
গৃহে বা গৃহের দ্বারে বিক্ষিপ্ত থাকিলে।
সজীব কুসুম বীজ আর্দ্র ভূমি তলে॥
লেপনের জলে দ্বার গিয়াছে ভিজিয়া।
যাইবেনা তথা সাধু ভিক্ষার লাগিয়া॥২১
ক্ষুদ্র বৃষ মেষ আর কুকুর বালক।
গৃহদ্বারে যদি থাকে প্রবেশ বাধক॥
হটাইয়া পদদ্বারা করি উল্লঙ্ঘন।
করেনা প্রবেশ গৃহে সাধুরা কখন॥২২
দোষহীন গৃহে সাধু ভিক্ষার্থী যাইয়া।
করিবে কিরূপ কার্য্য কহিব বর্ণিয়া

[illegible]

অথ পঞ্চম [illegible]

হেরিয়া শ্রীমন বহু [illegible]
করিবেনা স্থির দৃষ্টি [illegible]
ইহা দ্বারা দশ্যায় [illegible]
কদাপি [illegible]
নানা রোগবাধা বহু [illegible]
পূর্ব্বোক্ত কারণ [illegible]
দানকারি [illegible]
অতি দূরে বহু [illegible]
চক্ষু বিস্তারিত করি [illegible]
গৃহ পরিচ্ছন্ন আদি [illegible]
না পাইলে সাধু চিত্ত [illegible]
করিবেনা দীন পাত্র বহু [illegible]
অবস্থার তারতম্য [illegible]
ভিক্ষা যোগ্য স্থান [illegible]
উত্তম মধ্যম [illegible]
ভিক্ষা দান শক্তি [illegible]
বিচারি পূর্ব্বোক্ত [illegible]
ভিক্ষার নির্দ্দিষ্ট [illegible]
দাঁড়াইবে কোন [illegible]
বর্ণিব একণে [illegible]
পরিমিত স্থান [illegible]
স্নানস্থান পায়খানা [illegible]

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

জিতেন্দ্রিয় সাধু সদা করিবে বর্জ্জন।
বক্ষ্যমাণ স্থানগুলি স্মরি প্রবচন ॥
ভূমিভাগ যাহা হয় জীবপূর্ণ সদা।
জলপূর্ণ পথ নালা যথা করে কাঁদা ॥
হরিতবর্ণের যথা থাকে বনস্পতি।
সজীব বৃক্ষের বীজ যথা করে স্থিতি ॥২৬
গৃহদ্বারে উপস্থিত ভিক্ষার কারণ।
যদি দেখে কোন ভিক্ষু সাধু তপোধন ॥
আনিলে সাধুর লাগি পানীয় আহার।
উহা হতে লইবে না অগ্রাহ্য সবার ॥
লইবার যোগ্য যাহা গ্রহণ করিবে।
বর্জ্জনীয় বস্তু সাধু সাগ্রহে ত্যজিবে ॥২৭
গৃহিণী কখন ভিক্ষা আনিবার কালে।
ভিক্ষা হতে কিছু যদি ফেলে ভূমিতলে ॥
ঘটিলে এমন কর্ম্ম গৃহস্থের বাড়ী।
বলিবে তখন সাধু দাত্রীকে নেহারি ॥
অযোগ্য তোমার ভিক্ষা লইব না আর।
করিব না কভু আমি ধর্ম্মহীন কাজ ॥২৮
প্রাণী বীজ বনস্পতি হরিত বরণ।
পাদদ্বারা যে গৃহিনী করেন মর্দ্দন ॥
সাধুর ভিক্ষার লাগি ...

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

অসংযমী সেই যদি ভিক্ষা দিতে আসে।
কভু না লইবে ভিক্ষা যাহা ধর্ম্ম নাশে॥ ২৯
জীবযুক্ত পাত্র মধ্যে আহার্য্য যে রাখে।
তুচ্ছ বোধ করি সদা যড জীবে দেখে॥
নিক্ষেপে অদেয় বস্তু প্রাণীর উপর।
সঞ্চালিত করে যেবা সজীব পুষ্পের॥
জীবযুক্ত-জলদানে হয় অগ্রসর
লবেনা তাহার ভিক্ষা সাধক প্রবর॥৩
সজীব-সলিলে দাত্রী যদি করে স্নান।
সঞ্চালিত করি জল নাশে জীবপ্রাণ॥
আত্মমুখে আকর্ষণ করি লয় জল।
আহার্য্যের সহ দেয় ভিক্ষুকে কেবল॥
না করিব কভু সাধু সে ভিক্ষা গ্রহণ।
অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা বলিবে তখন॥৩১
ভিক্ষাকালে যদি করে গৃহী প্রক্ষালন।
জীবযুক্ত-জলে হস্ত হাতা বা ভাজন॥
হস্তাদি অর্পিত ভিক্ষা দূষিত বুঝিবে।
অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা সাধক বলিবে॥৩২
বিন্দু বিন্দু জল ক্ষরে যার হস্ত হতে।
সজীব সলিল রয় যাহার করেতে॥
ধূলি বা কদম ময় করতল যার।
হস্ত মধ্যে যার থাকে হিঙ্গ পাংশুক্ষার॥

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

হরিতাল মন শিলা কিম্বা রসাঞ্জন।
হস্তেতে রহেছে যার সমুদ্র লবণ॥
সেই হস্তে ভিক্ষা দিলে কভু না লইবে।
অভিপ্রেত নাহ ভিক্ষা বলিয়া চলিবে॥৩৩
ধাতু পীত শ্বেত মাটী ফিটকারী আর
আম ও তণ্ডুল পিষ্ট থাকে করে যার
হরিতাদি দ্রব্য শাক ভৃষ্ট দ্রব্য চয়
মসল্যা-জড়িত হস্ত, যদি দৃষ্ট হয়
ব্যঞ্জন সমূহে যুক্ত অলিপ্ত বা যার
কর তল দৃষ্ট হয় কালেতে ভিক্ষার
সেই হস্তে ভিক্ষা দিলে লবেনা কখন।
অভিপ্রেত নাহ ভিক্ষা বলিবে তখন॥৩৪
অন্নাদি-অলিপ্ত হস্তে হাতা বা ভাজনে
ভিক্ষা দেন শ্রাবকেরা নিত্য সাধুগণে,
ভিক্ষা দান পরে জলে করে প্রক্ষালন
যদি হস্ত, হাতা ভ্রমে অথবা ভাজন,
তাহার নিকট হতে আহার্য্য গ্রহণ।
কভু না করিবে জৈন সাধু বিচক্ষণ॥৩৫
জীব শূন্য-দ্রব্য দ্বারা যদি লিপ্ত হয়
ভাজন বা হস্ত হাতা ভিক্ষার সময়
উহাদের দ্বারা গৃহী ভিক্ষা যদি দেয়
যদি তাহে অন্যকোন দোষ নাহি রয়

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

সেই ভিক্ষা সাধুগণ সাদরে লইবে।
সর্ব্বদা ভিক্ষার রীতি সাধুরা স্মরিবে ॥৩৬
এক সঙ্গে দুই ব্যক্তি ভোজনে তৎপর
হেন কালে কোন সাধু যদি অগ্রসর
ভিক্ষার প্রার্থনা করি দাঁড়ায় সম্মুখে
একজন ভিক্ষাদানে শুধু ইচ্ছা রাখে
না লইবে সেই ভিক্ষা কভু সাধুজন।
দ্বিতীয় ব্যক্তির ভাব বুঝিবে তখন ॥৩৭
একসঙ্গে দুইব্যক্তি ভোজনে বসিয়া,
ভিক্ষাদানে ইচ্ছা করে ভিক্ষুক দেখিয়া,
যদি অন্য কোন দোষ না থাকে তখন।
সেই ভিক্ষা সাধুজন করিবে গ্রহণ ॥৩৮
অপরের সংগৃহীত, লয়ে গর্ভবতী
মিঠাই মিষ্টান্ন দ্রব্য পানীয় প্রভৃতি
ভোজনে প্রবৃত্ত যদি মনের হরষে
আকণ্ঠ পূরিয়া খায় সন্তানের আশে
সেই ভক্ষ্য দ্রব্য হতে আনি কোনজন
কিছুমাত্র দেয় যদি সাধুরে কখন
সেই ভিক্ষা না করিবে সাধুরা গ্রহণ।
খাদ্য শেষ দিলে শুধু লবে সাধুজন ॥৩৯
দাঁড়াইয়া যদি কোন পূর্ণ গর্ভা নারী
ভিক্ষাদান কালে বসে নিয়ম বিস্মরি,

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

অথবা আসীনা পূর্ব্বে দাঁড়াইয়া পরে,
আতিথ্য আশ্রম ধর্ম্ম পালিবার তরে,
পানীয় মিষ্টান্ন দ্রব্য যাহা তার আছে,
সমুৎসুক হযে দানে, যায় সাধু কাছে,
অযোগ্য তাদৃশ ভিক্ষা কভু না লইবে।
অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা সাধক বলিবে॥ ৪০। ৪১
বালক বালিকা যদি স্তন্য পানরতা,
পরম সুখেতে থাকে ক্রোড়ে বিরাজিতা,
মাতা কিম্বা অন্য নারী স্তন্য দুগ্ধ দানে,
সন্তানে পালিছে স্নেহে বসি ফুল্লমনে
নেহারি সহসা এক ভিক্ষুক সুজন
ছাড়িয়া অপত্য যদি করেন গমন
ভিক্ষা দিতে সাধু জনে পানীয় ভোজন
স্তন্যহারা শিশু কিন্তু আরম্ভে ক্রন্দন
নিরখি শিশুর দুঃখ কভু সাধুজন।
না করিবে নারী হতে সে ভিক্ষা গ্রহণ॥
বলিবে তোমার ভিক্ষা অগ্রাহ্য আমার।
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি যতিব্রতাচার॥ ৪২। ৪৩
দোষযুক্ত পানাহার বহুবিধ আছে,
শঙ্কার কারণ উহা সাধুদের কাছে
উদ্‌গমাদি দোষযুক্ত কিম্বা দোষহীন
শঙ্কার কারণ যাহা বুঝেনা প্রবীণ

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

না লইবে সেই ভিক্ষা গৃহস্থ ভবনে
বলিবে শঙ্কিত ভিক্ষা লইব কেমনে,
অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা বলি সাধু জন।
শঙ্কা স্থান পরিত্যজি করিবে গমন ॥ ৪৪
সচিত্ত জলীয় কুম্ভ শিলা কাষ্ঠাসন,
মৃত্তিকা চিক্কণ বস্তু আবৃত ভাজন,
তার মধ্যে সাধু তরে যদি খাদ্য রাখে।
লবে না সে ভিক্ষা সাধু নেহারি স্বচোখে ॥
ঢাকা ভিক্ষা-পাত্র খুলি ভিক্ষার সময়ে,
ভিক্ষা দিতে চায় কেহ তত্ব না বুঝিয়ে,
বলিবে অযোগ্য ভিক্ষা বিধি বহির্ভূত।
লইব না ইহা—মোর নহে অভিপ্রেত ॥ ৪৫ ॥ ৪৬
আহার্য্য, পানীয় গৃহী খাদ্য, স্বাদ্য আদি,
প্রস্তুত করিয়া রাখে দানাহেতু যদি,
জানে যদি সাধু ইহা নিজ বুদ্ধি বলে
গৃহস্থের মুখে কিম্বা উচ্চারিত হলে
সেই ভিক্ষা দ্রব্য সাধু লবে না কখন।
অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা বলিবে তখন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮
এইরূপ যদি গৃহী পুণ্যের লাগিয়া,
স্বাদ্য, খাদ্য পানাহার, প্রস্তুত করিয়া
সাধুগণে দিতে চায় হয়ে হৃষ্ট মন
লইবেনা সেই ভিক্ষা সাধুরা কখন।

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা বলিয়া তখন।
দ্বার ছাড়ি চলে যাবে জৈন সাধুগণ ॥ ৪৯ ॥ ৫০
কৃপণের জন্য খাদ্য স্বাদ্য বা পানীয়,
প্রস্তুত হয়েছে গৃহে তাহাদের প্রিয়,
জানে যদি, সাধু ইহা নিজ বুদ্ধি বলে,
গৃহস্থ কাহার মুখে শ্রুত বা হইলে।
ইষ্ট নহে এই ভিক্ষা বলি সাধু জন।
দ্বার ছাড়ি অন্যস্থলে করিবে গমন ॥ ৫১ ॥ ৫২
কোন গৃহী খাদ্য, স্বাদ্য পানীয় অশন
রাখে যদি করাইতে সাধুর ভোজন,
স্বয় জানিয়া সাধু মুখে বা কাহার
শুনে যদি উক্ত কথা বিরুদ্ধ আচার
দোষযুক্ত পানাহার কভু না লইবে।
অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা দাতারে বলিবে ॥ ৫৩ ॥
দধি ভাত মিলাইয়া যে খাদ্য হইবে
ক্রয় করি যে যে খাদ্য গৃহস্থ আনিবে,
অযোগ্য আহার যাহা আধা কর্ম্ম দোষে
স্বগ্রাম হইতে যাহা আহৃত বা আসে
সাধুর উদ্দেশ্যে যদি কভু পাককালে
রন্ধন পাত্রেতে পুন আর দ্রব্য দিলে
হইবেক ভ্রমক্রমে যে খাদ্য প্রস্তুত
শ্রাবকের গৃহে যাহা বিধানবর্জিত,

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

নিজের সাধুর জন্য একত্র মিশ্রিত,
খাদ্য যাহা কোন গৃহে হইবে প্রস্তুত
না করিবে কভু সাধু সে খাদ্য গ্রহণ।
দোষযুক্ত পানাহার করিবে বর্জ্জন ॥ ৫৫
ভিক্ষার গ্রহণে কভু, শঙ্কার উদয়ে
জিজ্ঞাসা করিবে সাধু সংযত হইয়ে
কি প্রকার সমুদ্ভব কাহা দ্বারা কৃত
কাহার উদ্দেশ্যে ইহা হয়েছে রক্ষিত,
জানিয়া প্রকৃত তত্ত্ব সংযত সুজন।
নিঃশঙ্কে আহার শুদ্ধ করিবে গ্রহণ ॥৫৬
পানাহার খাদ্য স্বাদ্যে যদি ভ্রমবশে
সজীব কুসুম, বীজ, বনস্পতি মিশে
কল্পিত নাহি এ ভিক্ষা বলি তপোধন।
চলে যাবে অন্যস্থানে ভিক্ষার কারণ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮
অশন পানীয় খাদ্য স্বাদ্য বা রাখিলে,
জলোপরি পিচ্ছল বা কাইযুক্ত জলে
লইবেনা সেই দ্রব্য কভু সাধুজন।
কল্পিত আহার্য্য নাহি বলিবে তখন ॥ ৫৯ ॥ ৬০
পানাশন, খাদ্য স্বাদ্য অগ্নির উপরে
রক্ষিত পূর্ব্বে আছে গৃহস্থ আগারে
উক্ত অগ্নি স্পর্শ করি যদি ভ্রমক্রমে,
আহার্য্য পানীয় দেয় সরল সাধুকে,

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

না লইবে উহা কভু বিজ্ঞ সাধুজন।
অকল্পিত খাদ্য ত্যাজ্য বলিবে তখন ॥ ৬১ ॥ ৬২
চুল্লী মধ্যে দেয় যদি পাচক হইয়া
অগ্নির নির্ব্বাণভয়ে কাষ্ঠ বাড়াইয়া,
খাদ্যের জলীয় অংশ শোষণ ভয়েতে
বাহির করিতে থাকে, কাষ্ঠ আধা হতে
যদি বা সহসা হয় অগ্নির নির্ব্বাণ
ভয়েতে চুল্লীতে কাষ্ঠ করে বা প্রদান
অগ্নি তাপে পাত্র জল উথলিয়া পড়ে
উহা হতে কিছু জল রাখে অন্যাধারে
যে পাত্রে ব্যঞ্জন ছিল তাহা আনি পুন
রাখে যদি অন্য পাত্রে গৃহস্থ কখন
পূর্ব্বোক্ত বিধানে কৃত পানীয় ভোজন,
না লইবে বিজ্ঞ সাধু ভ্রমেও কখন।
আধার উপরে খাদ্য রাখিয়া যতনে,
ভিক্ষা দিতে উহা হতে যদি কিছু আনে,
খাদ্য জল বৃদ্ধি ভয়ে অগ্নির উত্তাপে
উহাতে কিঞ্চিৎ জল যদি বা নিক্ষেপে,
করিবেনা কভু সাধু সে খাদ্য গ্রহণ।
অভিপ্রেত নহে ভিক্ষা বলিবে তখন ॥৬৩॥৬৪
বর্ষাকালে পারাপারে কোনস্থানে যদি,
লম্বাকাষ্ঠ বড় শিলা জমাইষ্টকাদি

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

দেখে সাধু কম্পমান, গমন সময়ে
সাধু তথা যাইবেনা জীবহিংসা ভয়ে,
যে পথ প্রকাশ শূন্য অন্ত সার হীন।
জিতেন্দ্রিয় যাইবেনা সে পথে কখন ॥ ৬৫ ॥ ৬৬
নির্গমন সিড়ি পীঠ চৌকী বা খাটিয়া
কীলক, কখন দাত্রী উর্দ্ধেতে তুলিয়া
হর্ম্ম্যাদি উপরে উঠি সাধুর কারণ,
আহার্য্য পানীয় যদি করে আনয়ন
অতি দূরে আরোহণ করি সিড়ি যোগে,
হয়েন পতিত যদি ভূমি নিম্ন ভাগে,
হস্ত পাদ ভগ্ন হয়ে হিংসে পৃথ্বী জীবে,
পৃথিবী আশ্রিত কিম্বা অন্যজীবে ভবে
এত বড় দোষ সাধু জানিলে কখন।
উচ্চাহৃত ভিক্ষা কভু না করে গ্রহণ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯
সূরণ প্রভৃতি কন্দ কটু পত্র শাক,
বিদারিকা আদি মূল, কাঁচা বা আর্দ্রক
কাঁচা ঘীয়া শাক, তাল ফল আদি
প্রলম্ব তুলসী, আম সাধু সত্যবাদী
অনিষ্টকারক জানি করিবে বর্জ্জন।
সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহিত সাধু তপোধন ॥ ৭০
আপণের কুলচূর্ণ তিলপাপড়ী আর
ছাতু, দ্রবগুড়, পিঠা মোদক বাহার

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

দোকানে বিক্রীয়মাণ ধূলিপূর্ণ যদি
স্থাপিত রয়েছে যাহা দীর্ঘকালাবধি,
না লইবে কভু সাধু জিনিষ কথিত।
বলিবে দাত্রীকে নহে আহার্য্য কল্পিত ॥৭১॥৭২
অস্থিযুক্ত মীনাক্ষ বহুকাঁটা যুত
অনিমিষ ফল কিম্বা অস্থিক কপিত্থ
তেন্দুকী ফল কিম্বা বিল্বাদির ফল
ইক্ষুখণ্ড না লইবে সাধু শাল্মল।
পূর্ব্বোক্ত ফলের কেন নিষেধ বচন
নিম্নে তার হেতু যাহা হবে প্রকটন।
ফলাদিতে খাদ্য থাকে অতি অল্পসার
অবশিষ্ট ফেলি করে জীবের সংহার
পূর্ব্বোক্ত আহার্য্য কভু সাধু না লইবে।
অভিপ্রেত নাহি ভিক্ষা দাত্রীকে বলিবে ॥৭৩॥৭৪
বর্ণাদি সংযুক্ত জল কিম্বা তদ্রহিত
গুড় ঘট ধৌত জল সুস্বাদ বর্জ্জিত
পিষ্টক তণ্ডুল বারি অধুনা বা ধৌত।
পানীয় তাদৃশ সাধু করিবে বর্জ্জিত ॥৭৫
চিরধৌত, শঙ্কাশূন্য, যে তণ্ডুল-জল
স্ববুদ্ধি-প্রত্যক্ষ জ্ঞাত, শ্রুত বা বিমল
সর্ব্বদোষ শূন্য যাহা সাধুরা বুঝিবে।
সেইজল অতিযত্নে গ্রহণ করিবে ॥৭৬

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

জীবশূন্য, পরিণত যদ্যপি উদক
করিবে গ্রহণ উহা নির্ভয় সাধক,
যদি শঙ্কা থাকে তা তে লইবে আস্বাদ
বিনিশ্চয়ে দূর হবে সাধুর প্রমাদ ॥৭৭
নিশ্চয় করণ বিধি জলের এখন।
এইস্থলে স্পষ্টরূপে হইবে বর্ণন ॥
যেয়ে সাধু গৃহিগৃহে বিনয় সহিত,
বলিবে নিম্নোক্ত কথা আগম বিহিত
দেও জল মোরে কিছু হস্তের উপর,
কল্পিত মানস শঙ্কা ঘুচাইতে মোর,
যোগ্য যদি বুঝি উহা আস্বাদ করিয়া
গ্রহণ করিব উহা স্বভয় ত্যজিয়া
কটু বা দুর্গন্ধযুক্ত উদক অসার।
তৃষ্ণা দূরে হইবে না সমর্থ আমার ॥ ৭৮
কটু বা দুর্গন্ধ যুক্ত যদি কেহ জল,
তৃষিত ভিক্ষুর কাছে আনে মন্দফল
তৃষ্ণার নিবৃত্তি যাহা করিবারে নারে
বলিবে ঈদৃশ জল দিও না কাহারে,
দাত্রী হতে, হেন জল না করি গ্রহণ।
অভিপ্রেত নহে ইহা বলিবে তখন ॥ ৭৯
তন্মনস্ক, অন্যভাবে, থাকি সাধুজন,
ভ্রমে যদি উক্ত জল করেন গ্রহণ,

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

না করিবে, পান উহা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া।
করাবে না সমর্পণ অন্যকে ভুলিয়া॥ ৮
একান্ত নির্জীব স্থান করি নিরীক্ষণ,
নিক্ষেপিব, ত্যাজ্য জল, করিয়া যতন
নিজের বসতি স্থানে করি আগমন।
প্রতিক্রম করিবেক সিদ্ধ তপোধন॥ ৮১
গ্রামান্তরে, ভিক্ষা লভি সাধক সংযত,
পিপাসাদি দ্বারা হলে, অতি অভিভূত
ভোজনের ইচ্ছা, যদি মনে হয় তার
সাধুর বসতি সেথা না থাকে আবার,
ভিত্তিমূল মঠাদিবা খুজিয়া লইবে।
ধুলি আর বীজাদির বর্জ্জন করিবে॥ ৮২
প্রাজ্ঞসাধু ভূস্বামীর আদেশ লইয়া
ঈর্য্যা প্রতিক্রম করি, মুখে বস্ত্র দিয়া,
যথারীতি হস্তাদির করিয়া মার্জ্জন,
করিবে সংযত হয়ে আহার গ্রহণ॥ ৮৩
ভক্ষণ সময়ে হয় যদি খাদ্যচয়
কণ্টক কঙ্কর অস্থি তৃণ কাষ্ঠময়,
অখাদ্য অপর বস্তু, খাদ্যে থাকে যদি।
কিরূপ উহার ত্যাগ করিবেন সুধী?॥ ৮৪
হস্তদ্বারা ত্যাজ্য দ্রব্য ঊর্দ্ধে উঠাইয়া,
নিক্ষেপ করেনা সাধু নিয়ম ভুলিয়া

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

থুথুফেলি ত্যাজবস্তু না করে বর্জ্জন।
হস্তযোগে কোনস্থানে রাখে সাধুজন ॥ ৮৫॥
শ্রাবক আলয় সাধু জীবশূন্য স্থানে
ত্যক্ত দ্রব্য, মাটি দ্বারা ঢাকিয়া যতনে
ঈর্য্যা পথিকের সূত্রে জ্ঞানী সাধুজন।
করেন, তথায় বসি সুপ্রতিক্রমণ ॥ ৮৬
আহার্য্য পাত্রের সহ বাসস্থানে আসি
যদি সাধু খাইবারে হন অভিলাষী।
আহারের স্থান যত্নে পরীক্ষা করিবে।
মথ এণ ব দামীতি গুরুকে বলিবে ॥
সবিনয় প্রবেশিয়া গুরুর সদন,
ঈর্য্যা পথিকের সূত্র করিবে পঠন
পাঠ করি পূর্ব্ব মন্ত্র সাধু অকপঠ।
করিবেক কার্য্যোৎসর্গ গুরুর নিকট ॥৮৭॥৮৮
কার্য্যোৎসর্গ ভিক্ষুকের বলিব এখন
যাহাতে ভিক্ষুর দোষ হইবে খণ্ডন,
পানাহারে যাতায়াতে অতিচার দোষ
বুঝিয়া দেখিবে সাধু লভিয়া সন্তোষ
উদ্বেগ রহিত সাধু সরল হৃদয়
স্থির চিত্তে গুরু কাছে কহে সমুদয়
ভিক্ষার গ্রহণে সাধু যেরূপ করেছে
উহাতে কিরূপ দোষ সাধুর ঘটেছে ,

অথ পঞ্চম অধ্যয়ন।

ইত্যাদি বিষয় সাধু গুরুকে বলিবে।
গুরুসহ আলোচনা সাধুরা করিবে ॥৮৯॥৯
অজ্ঞানে বা বিস্মরণে সম্যক্ বিচার,
পূর্ব্ব কর্ম্ম পর কর্ম্ম না করি বিচার
দোষযুক্ত হলে সাধু স্মরি নিজ ভ্রম
আলোচিয়া করিবেক শুভ প্রতিক্রম।
কার্য্যোৎসর্গে বসি সাধু করিবে চিন্তন।
বক্ষ্যমাণ কথা সাধু করি উচ্চারণ ॥৯১
সম্যগ্দর্শন জ্ঞান ও চারিত্র্য সাধনে
স্থিত সাধুদের দেহ ধারণ কারণ
মোক্ষের সাধন জন্য অহো জিনগণ
করেন অপাপা বৃত্তি নিত্য প্রদর্শন ॥৯২
নমোঽরিহংতাণং মন্ত্রে করিয়া প্রণতি
লোগস্স উজ্জো অগরে মন্ত্রের সংস্তুতি
চতুর্বিংশ পরিমিত সযত্নে পড়িবে।
স্বাধ্যায় করিয়া সাধু বিশ্রাম লভিবে ॥৯৩
নির্জরাদি লুব্ধ সাধু বিশ্রাম করিয়া
নিম্নোক্ত করিবে চিন্তা স্বহিত লাগিয়া।
"অনুগ্রহ প্রকাশিয়া আমার উপর,
যদি কোন সাধুবর তপস্যা তৎপর
লইতেন কিছু খাদ্য আহার্য্য হইতে—
পারিতাম ভবার্ণব আমি উত্তরিতে ॥৯৪

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

ভোজনের কালে সাধু স্নেহ প্রীত প্রাণ
করিবেক যথাক্রমে সাধুকে আহ্বান
ভোজনে ইচ্ছুক কেহ থাকিলে সেখানে।
তৎপর হইবে সাধু একত্র ভোজনে ॥৯৫
নিমন্ত্রণ সাধু খাদ্য নাহি লয় যদি,
রাগাদি রহিত হয়ে ত্যজি মক্ষিকাদি,
নীচে খাদ্য না ফেলিয়া হস্ত মুখদ্বারা।
প্রকাশ প্রধান পাত্রে খাইবে সাধুরা ॥৯৬
শাস্ত্রোক্ত বিধানে প্রাপ্ত মোক্ষের সাধক,
অপরের জন্য কৃত দেহের ধারক
তিক্ত কটু অম্লযুক্ত অথবা মধুর
কষায় লবণ যুত ভিক্ষান্ন সাধুর
সম ভাবে পূত মনে সাধক লইবে।
মধু ঘৃত সমতুল্য ভাবিয়া খাইবে ॥৯৭
অরস বিরস কিম্বা ব্যঞ্জন সংযুত,
তদ্রহিত, অকথনে কথনে অর্পিত
আদ্র, শুষ্ক, কুল চূর্ণ আর সিদ্ধ মাষ
অল্পমাত্র বিধিদত্ত, শুষ্ক, যবমাস।
নিন্দিবেনা অবহেলি উক্তখাদ্যচয়ে।
অনিদান জীবী সাধু সংযত থাকিয়ে
খটিকা চর্পটি আদি বিনা যাহা প্রাপ্ত
সংযোজন আদি দোষ হতে যাহা মুক্ত

অথ পঞ্চম অধ্যযন।

সেইরূপ খাদ্য সাধু বুঝিয়া লইবে।
বিশুদ্ধ আহার্য্য সাধু সাদরে ভুঞ্জিবে ॥৯৮॥৯৯
স্বার্থহীন ভিক্ষাদাতা নি স্বার্থ ভিক্ষুক,
জগতে দুলভ অতি উভয় ভাবুক।
নি স্বার্থে যে ভিক্ষা দেয় নি স্বার্থে যে লয়।
পরকালে শুভগতি দোঁহে প্রাপ্ত হয় ॥১০০
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা,
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা।
বলিতেছি পূর্ব্ব রূপ করিও ধারণা ॥
ইতি পঞ্চম পিণ্ডৈষণাধ্যয়নের
প্রথমোদ্দেশা চূর্ণি সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োদ্দেশ।

তর্জ্জনীর দ্বারা পাত্র নি শেষ মুছিয়া।
তর্জ্জনী স লগ্ন খাদ্য আস্বাদ লইয়া।
দুর্গন্ধি সুগন্ধ হ'ক না করি বিচার,
পূর্ব্বোক্ত বিধিতে প্রাপ্ত নির্দোষ আহার
স যত সাধক উহা ভোজন করিবে।
উহা হ তে কদাপিও কিছু না ত্যজিবে ॥১
স্বাধ্যায় ভূমিতে কিম্বা আবাসে আসিয়া
স্বাধ্যায় আবাসে কিম্বা গমন করিয়া।
নিকটস্থ মঠাদিতে অত্যল্প আহার।
করি যদি প্রাণ রক্ষা না হয় কাহার
তাহা হলে কি করিবে সাধু মহাশয়
বর্ণিত হইবে তার বিধান নিচয় ।২
আহারের পুনর্বার হলে প্রয়োজন।
কি করিবে সাধুবর কহিব এখন।
প্রথমোক্ত বিধি কিম্বা বক্তব্য বিষয়
করিবেক গবেষণা সমাহিত হয়ে ।৩
ভিক্ষা কালে সাধুগণ ভিক্ষায় যাইবে
ভিক্ষাশেষে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবে
স্বাধ্যায় ভিক্ষাদি কার্য্য নির্দিষ্ট সময়ে
করিবেক সাধুজন সংযত হৃদয়ে ।৪
অকালে শ্রাবক গৃহে ভিক্ষার লাগিয়া
যাইতেছে এক সাধু দেখিতে পাইয়া

দ্বিতীয়োদ্দেশ।

বলিতেছ অন্য সাধু তাহাকে নিন্দে
যাও তুমি ভিক্ষাকালে কেন অসময়ে
বিচার করনা তুমি নিজ কালাকাল
যাহাতে শাস্ত্রের দৃষ্টি রহিছে বিশাল
করিতেছ ইহা দ্বারা আত্মার পীড়ন
গ্রামাদির নিন্দা কথা বলি সর্ব্বক্ষণ ॥৫
পূর্ব্ব উক্ত দোষ সাধু অকাল ভ্রমণ।
বুঝিয়া কেমনে চল বলিব এখনে॥
ভিক্ষা কালে ভিক্ষা তরে সাধুরা যাইবে
যথাশক্তি পুরুষার্থ প্রয়োগ করিবে
অলাভে ভিক্ষার সাধু চিন্তা না করিবে।
আরাধনা করি কষ্ট যতনে সহিবে॥৬
ভ্রমণ কারণ পথে অনেক প্রকার
শোভনাশোভন প্রাণী হেরি শুদ্ধাচার।
যাইবে না কভু সাধু সম্মুখে উহার।
না দিয়া উহারে কষ্ট করিবে বিহার॥৭
গৃহস্থ ভবনে গত ভিক্ষার্থী কখন
বলিবে না ধর্ম্ম কথা লহেনা আসন ৮
অর্গল পরিঘা দ্বার কপাট ধরিয়া
থাকিবে না দাঁড়াইয়া ভিক্ষার্থে আসিয়া।৯
দরিদ্র কৃপণ নর বিপ্রবা শ্রমণ
ভিক্ষার্থে শ্রাবক গৃহে করে আগমন

দ্বিতীয়োদ্দেশ।

ভিক্ষার্থী সাধক যেয়ে গৃহস্থের দ্বারে
দেখে যদি ঐ সব শ্রমণাদি নারে
অতিক্রমি উল্লঘনে সাধক সুজন
করিবে না গৃহ মধ্যে প্রবেশ কখন
দৃষ্টিপাত করি দ্বারে ভিক্ষুক উপরে
দাঁড়াইয়া থাকিবে না গৃহস্থ আগারে
যথাগেলে ভিক্ষুকের হয় অদর্শন
দাঁড়াইবে একধারে পূত সাধুজন ।১০।১১
উল্লঙ্ঘি অপর ভিক্ষু সম্মুখ বা গেলে
ভিক্ষুক, দাতার, কাছে সাধু দাঁড়াইলে,
লাভে বিঘ্ন উভয়ের উপস্থিত হয়,
দানে ক্লেশ পায় গৃহী অপ্রীত হৃদয়
প্রবচন লঘু তার হয় আবির্ভাব
যাহা দ্বারা নষ্ট হয় সাধুর প্রভাব
সেই হেতু মুনিবর ভিক্ষার সময়ে।
দাঁড়াইবে একধারে সংযত হইয়ে ॥১২
ভিক্ষায় নিষেধ, দান, ভিক্ষুক পাইয়া
নিবর্ত্তিত হইয়াছে, সাধুরা হেরিয়া
আহার পানীয় দ্রব্য সাগ্রহ লইবে
সংযত সাধক পরে চলিয়া যাইবে ॥১৩
কমল কুমুদ কিম্বা ফল মল্লিকাদি
সজীব আনিয়া দাত্রী ছিন্ন করে যদি

দ্বিতীয়োদ্দেশ।

তাদৃশ আহার্য্য আর পানীয় গৃহীর,
অকল্পিত সাধুদের আগম বিহিত
সেই হেতু, উহা দিলে সাধু না লইবে।
অভিপ্রেত নহে ইহা দাতারে বলিবে ॥১৪॥১৫
মল্লিকা উৎপল পদ্ম পুষ্প অপর
সজীব মর্দ্দন করি গৃহিণী যখন,
আহার্য্য পানীয় অন্য প্রস্তুত করিয়া,
ভিক্ষা দিতে আসে কভু দুনীতি ভুলিয়া
বলিবে অগ্রাহ্য ভিক্ষা নহে অভিপ্রেত,
লইতে না পারে সাধু বিধান লঙ্ঘিত ॥১৬॥১৭
উৎপলের কন্দ শালু কন্দ পলাশের
উৎপল নালিকা ইক্ষুদণ্ড বা পদ্মের
কন্দ রম্য মৃণালিকা, সচিত্ত পল্লব
সর্ষপ নালিকা কিংবা বৃক্ষ তৃণাঙ্কুর
অপরিণত বা হয় যদি অরূপক,
প্রবাল বা বনস্পতি পরিবর্দ্ধক,
কুমুদ বা পর্ব্বগুলি মর্দ্দন করিবে।
ভিক্ষা না লইয়া সাধু চলিয়া যাইবে ॥১৮॥১৯
অসিদ্ধ বংশ কশেরু শ্রীপর্ণী সবর
বর্জ্জন করিবে সাধু যতি ব্রতধর ॥২০
কাঁচা নিম্ব না খাইবে তিলের পাপড়ী
সংযত সজ্জন সাধু নিয়ম বিস্মরি। ২১

দ্বিতীয়োদ্দেশ।

শীতল সচিত্তোদক পিষ্টক তণ্ডুল
তিলের পিষ্টক কাঁচা সরিষা খইল
পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সাধু বর্জ্জন করিবে
আহারের বিধি সাধু মানিয়া চলিবে। ২২
কপিত্থ বা বিজ্জোরেকা ফল বা মূলক
মূলক কন্দের ফলী, অপক্ক সাধক
অশস্ত্র পরিণত বা কভু না খাইবে
ভ্রমেতেও মনে মনে কভু না চাহিবে। ২৩
বিভীতক ফল, কিম্বা ফল প্রিয়ালের
যবাদির চূর্ণ, কিম্বা চূর্ণ বদরের
ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ হলে সাধু সত্যপণ
অসিদ্ধ বা সচেতন করিবে বর্জ্জন। ২৪
মুনি উচ্চ নীচ কুলে যাইবে সংযত,
সামূহিক শুদ্ধ ভিক্ষা পাইতে সতত
যাইবে না উচ্চ কুলে নীচ কুল ত্যজি
উচ্চ নীচ কুলে যাবে, মুনি ভিক্ষা ভোজী। ২৫
দীনতা বিহীন মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
করেন জীবিকাবৃত্তি মুনি অন্বেষণ
কভু না হয়েন তিনি দুঃখ দৈন্যময়
যো ত্যাহার না মিলিল প্রশান্ত হৃদয়
লোভহীন আহারের ভাবি পরিণতি।
শুদ্ধাহার অন্বেষণে নিরত সুযতি॥ ২৬

দ্বিতীয়োদ্দেশ।

কেবল্যাদি সাক্ষিযুক্ত সাধক প্রবর
আত্মার সংযম রক্ষা করিতে তৎপর
না পিবেন সুরা কিম্বা মাদ্য রসচয়
মেরকাদি বিগর্হিত দ্রব্য সমুদয়।৩৬
অধার্ম্মিক চোর সাধু মদ্য পান করে
ভাবে যদি মোর কর্ম্ম অজ্ঞাত, সংসারে
ঐহিক বা পারত্রিক দোষ দর্শী তার
সমুদ্ধার আমা হতে শুন সবিস্তার।৩৭
মদ্যপায়ী সাধুদের আসক্তি ও প্রীতি
মাদ্য বাড়ে হয় পরে স্বপর অখ্যাতি
মদ্যাভাবে অশান্তির বৃদ্ধি হয় অতি
অসাধুতা নিরন্তর বাড়ে অধোগতি।৩৮
মদ্যপায়ী দুষ্টমতি স্বীয় কর্ম্ম ভীত,
চোরের সদৃশ হয় উদ্বিগ্ন সতত
ক্লিষ্টসত্ত্ব হইয়াও মরণ কালেতে
সংবরের আরাধনা করে না জগতে।৩৯
তথাবিধ মদ্যপায়ী না পূজে কখন
ভক্তিভরে করযোড়ে আচার্য্য শ্রমণ
দুষ্টশীল তারে জানি গৃহবাসিগণ
নিন্দা করে নিরন্তর তারে আজীবন।৪
দুর্গুণ ধারণ করে মদ্যপায়ী জন।
অনায়াসে করে শুভ সদ্গুণ বর্জ্জন॥

দ্বিতীযোদ্দেশ।

ক্লিষ্টসব হইয়াও মরণ কালেতে।
সংবরের আরাধনা করে না ভ্রান্মতে॥ ৪১
মেধাবী তপস্যা করে ত্যজে স্নিগ্ধরস
মদিরা প্রমাদ শূন্য সাধু অনলস
আমি হই সুতাপস এইরূপ ভাবি
কদাপি উৎকর্ষ বোধ করে না মেধাবী। ৪২
যাহা হয়, জ্ঞানশালি সাধুর পূজিত,
করম নির্জ্জরারূপ তত্ব সমন্বিত,
মোক্ষের কারক সেই গুণের আধার
সংযম কীর্ত্তিব, আমি অতি শুদ্ধাচার।
ধার্ম্মিক, সুজন, প্রাজ্ঞ, যতি তপোধন,
আমা হতে উহা এবে করুণ শ্রবণ। ৪৩
ধরি গুণ অপ্রমাদি, সাধু মহাজন
করেন মরণ কালে দুর্গুণ বর্জ্জন,
সংযম ধরম সাধু করেন পূজন,
নিজহিত-প্রদশুভ মুক্তির কারণ। ৪৪
সাধুযারা গুণবান্ আচার্য্য প্রবরে
পূজা করে তারা ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে
সেবা করে গৃহস্থেরা পরম যতনে
সংযমী সাধুকে দৃঢ় ভক্তি যুক্ত মনে। ৪৫
জপ, তপ, ব্রত, রূপ, ভাব বা আচার
প্রভৃতি গুণেতে হীন যার ব্যবহার

দ্বিতীয়োদ্দেশ।

কপটতা করি সাধু নিজে গুণবান্
অপর নিকটে সদা দেখাইতে চান
দেবতার মধ্যে তার অতি নীচস্থান
লব্ধ হবে কালে ইহা আগমবিধান। ৪৬
দেবভাব প্রাপ্ত সাধু পাপি—দেবরূপ
লভেন জনম পরে কপটতা পাপে
বুঝিতে অক্ষম তবু কি কারণে আমি
পাইতেছি হেন ফল নিম্ন পথগামি। ৪৭
দেবলোক হ তে সাধু ভ্রষ্ট ভবে হন
ছাগ ভাষা বলে নিত্য বোবার মতন
তির্য্যক্ ও নারকী যোনি কালে প্রাপ্ত হয়।
জৈনধর্ম্ম প্রাপ্তি তার দুর্লভ নিশ্চয়॥ ৪৮
বলেছেন মহাবীর সাধক প্রবর
উপদেশচ্ছলে তাই আগম বিস্তর,
অণুমাত্র নিরখিয়া নিত্য সাধুজন,
মিথ্যা ছল কপটতা করেন বর্জ্জন। ৪৯
আহার শুদ্ধির তত্ত্ব উত্তম জানিয়া।
সংযত সাধক হ তে শিক্ষিত হইয়া
উত্তম সংযমী সাধু গুণ শুদ্ধাচার
জিতেন্দ্রিয় হয়ে সদা করিবে বিহার। ৫০
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য, সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা
ইতি পঞ্চম পিণ্ডৈষণাধ্যয়নের দ্বিতীয়োদ্দেশার চূর্ণি
সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যযন।

জ্ঞান ও দর্শনে যুক্ত, তপস্যা সংযমে
আসক্ত, বিশিষ্ট শ্রুতধর ধরাধামে
সাধুর তরণ যোগ্য—উদ্যানে স স্থিত
ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত নিয়ত
ঈদৃশ আচার্য্য বরে কর যোড়ে কন,
রাজবৃন্দ, রাজামাত্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ
অধুনা প্রভো জৈনেন্দ্র। পূজ্য আপনার
ধর্ম্মক্রিয়া কলাপাদি, চলে কি প্রকার ? ১।২
রাজাদি কর্ত্তৃক পৃষ্ট, সাধু জিতেন্দ্রিয়,
আচার্য্য প্রবর, অতি প্রশান্ত হৃদয়
শাস্ত্র জ্ঞানে বিচক্ষণ, জীব হিতেরত,
সর্ব্বদাই আসেবন সুখেতে সংযুত
স্থির চিত্ত সংযমেতে রত, তপোধন
পুণ্যময়ী ধর্ম্ম কথা করেন বর্ণন। ৩
চারিত্র্য ধর্ম্মে বা মোক্ষে কামনা সংযুত,
বাহ্য আভ্যন্তর গ্রন্থি রহিত, সতত
সাধুদের এবে শুন ক্রিয়া কলাপাদি,
ভীম দুরাশ্রয়, সেই অন্ত হতে আদি। ৪
দুষ্কর সংযম ধর্ম্ম উহার আচার
পাইবে না, প্রবচনে, কখন কাহার,
সংযম ভজনকারী মুমুক্ষু সুজন
যাহারা রহেছে বিশ্বে, তাদের কারণ,

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

এখানে আচার ধর্ম্ম যেরূপ বর্ণন,
জৈনমত ভিন্ন শাস্ত্রে পাবে না কখন। ৫
অব্যভাবে সমাসক্ত হয়ে সংসারের
ব্যাধিহীন রোগমুক্ত বালক বৃদ্ধের
দেশ বিরাধনা ত্যাগে অখণ্ড, সতত,
সর্ব্ব বিরাধনা-ত্যাগে অতি প্রস্ফুটিত,
যে যে গুণরাশি হয় কর্ত্তব্য ধারণে,
শুন মন দিয়া তাহা বলিব এক্ষণে। ৬
বক্ষ্যমাণ অষ্টাদশ স্থানের আশ্রয়,
করিয়া বালকেরাও অপরাধী হয়,
প্রমাদ বশত যদি এক দোষ রয়
নির্গ্রন্থ ধরম হতে সাধু ভ্রষ্ট হয়। ৭
দোষের নিদান সেই অষ্টাদশ স্থান
বর্ণন করিব এবে শুন পুণ্যবান॥
জীবের বিরোধী হয় দ্বাদশস্থ স্থান,
ছয় ব্রত, ছয় কায়া, দোষের নিদান (১২)
অকল্পনীয় পিণ্ডের কভু আহরণ (১৩)
গৃহস্থ ভাজন হতে খাদ্যের গ্রহণ (১৪)
পালঙ্কে শয়ন কিম্বা আসন গ্রহণ, (১৫)
অকারণে গৃহি গৃহে সমুপবেশন (১৬)
(১৭) অলোক্ত প্রমাদে স্নান, শোভায় নিরত, (১৮)
অষ্টাদশ—স্থান এবে হল উল্লিখিত। ৮

ষষ্ঠ অধ্যযন।

সাধক শ্রীবর্দ্ধমান, প্রথম স্থানীয়,
বলেছেন অহিংসাকে সূক্ষ্মরূপে জ্ঞেয়
আধা-কর্ম্মা-পরিভোগ কৃতাদি রহিত,
অহিংসাই সূক্ষ্মা বলি হয়েছে কথিত,
সর্ব্বভূত-বিষয়েতে সংযম পালন
অহিংসা ব্রতের হয় প্রধান লক্ষণ। ৯
জ্ঞাতা জ্ঞাত, পৃথ্বীকায় আদি যত প্রাণী,
ত্রস আর স্থাবরাদি না করিবে হানি,
নিজে বা পরের দ্বারা হত্যা না করাবে,
যথারীতি জীবকুলে যতনে পালিবে। ১০
বাঁচিতে সকল জীব অভিলাষ করে,
মরিতে কভু না চায়, বিশ্ব চরাচরে,
সাধুগণ জীব ভাব করি নিরীক্ষণ,।
প্রাণি বধ যোগ্য কার্য্য করেন বর্জ্জন॥ ১১
নিজের পরের জন্য ক্রোধভয় যুত
বলিবেনা মিথ্যা কথা হিংসুকে সাধত,
অপরের দ্বারা কভু অনৃত ভাষণ,
বলা বেনা সাধুগণ ভ্রমেও কখন। ১২
এজগতে সর্ব্ব সাধু কর্ত্তৃক নিন্দিত,
সর্ব্বত্র সকলে জানে ভাষণ অনৃত,
অনৃত ভাষণে হয় বিশ্বাসের নাশ
সাধু ছাড়িবেক, মিথ্যা কথন প্রয়াস। ১৩

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

সচেতন যাহা হয় অচিত্ত, অথবা
যাহা কিম্বা মূল্য মাপে অত্যল্প বহুধা
দন্তের শোধনে তাহা লইতে না যতি
স্বিনাদেশে কখনও অতি শুদ্ধমতি। ১৪
পূর্ব্বোক্ত অদত্ত বস্তু যতিতপোধন,
দোষকর, অপবিত্র বুঝিয়া তখন
নিজে স্বীয় প্রয়োজনে না করে গ্রহণ,
গ্রহণ করা'তে পরে না কা'র যতন
পরের গ্রহণে কভু না দেন প্রেরণা
গ্রহণের অনুমতি তাহার থাকে না। ১৫
দুর্গতির হেতুভূত অব্রহ্মচর্য্য নাশ
দুরাশ্রয় প্রমাদ বা পাপের বিকাশ,
না করেন ভ্রমক্রমে বিস্মরি সুনীতি,
চারিত্রাতিচারে ভীত তপোরত যতি। ১৬
মৈথুন সংসর্গ হয় পাপের কারণ
মহাদোষ উহা দ্বারা হয় প্রবর্দ্ধন,
নির্গ্রন্থ বুঝিয়া সদা অধর্ম্ম মৈথুন,
সর্ব্বভাবে, যথারীতি করেন বর্জ্জন। ১৭
মহাবীর বাক্যেরত, সাধু মহোদয়
রাত্রিতে রাখেনা কাছে নিয় ত্রব্যচয়।
তৈল ঘৃত দ্রব গুড়, সামুদ্র লবণ,
যাহা হয় অচেতন কিম্বা সচেতন। ১৮

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

তীর্থঙ্কর গণধর ব্রহ্মচর্য্য রত,
মনেতে ধারণা হেন করেন সতত
সঞ্চয়ের লোভ হেতু করে যে সঞ্চয়
গৃহস্থ বলিয়া তারে সর্ব্ব লোকে কয়
প্রব্রজিত সাধুবর না করে সঞ্চয়।
ত্যাগ ধর্ম্মে রত সাধু লোভ মুক্ত হয়॥ ১৯
সংযম লজ্জার্থে, সাধু পাদের পুঞ্ছন,
বস্ত্র, পাত্র কম্বলাদি করেন ধারণ
সতত সংযত চিত্ত, প্রাজ্ঞ মুনিগণ
মুর্চ্ছাদি রহিত হ'য়ে ভোগে রত হন। ২০
বস্ত্রাদির ব্যবহার সাধুরা করিবে
পরিগ্রহ নহে উহা নিশ্চয় জানিবে,
কারণ বশত উহা ব্যবহৃত হয়।
আসক্তিই পরিগ্রহ, নাহিক সংশয় ।২১
যোগ্য ক্ষেত্রে যোগ্য কালে, আগম বিধানে,
বস্ত্রাদি সহিত যুক্ত, হন সাবধানে
জীবিকা নির্ব্বাহ কল্প তৎপর হইয়া,
পরিগ্রহ লন সাধু মমতা ত্যজিয়া
ধর্ম্ম কার্য্যে রত, সাধু জ্ঞাততত্ত্ব সার
করেনা মমতা বুদ্ধি দেহেতে তাহার ।২২
অহো কি বিস্ময়কর সাধুর বিধান,
শ্রবণে উল্লাসে মগ্ন সবার পরাণ।

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

সচেতন যাহা হয় অচিত্ত, অথবা
যাহা কিম্বা মূল্য মাপে অত্যল্প হইবা
দত্তের শোধনে তাহা লইবে না যতি
বিনাদেশে কখনও অতি শুদ্ধমতি। ১৪
পূর্ব্বোক্ত অদত্ত বস্তু যতিতপোধন
দোষকর, অপবিত্র বুঝিয়া তখন,
নিজে স্বীয় প্রয়োজনে না করে গ্রহণ,
গ্রহণ করা'তে পরে না করে যতন,
পরের গ্রহণে কভু না দেন প্রেরণা
গ্রহণের অনুমতি কাহার থাকে না। ১৫
দুর্গতির হেতুভূত ব্রহ্মচর্য্য নাশ
দুরাশ্রয় প্রমাদ বা পাপের বিকাশ,
না করেন ভ্রমক্রমে বিস্মরি সুনীতি,
চারিত্রাতিচারে ভীত, তপোরত যতি। ১৬
মৈথুন সংসর্গ হয় পাপের কারণ
মহাদোষ উহা দ্বারা হয় প্রবর্দ্ধন,
নির্গ্রন্থ বুঝিয়া সদা অধর্ম্ম মৈথুন,
সর্ব্বভাবে, যথারীতি, করেন বর্জ্জন। ১৭
মহাবীর বাক্যেরত সাধু মহোদয়
রাত্রিতে রাখেনা কাছে নিম্ন দ্রব্যচয়।
তৈল, ঘৃত দ্রব গুড়, সামুদ্র লবণ,
যাহা হয় অচেতন কিম্বা সচেতন। ১৮

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

তীর্থঙ্কর, গণধর ব্রহ্মচর্য্য রত,
মনেতে ধারণা হেন করেন সতত
সঞ্চয়ের লোভ হেতু করে যে সঞ্চয়
গৃহস্থ বলিয়া তারে সর্ব্ব লোকে কয়
প্রব্রজিত সাধুবর না করে সঞ্চয়।
ত্যাগ ধর্ম্মে রত সাধু লোভ মুক্ত হয়॥ ১৯
সংযম লজ্জার্থ সাধু পাদের পুঞ্ছন,
বস্ত্র, পাত্র কম্বলাদি করেন ধারণ
সতত সংযত চিত্ত প্রাজ্ঞ মুনিগণ
মূর্চ্ছাদি রহিত হ'য়ে ভোগে রত হন। ২০
বস্ত্রাদির ব্যবহার সাধুরা করিবে
পরিগ্রহ নহে উহা নিশ্চয় জানিবে,
কারণ বশত উহা ব্যবহৃত হয়।
আসক্তিই পরিগ্রহ, নাহিক সংশয় ।২১
যোগ্য ক্ষেত্রে যোগ্য কালে আগম বিধানে
বস্ত্রাদি সহিত যুক্ত, হন সাবধানে
জীবিকা নির্ব্বাহ কল্পে তৎপর হইয়া,
পরিগ্রহ লন সাধু মমতা ত্যজিয়া,
ধর্ম্ম কার্য্যে রত, সাধু জ্ঞাততত্ত্ব-সার,
করেনা মমতা বুদ্ধি দেহেতে তাহার ।২২
অহো কি বিস্ময়কর সাধুর বিধান
শ্রবণ উল্লাসে মগ্ন সবার পরাণ।

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

দোষের অভাব, গুণ বৃদ্ধি হেতু, আর ;
চিত্তস্থিরকারী তপ কর্ম্মের প্রচার
করেছেন, তীর্থঙ্করগণ এ ধরায়,
সাধুদের ধর্ম্মে, ভাবি—শুভ কামনায়।
অনুকূল বৃত্তি হয় সংযম রক্ষণ
দ্রব্যভাবে একবার আহার্য্য গ্রহণ,
নিত্য তপ কর্ম্ম উহা বলে সাধুজন,
ইহাতে সংশয় কারো হয়না কখন।২৩
ত্রস ও স্থাবর প্রাণী অতি সূক্ষ্ম দেহ,
রাত্রিতে ভোজনে ব্যস্ত ঘুরে অহরহ,
দিনেতে সাধক জীব দেখিবারে পায়
সাবধানে চলে তাই জীবের রক্ষায়
না হেরিয়া উহাদের রাত্রিতে ভোজন,
কেমনে করিবে সাধু করি বিচরণ ? ২৪
সবীজ, জলার্দ্র, খাদ্য আর সূক্ষ্মপ্রাণী
ভূমিতে পতিত যারা সাধক সুজ্ঞানী,
পারে বরং দিবসেতে বর্জ্জন করিতে
রাত্রি কালে কিরূপেতে পারিবে চলিতে ? ২৫
মহাবীর উচ্চারিত, হিংসারূপ পাপ,
আত্মবিরোধনা আদি অতি মনস্তাপ
নিরীক্ষণ করি সাধু রাত্রির ভোজন
ভ্রমক্রমে কদাপিও না করে গ্রহণ।২৬

ষষ্ঠ অধ্যযন।

ত্রিবিধ করণ যোগে সংযত সাধুরা
তপ সমাহিত কায়-মনো বাক্য দ্বারা
করেনাকো হিংসা কভু পৃথ্বীজীবগণে
তৎপর থাকেন সদা জীবের রক্ষণে ॥২৭
পৃথ্বীকায় জীবগণ হিংসক মানব
তদাশ্রিত বহুবিধ দৃশ্যাদৃশ্য সব
ত্রসস্থাবরাদি জীব দিগকে সতত
হিংসাকরে পাপমতি জগতে নিয়ত।২৮
দুর্গতি বর্দ্ধক অতি হিংসা দোষ ঘোর
আচরি কিরূপ ফল হইবে সাধুর
বুঝি তার পরিণাম সাধু আজীবন
পৃথ্বীকায় জীবে হিংসা করিবে বর্জন। ৯
ত্রিবিধ করণ যোগে সংযত সাধুরা—
তপ সমাহিত কায় মনো বাক্যদ্বারা
হিংসা না করিবে কভু জলকায়গণে
তৎপর থাকিবে সদা জীবের রক্ষণে।৩০
জলকায় জীবগণ হিংসক মানব
তদাশ্রিত বহুবিধ দৃশ্যাদৃশ্য সব
ত্রসস্থাবরাদি জীব দিগকে সতত
হিংসাকরে পাপমতি জগতে নিয়ত।৩১
দুর্গতি বর্দ্ধক অতি হিংসা দোষ ঘোর
আচরি কিরূপ ফল হইবে সাধুর

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

বুঝি তার পরিণাম সাধু আজীবন
জল কায় জীবে হিংসা করিবে বর্জ্জন।৩২
চারিদিকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র যে প্রকার
হস্তেতে গ্রহণে কষ্ট হয় দুর্নিবার
সেইরূপ পাপকর অগ্নি প্রজ্বালন
করিতে চাহেনা সাধু ধর্ম্ম পরায়ণ।৩৩
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব উর্দ্ধাধ দক্ষিণ
সর্ব্ব দিকে অগ্নিকরে দাহ্যের দহন।৩৪
প্রাণীর আঘাত হেতু অগ্নি দুরাশয়
এ বিষয়ে কাহারও নাহিক সংশয়,
আলো হেতু শীত নাশে, অগ্নি প্রজ্জ্বালন
করিবেনা কোন কালে সাধুরা কখন।৩৫
দুর্গতি বর্দ্ধক অতি হিংসা দোষ ঘোর
আচরি কিরূপ ফল হইবে সাধুর
বুঝি তার পরিণাম সাধু আজীবন
অগ্নি প্রজ্জ্বালন ক্রিয়া করিবে বর্জ্জন।৩৬
তাল বৃন্ত আদি দ্বারা শরীরে ব্যজন
বহু পাপ দোষ যুক্ত বহ্নির মতন
বুঝিয়া বিশেষরূপে সাধক সুজন
কভু না করেন ভ্রমে বায়ুর সেবন।৩৭
বৃক্ষশাখা হেলাইয়া তালবৃন্তে পত্রে
ব্যজন করে না সাধু অভিপ্রায় মাত্রে

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

অপর জনের সুখে সাধুরা কখন
না করেন ধর্ম্মতরে কাহাকে ব্যজন। ৮
পাদ প্রক্ষালন-কারী গামছা, কম্বল
বস্ত্র, পত্র হয় যাহা, সাধুর সম্বল
উহা দ্বারা ব্যজনাদি করেনা কখন
রাখেন যতনে উহা শুধু তপোধন।৩৯
দুর্গতি বর্দ্ধক অতি হিংসা দোষ ঘোর
আচরি কিরূপ ফল হইবে সাধুর
বুঝি তার পরিণাম সাধু আজীবন
বায়ু সঞ্চালন ক্রিয়া করিবে বর্জ্জন।৪০
ত্রিবিধ করণযোগে সংযত সাধুরা
তপ সমাহিত কায় মনোবাক্য দ্বারা
হিংসা না করিবে কভু বনস্পতি কায়ে
করিবে উহারে রক্ষা মন প্রাণ দিয়ে।৪১
বনস্পতি কায়গণ হিংস্রক মানব
তদাশ্রিত বহুবিধ দৃশ্যাদৃশ্যসব
বহুবিধ ত্রসজীবদিগকে সতত।
হিংসা করে পাপ মতি জগতে নিয়ত।৪২
দুর্গতি বর্দ্ধক, অতি হিংসা দোষ ঘোর
আচরি কিরূপ ফল হইবে সাধুর
বুঝি তার পরিণাম সাধু আজীবন
বনস্পতি কায়ে হিংসা করিবে বর্জ্জন।৪৩

ষষ্ঠ অধ্যযন।

ত্রিবিধকরণ যোগে সংযত সাধুরা
তপ সমাহিত, কায়মনোবাক্য দ্বারা
হিংসা না করিবে কভু ভ্রমে ত্রস কায়ে
করিবে উহারে রক্ষা মন প্রাণ দিয়ে ।৪৪
ত্রস কায় জীবগণ হিংস্রক মানব
তদাশ্রিত বহুবিধ দৃশ্যাদৃশ্য সব
বহুবিধ ত্রসকায়দিগকে সতত
হিংসা করে পাপমতি জগতে নিয়ত।৪৫
দুর্গতি বর্দ্ধক, অতি হিংসা দোষ ঘোর
আচরি কিরূপ ফল হইবে সাধুর
বুঝি তার পরিণাম সাধু আজীবন
ত্রসকায় জীবহিংসা করিবে বর্জ্জন ।৪৬
চারি প্রকারের খাদ্য, অভক্ষ্য যতির
বিরুদ্ধ সতত উহা আগম বিধির
তেয়াগিয়া পাপ খাদ্য সদা মুনিগণ
সংযম ধরম-পুণ্য করিবে পালন ।৪৭
না লইবে বস্ত্র, পাত্র খাদ্য কিংবা স্থান
অকল্পিত উক্ত যাহা কভু মতিমান্।
কল্পনীয় যাহা তবে সাধুরা লইবে
যোগ্যাযোগ্য সর্ব্বস্থলে বুঝিয়া দেখিবে ।৪৮
নিত্য আমন্ত্রিত পিণ্ড, ক্রীত বা আহৃত,
শ্রাবক শ্রাবিকা দ্বারা সাধু জন্য কৃত,

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

এমন আহার্য্য করে যে অনুমোদন
স্থাবরাদি বধ তিনি দ্রব্য সাধু হন।৪৯
নিমন্ত্রিত ঔদ্দেশিক ক্রীত পানাহার
গ্রহণের যোগ্য নহে করিয়া বিচার
মহাসত্ত্ব ধর্ম্মজীবী সংযম প্রধান
না করি গ্রহণ উহা করেন বর্জ্জন।৫০
কাঁসার বাটী ও থালা, পাত্রে বা মৃন্ময়,
পানাহারে, সদাচার, ভ্রষ্ট সাধু হয়।৫১
পূর্ব্বোক্ত ভোজন পাত্রে করিয়া আহার।
শীতল সচিত্ত জলে করি পরিষ্কার
প্রক্ষালন মার্জ্জনেতে বারিকায় হায়
জীবন ত্যজিছে কত সংখ্যা করা দায়।
গৃহীর পাত্রেতে তাই ভোজনে নিরত
জনের সংযমহানি দৃষ্ট হয় কত।৫২
আহার করিলে পাত্রে গৃহীর কখন,
পরে গৃহী প্রক্ষালনে নাশে জীবগণ
পূর্ব কর্ম্ম আহারের প্রারম্ভে সতত,
পাদ প্রক্ষালনে গৃহী নাশে জীব শত।
এহেন দূষিত কর্ম্ম ঘৃণিত সবার,
গৃহি পাত্রে সাধু লোক করেনা আহার।৫৩
আসন পর্য্যঙ্ক কুর্সী গৃহস্থ কল্পিত।
সিংহাসন কিম্বা মঞ্চ অতি সুশোভিত

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

উল্লিখিত অপ্যোগাদি সাধুরা কখন
বসিবেনা শুইবেনা করিবে বর্জ্জন ॥৫৪
তীর্থঙ্কর শাস্ত্রে যাহা পালন্ত অশেষ
নির্গ্রন্থ সাধনী সদা সত্যসত্তম
আসন্দী পালঙ্ক গদী দেহের আসন,
কভু না বসে না তারা দুখের কারণ ॥৫৫
আসন্দী পর্য্যঙ্ক আদি আসন প্রচুর
প্রকাশ রহিত হয় জীবের আশ্রয়,
উৎপীড়ন ঘটে সদা বসিলে আসনে
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবগণ মরে সর্ব্বক্ষণ,
বুঝি বুদ্ধি দোষ হেতু নিত্য তপোধন
আসন্দী পালঙ্ক আদি করেন বর্জ্জন ॥৫৬
গৃহস্থের গৃহে যদি বসে শুদ্ধাচার
মিথ্যাত্ব দর্শনে তাঁর হয় অনাচার ॥৫৭
বসিলে গৃহস্থ ঘরে কত অনাচার।
সাধুর অযোগ্য বটে বলিব এবার ॥
বসিলে এখানে এই আচারে ভঙ্গ হবি
ব্রহ্মচর্য্য সদাচার নাশে ব্রহ্মচারী
নিষিদ্ধ প্রাণীর বধ হেতু সাধুজন,
সংযম হারান তত সদা সর্ব্বক্ষণ;
প্রতিকূল বার্ত্তালাপে ক্রোধ উপজয়,
গৃহস্থের ঘরে বসা কভু ভাল নয় ॥৫৮

ষষ্ঠ অধ্যয়ন।

ইন্দ্রিয়াদি নিরীক্ষণে গৃহস্থ ভবনে,
কাম ভাবে নাশ পায় ব্রহ্মচর্য্য মান
উৎফুল্ল লোচন নারী করি দরশন
বহু ভয়, পতনের, হয় সর্ব্বক্ষণ
কুভাব বর্দ্ধনকারী স্থান অশোভন,
দূর হতে সাধুবর করিবে বর্জ্জন।৫৯
অভিভূত, জরাদ্বারা বৃদ্ধ সাধুগণ,
ব্যাধিদ্বারা সমাক্রান্ত, তপ পরায়ণ,
পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবে হয়ে সমন্বিত,
বসিবেন গৃহিগৃহে শাস্ত্রের কল্পিত।
ভিক্ষাটনে অসমর্থ সাধু শক্তিহীন
বসেন ভিক্ষার্থী লভি গৃহস্থ ভবন।৬
নীরোগ রোগী বা সাধু অভিলাষী স্নানে
হইবে আচার ভ্রষ্ট আচার বিহনে
জলকায় জীব আদি হিংসার কারণ
সংযমের নাশে হয় সাধুর পতন ৬১
সুষির ও পোলীভূমি স্থিত নদী জলে,
দ্বীন্দ্রিয়াদি সুক্ষ্মজীব যথা তথা চলে,
স্নানকালে বহুজন জল আলোড়নে,
চালিত কাহারে করে ডুবায় কাহারে।৬২
জীবের রক্ষার হেতু ব্রত পরায়ণ,
বর্জ্জন করেন সাধু স্নান আজীবন,

ষষ্ঠ অধ্যযন।

শীতল উত্তপ্ত জলে না করিয়া স্নান,
দারুণ অস্নান ব্রত করেন রক্ষণ ৬৩
চন্দনাদি কল্ক লোধ্র কুঙ্কুম কেসর
নানাবিধ গন্ধযুক্ত দ্রব্য বা অপর,
না করি লেপন দেহে না করি মার্জ্জন,
সাধুকরে আমরণ স্নানের বর্জ্জন।৬৪
কেশের মুণ্ডন সহ মনের মণ্ডন,
করি চিরতরে যে বা করে বিহরণ
দীর্ঘকেশ নখযুক্ত বিরত মৈথুনে
এহেন সাধুর শোভা কোন প্রয়োজনে।৬৫
শারীরিক শোভাবৃদ্ধি করিবার তরে
দারুণ অশুভ ভিক্ষু করম আচরে
পূর্ব্বোক্ত করম ফলে বন্ধনের তরে
পতিত হতেছে ভব দুস্তর সাগরে।৬৬
তাদৃশ ভীষণ কর্ম্ম হেতু ভূত হয়,
শরীরের শোভাবৃদ্ধি সকল সময়,
শারীরিক শোভাদ্বারা জনমে অশেষ,
চিত্তের মালিন্য দোষ হয় সমাবেশ।
স্বকীয় বা অপরের রক্ষক সুজন
বিভূষা সেবায় কভু নাহি রত হন।
তীর্থঙ্কর পূর্ব্বরূপ ধারণা করিয়া
দিয়াছেন উপদেশ প্রসন্ন হইয়া।৬৭

ষষ্ঠ অধ্যযন।

সংযম ও সরলতা গুণ বিভূষিত,
যথার্থ তত্ত্বেতে জ্ঞানী সাধক পূজিত
অশান্ত আত্মাকে শান্ত পবিত্র করিয়া,
নিরমল ভাবনায় আসক্ত থাকিয়া,
পুরা কৃত পাপচয় করে'ন বিনাশ ,
নব পাপার্জনে থা'কে নাহি অভিলাষ ।৬৮
প্রবল মানব রিপু ক্রোধ, দুর্নিবার,
বশীকৃত, সুবিদিত হয়েছে যাহার,
বন্ধহেতু মোহকরী মমতা অসার
তেয়াগিয়া সদা যারা করেন বিহার
ধন ধান্য আদি কত আছে নানাকারে,
পরিগ্রহ আভ্যন্তর বাহ্য চরাচরে,
বিরত সতত যারা পরিগ্রহ হ'তে,
আত্মার বন্ধন মুক্ত সতত করিতে।
ইহলোক সুখপ্রদ কুবিদ্যা বিহীন
পরলোক হিতকারী বিদ্যায় প্রবীণ
ষট্‌কায় জীবের সদা রক্ষক যাহারা
শারদীয় চন্দ্র তুল্য রাজেন তাঁহারা
তাঁহাদের কর্মফল হয় অবসান
সিদ্ধিমার্গে চলে'যান লভি দেবযান ।৬৯
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্বরূপ করিও ধারণা
ইতি ষষ্ঠ ধর্মার্থকামাধ্যয়ন সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যযন।

শব্দাবধারণে আছে ভাষা চতুর্ব্বিধ
স্বরূপ-নির্ণয়ে রত হবেন বিবুধ
সত্য ব্যবহারিকের শুদ্ধ যে প্রয়োগ,
উহাতেই করিবেন চিত্তের নিয়োগ,
অসত্য, সর্ব্ব প্রকারে মিথ্যা সত্যযুত,
বলিবেনা ভাষাদ্বয় নীতি বহির্ভূত।১
ভাষা যাহা সত্য কিন্তু, পীড়া প্রদায়িনী,
অব্যক্তব্য যাহা ভবে অশ্লীলরূপিণী,
সত্য-মিথ্যা যুক্ত ভাষা পল্লীতে কথিত
মিথ্যা যাহা শাস্ত্রমতে হয় অভিহিত
তীর্থঙ্কর মতে যাহা ব্যবহৃত নয়
সেই ভাষা বলিবেনা প্রাজ্ঞ মহোদয় ॥২
যে ভাষা মিশ্রিত নহে সত্য ও মিথ্যায়
পাপহীন, সত্য যাহা কোমল ধরায়,
প্রশস্ত সুমিষ্ট সেই ভাষা চমৎকার
অসন্দিগ্ধ বলিবেন সাধক উদার।৩
কর্কশ বা পাপপূর্ণ সদা কাল ব্যাপী,
মোক্ষ প্রতিকূল যাহা সত্যও যদ্যপি,
এ'হেন ভাষায় উক্তি নীতি বহির্ভূত
কভু না করিবে ধীর জৈনধর্ম্ম রত।৪
আসিতেছে এই নারী গাহিছে সঙ্গীত
তথা মূর্ত্তি ভাষা রূপ হয়েছে বর্ণিত

সপ্তম অধ্যযন।

তথা মূর্ত্তি ভাষা কিম্বা নহে তথ্যময়,
বাক্য যেবা বলে সেই পাপযুক্ত হয়,
মিথ্যা বাক্য বলা সদা অভ্যাস যাহার,
তার কথা সুধী মাঝে কি বলিব আর।৫
তথামূর্ত্তি ভাষা হয় কিন্তু সত্যযুত,
পাপের কারণ হয় তথ্য বিরহিত
দৃষ্টান্ত উহার নিম্নে বর্ণিব এক্ষণে
মর্ম্মার্থ বুঝিবে তার সাধু নিজ জ্ঞানে।
"সংসারের বহুবিধ বিঘ্নের কারণে
যাইব আগামী কল্য বলিব সেখানে
অতশ্চই হবে কৃতকার্য্যটি আমার
কল্য বা করিব আমি সমাপ্তি ইহার
এই সাধু সেবারত ধর্ম্মপরায়ণ
করিবে অবশ্য সেবা আমার এখন" ।৬
ভবিষ্যতে শঙ্কাযুক্ত, যে ভাষা কথনে
কিম্বা ভীতিপ্রদা যাহা, ভূত বর্ত্তমানে
তেয়াগিয়া সেই ভাষা ধীর সাধুবর
বলিবেন শুদ্ধভাষা সাধনা তৎপর।৭
অজ্ঞাত ত্রিকালে অর্থ আছে যে ভাষার
বিচারিয়া জ্ঞাত নহে কিবা তত্ত্ব তার
"নিশ্চিত এরূপ উহা প্রকাশি গৌরবে
অঙ্গীকার করি উহা কভু না বলিবে।৮

সপ্তম অধ্যয়ন।

শঙ্কা যদি হয়, ভাষা কথন বলিতে
ভব্য বর্ত্তমান কালে অথবা অতীতে,
"এরূপ হইবে ভাষা' অঙ্গীকার করি
কভুনা বলিবে সাধু ভাবার্থ বিস্মরি।৯
ভব্য বর্ত্তমান কালে অথবা অতীতে,
ত্রিকালেই শঙ্কাশূন্য যে ভাষা বলিতে,
"এইরূপ এই ভাষা নির্ভয়ে বলিবে,
কোনরূপ দোষে সাধু লিপ্ত না হইবে।১০
যে ভাষা আঘাত দেয় পঞ্চ মহাভূতে,
নিষ্ঠুর অত্যন্ত যাহা অসহ্য জগতে,
যদিও সে ভাষা নরে, সত্য বলি কয়
বলিবেনা সেই ভাষা সাধু মহোদয়।১১
কানাকে সাধক কভু বলিবেনা কানা
ছিন্নমুষ্কে ক্লীব নামে কভু বলিবেনা
ব্যাধিত জনেরে সাধু বলিবেনা রোগী
চৌর্য্য কার্য্যে রত জনে বলিবেনা দাগী।১২
ইহা ভিন্ন অন্য অর্থে ভাষা ব্যবহারে,
যদি বা কাহার মন মর্ম্মাহত করে
আচার ও ভাবদোষ তত্বজ্ঞ সুমতি
বলিবেনা সেই ভাষা অতি শুদ্ধমতি।১৩
মূর্খকে হালিক কিম্বা জারজকে গোল,
দুর্ভগ, কুকুর, নামে অথবা ছীনাল,

সপ্তম অধ্যয়ন।

ডাকিবেনা সাধু কভু সত্যব্রত পণ
যাহাতে আঘাত মনে পায় নরগণ।১৪
বলিবেনা সাধু কভু অবাচ্য বচন,
হে আর্যিকে হে প্রার্থিকে করি সম্বোধন,
পিষিমা মাসিমা অম্ব দুহিতা কখন,
পুত্র পৌত্রী ভাগিনেয়ী করি উচ্চারণ।১৫
হলে হলে অন্নে ভট্টে বম্বলে স্বামিনি
হে হোলে অথবা গোলে অথবা গোমিনি
সাধুজন না করিবে উক্ত সম্বোধন
আবাসে পথেতে সদা নেহারি স্ত্রীজন।১৬
উচ্চারি স্ত্রীলোক নাম সাধুরা কহিবে
দেবদত্তে ধর্ম্মরতে বলি সম্বোধিবে।
বিস্মরি প্রকৃত নাম গোত্র উল্লিখিবে
প্রশস্ত কাশ্যপ গোত্রে ইত্যাদি বলিবে।
গুণ দোষ বিচারিয়া বয়স জাতির
আধিপত্য ধনৈশ্বর্য্য বস্ত্র প্রভৃতির
ধর্ম্মশীলে ধর্ম্মব্রতে করি সম্বোধন,
আলাপ করিবে সাধু যতিতপোধন।১৭
ডাকিবেনা পিতাদিকে বলিয়া আর্য্যক,
প্রপিতামহাদিকে বা কখন প্রার্য্যক,
পিতৃব্য মাতুল পুত্র পৌত্র ভাগিনেয়
বাপ সম্বোধন সদা সাধু বর্জ্জনীয়।১৮

সপ্তম অধ্যয়ন।

কার কাছে ভ্রমক্রমে যখন তখন।
আলাপন না করিবে কভু সাধুজন।২৪
ধেনুকে রসদা নামে সাধুরা ডাকিবে
দমনীয় বৃষগণে যুবক কহিবে
নেহারি বলদ ছোট হ্রস্ব নাম দিবে
কিম্বা মহল্লক নামে বড কে ডাকিবে
বড বলীবর্দ্দ সাধু পথেতে হেরিয়া
ডাকিবে তাহাকে নিম্ন নাম উচ্চারিয়া
রথের বাহন যোগ্য সকল সময়
এ জীব সংবহনীয় নাহিক সংশয়।
বলিবেনা সাধুজন প্রবেশি উদ্যানে
উদ্যান ইহার নাম কাহার সদনে
পর্ব্বতে উঠিয়া সাধু ইহারা ভূধর
বলিবে না কভু ভ্রমে সাধক প্রবর
নেহারি প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতি উর্দ্ধগতি
অতি বড এই বৃক্ষ বলিবে না যতি।২৬
প্রাসাদ তোরণ স্তম্ভ পরিঘা অর্গল
অরহট্ট যাহা দ্বারা তুলে কত জল
তরণী প্রভৃতি সৃষ্টি যোগ্য এই বৃক্ষ
বলিবেনা কখনও সাধক সুদক্ষ।২৭
কাষ্ঠাসন কাষ্ঠপাত্র হাল বা মযিকা
বলদ শকট তুম্ব ঘানী বা গণ্ডিকা

সপ্তম অধ্যযন।

কার কাছে ভ্রমক্রমে যখন তখন।
আলাপন না করিবে কভু সাধুজন।২৪
ধেনুকে রসদা নামে সাধুরা ডাকিবে
দমনীয় বৃষগণে যুবক কহিবে
নেহারি বলদ ছোট হ্রস্ব নাম দিবে
কিম্বা মহল্লক নামে বড় কে ডাকিবে
বড় বলীবর্দ্দ সাধু পথেতে হেরিয়া
ডাকিবে তাহাকে নিম্ন নাম উচ্চারিয়া
রথের বাহন যোগ্য সকল সময়
এ জীব সংবহনীয় নাহিক সংশয়।
বলিবেনা সাধুজন প্রবেশি উদ্যানে
উদ্যান ইহার নাম কাহার সদনে
পর্ব্বতে উঠিয়া সাধু ইহারা ভূধর
বলিবে না কভু ভ্রমে সাধক প্রবর
নেহারি প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতি উর্দ্ধগতি
অতি বড় এই বৃক্ষ বলিবে না যতি।২৬
প্রাসাদ তোরণ স্তম্ভ পরিঘা অর্গল,
অরহট্ট যাহা দ্বারা তুলে কত জল
তরণী প্রভৃতি সৃষ্টি যোগ্য এই বৃক্ষ
বলিবেনা কখনও সাধক সুদক্ষ।২৭
কাষ্ঠাসন কাষ্ঠপাত্র হাল বা মযিকা
বলদ শকট তুম্ব ঘানী বা গণ্ডিকা

সপ্তম অধ্যয়ন।

যে বৃক্ষ প্রস্তুত হয় তাহার কথন
বলিবেনা নাম কভু সাধক সুজন।২৮
রথাদি পর্য্যঙ্ক আদি কপাট আসন
গৃহ দ্বার যেই বৃক্ষ হইবে নির্ম্মাণ
জীবের নাশক ভাষা সেই বৃক্ষ নামে
কভু না বলিবে সাধু কখনও ভ্রমে।২৯
উদ্যান পর্ব্বত কিম্বা বন তরুবর
দর্শন করিয়া সাধু গমন তৎপর।
কিরূপ ভাষায় প্রাজ্ঞ তাদেরে বলিবে
নিম্নে তাহা বলিতেছি অবশ্য শুনিবে।৩
জাতিমন্ত দীর্ঘবৃত্ত সুন্দর দর্শন
মহালয় শাখাযুক্ত এই তরুগণ।
প্রশাখা বিশিষ্ট হয় এই বৃক্ষরাশি
বলিবে সাধকবর স্বভাব প্রকাশি।৩১
পক্ক হেরি আম্র ফল আদি কোন স্থানে
পক্ক ইহা পাক ভক্ষ্য বলিবেনা জনে,
কাটিবার যোগ্য ইহা পক্ক মধ্য ভাগ,
কোমলতা যুক্ত ইহা হবে দুই ভাগ
এইরূপ কথা সাধু কভু না বলিবে,
অহিংসা পালনে সদা সতর্ক থাকিবে।৩২
অসমর্থ আম্র বৃক্ষ ফলের ধারণে
ইহারা অনেক ফল ধরে এইক্ষণে

সপ্তম অধ্যয়ন।

গ্রহণের কালযোগ্য ফল ধরে এরা,
সুকোমল ফল ধরি রহেছে ইহারা,
পথ সাধু পূর্ব্বরূপ নেহারি পথিকে
পথ পরিচয় সূত্রে বলি'বে তাহাকে।৩৩
শাল্যাদি ঔষধ পক্ক, নীল এশবয়
কাটন রোপণ যোগ্য ধান্যাদি নিচয়,
ভাজিবার যোগ্য ইহা বালভক্ষ্য হয়
বলিবেনা উক্তরূপ সাধু সম্প্রদায়।৩৪
পথ প্রদর্শন আদি কার্য্যে সাধুগণ
নিম্নরূপ বলিবেক অতি বিচক্ষণ,
প্রাদুর্ভূত হইয়াছে হেথা কত ধান
নিষ্পাদন-প্রায় ইহা কর প্রণিধান
আরও রহেছে কত নিষ্পন্ন নির্গত
নির্বাত-শীর্ষক ইহা কিম্বা বিপরীত
সম্প্রাত তণ্ডুল আদিসার এই স্থানে
রহিয়াছে বলিবেক পথের ভাষণে॥৩৫
"সংখড়ী নামক ক্রিয়া পিতৃদেব তরে
করিতে ইচ্ছুক আমি বলিবেনা কারে
চৌরকে বধের যোগ্য সাধু বলিবেনা
দুস্তর সুতর নদী কভু কহিবেনা।৩৬
সংখড়ীকে বলিবেক সংকীর্ণা সংখড়ী
চৌরকে বলিবে সাধু প্রাণ রক্ষাকারী

সপ্তম অধ্যযন।

প্রয়োজনে হয়ে পৃষ্ট নদীর বিষয়
বলিবে নদীর তীর্থ সমতলময় ।৩৭
সাধুদের বর্জনীয় ধরায় সতত,
প্রবর্তন নিবর্তন আদি দোষ যত
নেহারি তটিনী তাই সাধু তপোধন,
বলিবেনা নদী পূর্ণা ভ্রমেও কখন ,
সন্তরণ যোগ্যা নদী অথবা নদীর
জল পেয় বলিবেনা তটস্থ প্রাণীর ।৩৮
বলিবে সলিলরাশি নেহারি নদীর
জলপূর্ণা নদী এই অগাধ গম্ভীর
অতিশয় বেগশীল ইহার উদক
বিস্তৃত রহেছে জল, স্বত্বার্থে সাধক ।৩৯
পরের নিমিত্ত কৃত কিম্বা ক্রিয়মাণ
পাপযুক্ত কার্য্য জানি ভাবী বর্তমান
উহার সম্বন্ধ কভু কাহারে কখন
পাপবাক্য বলিবে না সাধু তপোধন ।৪০
নিয়রূপে কথাচ্ছলে কাহাকে কখন,
বলিবেনা কভু সাধু সাবদ্য বচন ,
সভাদি সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়েছে
পাকাদিতে ভালপাক পাচক করেছে,
বনাদি সুন্দরভাবে হয়েছে কর্ত্তিত,
ক্ষুদ্র চিত্ত ইহা দ্বারা হয় অপহৃত,

সপ্তম অধ্যয়ন।

সুন্দর ভাবেতে তারা সেখানে আছয়ে,
প্রাণত্যাগ করিয়াছে নিজের গৌরবে,
অসাবাস্ত বাক্য যদি বলে সাধুগণ,
হইবেনা কোন দোষ শাস্ত্রের বচন।
নিয়মরূপে যদি সাধু কভু কথা বলে,
অসাবাস্ত ভাষা বলি বুঝিবে সকলে।
"সাধু সেবা জালরূপ হয়েছে হেথায়,
ব্রহ্মচর্য্যে পরিপক্ক এ সাধু ধরায়,
স্নেহের বন্ধন সাধু করেছে ছেদন,
উপসর্গ দূরীকৃত হয়েছে এখন।
পণ্ডিতের হইয়াছে অন্ত সুমরণ
অসাবাস্ত রূপ গণ্য পূর্ব্বোক্ত-বচন।"৪১
নিষেধের অপবাদ হইবে এখানে,
অভিহিত সাধুদের চেতনা কারণে,
রোগী অস্ত পক্ক যাহা, প্রযত্ন লইয়া,
পক্ক ইহা বলিবেনা সাধুরা বুঝিয়া,
কর্ত্তিত ব্রণাদি হেরি প্রযত্ন সহিত
ছিন্ন কিম্বা শুধু ছিন্ন হইবে কথিত,
সুন্দরী কন্যকা হেরি সাধুরা বলিবে,
দীক্ষিতা সুকন্যা এই পালনীয়া হবে;
কৃত কর্ম্ম হেরি সাধু বলিবে তখন,
কর্ম্মহেতু এই কার্য্য হয়েছে এমন,

সপ্তম অধ্যয়ন।

প্রয়োজনে হয়ে পৃষ্ট নদীর বিষয়
বলিবে নদীর তীর্থ সমতলময় ।৩৭
সাধুদের বর্জনীয় ধরায় সতত,
প্রবর্তন নিবর্তন আদি দোষ যত
নেহারি তটিনী তাই সাধু তপোধন,
বলিবেনা নদী পূর্ণা গ্রামও কখন,
সন্তরণ যোগ্যা নদী অথবা নদীর
জল পেয় বলিবেনা তটস্থ প্রাণীর ।৩৮
বলিবে সলিলরাশি নেহারি নদীর
জলপূর্ণা নদী এই অগাধ গম্ভীর
অতিশয় বেগশীল ইহার উদক
বিস্তৃত রয়েছে জল, স্বস্বার্থে সাধক ।৩৯
পরের নিমিত্ত কৃত কিম্বা ক্রিয়মাণ
পাপযুক্ত কার্য্য জানি ভাবী বর্তমান
উহার সম্বন্ধে কভু কাহারে কখন
পাপবাক্য বলিবে না সাধু তপোধন ।৪০
নিম্নরূপ কথাচ্ছলে কাহাকে কখন,
বলিবেনা কভু সাধু সাবদ্য বচন,
সভাদি সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়েছে
পাকাদিতে ভালপাক পাচক করেছে,
বনাদি সুন্দরভাবে হয়েছে কর্ত্তিত,
ক্ষুদ্র চিত্ত ইহা দ্বারা হয় অপহৃত,

সপ্তম অধ্যয়ন।

সুন্দর ভাবেতে তারা সেখানে আহার,
প্রাণত্যাগ করিয়াছে নিজের পৌরুষ,
অসাবাদ্য বাক্য যদি বলে সাধুগণ,
হইবেনা কোন দোষ শাস্ত্রের বচন।
নিয়মপে যদি সাধু কভু কথা বলে,
অসাবাদ্য ভাষা বলি বুঝিবে সকলে।
"সাধু সেবা ভালরূপ হয়েছে হেথায়
ব্রহ্মচর্য্যে পরিপক্ক এ সাধু হেথায়,
স্নেহের বন্ধন সাধু কাটিছে হেরন,
উপসর্গ দূরীকৃত হয়েছে এখন।
পণ্ডিতের হইয়াছে অন্ত সুমরণ
অসাবাদ্য রূপ গণ্য পূর্ব্বোক্ত বচন।"৪১
নিষেধের অপবাদ হইবে এখানে,
অভিহিত সাধুদের চেষ্টা কারণ,
যোগী কষ্ট পক্ক যাহা, প্রযত্ন করিয়া,
পক্ক ইহা বলিবেনা সাধুরা বুঝিয়া,
কর্ত্তিত ওপাদি হেরি প্রযত্ন সহিত,
ছিন্ন কিম্বা শুধু ছিন্ন হইবে কহিত,
সুন্দরী কন্যকা হেরি সাধুরা বলিবে,
দীক্ষিতা সুকন্যা এই পালনীয়া হবে;
কৃত কর্ম্ম হেরি সাধু বলিবে যখন,
কর্ম্মহেতু এই কার্য্য হয়েছে এমন;

সপ্তম অধ্যয়ন।

সমান থাকিবে মূল্য কিনিলে ইহার
ত্যাগকরা সেইহেতু মঙ্গল তোমার ।৪৫
পণ্যবস্তু ক্রয়কালে অথবা বিক্রয়ে
ইহাকি অল্প বা বহু মূল্য পৃষ্ট হয়ে
বলিবে সাধক এই বিষয় আমার
বলিবার কোনকথা নাহি অধিকার ।৪৬
প্রজ্ঞাশীল সাধু কভু অসংযত জনে।
বলিবেনা নিম্নরূপে কখন ভাষণে,
"এই স্থানে কর তুমি সমুপাবেশন
এই স্থানে এস হেথা থাকিও এখন
সকয়াদি কর সদা শোও নিদ্রাগত
গ্রামে যাও উপায়েতে হও অবস্থিত" ।৪৭
বিশ্বমাঝে আছে বহু ঘৃণিত অসাধু।
কিন্তু তারা অভিহিত হয় বলি সাধু
অসাধুকে সাধুজন সাধু না বলিবে
সাধুকে সতত যতি সাধুই কহিবে ।৪৮
জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন সতত সংযমী
তপস্যায় রত সদা মোক্ষ পথগামী
এহেন সাধুকে সর্ব্ব সাধক সুজন
সাধু বলি ডাকিবেন শাস্ত্রের বচন ।৪৯
দেবতার মনুষ্যের তির্য্যক্ জাতির
সংগ্রাম নেহারি সাধু সংযত সুধীর

সপ্তম অধ্যয়ন।

বলিবেনা অমুকের হউক বিজয়
অমুকের না হউক সংগ্রামেতে জয়।৫০
অধিকরণাদি দোষ—হেতু সাধুবর,
ধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হয়ে কলেবর
কখনও বলিবেনা নিম্নোক্ত বচন,
দোষের কারণ সব করিয়া চিন্তন।
মলয় মারুত আদি, হইবে বর্দ্ধন,
শীতোষ্ণ, কুশলরাজ্যে, সুভিক্ষ এখন
কখন বাতাদি হবে হবেনা কখন,
উপসর্গ যাহা ছিল হয়েছে দমন" ।৫১
মিথ্যাবাদ সাবদ্যাদি দোষেতে মাতিয়া
মেঘ নভ মানবাদি আশ্রয় করিয়া,
বলিবেনা মনুষ্যকে দেব দেব কথা,
দোষ সমাবিষ্ট তাহা ছাড়িবে সর্ব্বথা।
কিরূপে বলিবে মেঘ ঊর্দ্ধস্থিত হেরি
বলিতেছি শুন সাধু দোষ পরিহরি;
"উন্নত পয়োদ উহা ঊর্দ্ধে অবস্থিত
মেঘরাশি এইরূপে হইবে বর্দ্ধিত।৫২
আকাশকে অন্তরিক্ষ, সুরের সেবিত
বলিবেক ধনিজনে হয় ঋদ্ধি যুত।৫৩
সাবদ্য যে ভাষা কিম্বা যা অনুমোদিনী
নিশ্চয় কারিণী যাহা পরোপঘাতিনী

সপ্তম অধ্যযন।

বলিবেনা সেই ভাষা কিম্বা হাস্যকথা
ক্রোধ লোভ ভয়ে কভু মানব সর্ব্বথা ।৫৪
স্ববাক্য বিশুদ্ধি কিম্বা স্ববাক্যের শুদ্ধি
বুঝিয়া লইবে সাধু বিকাশি স্ববুদ্ধি
দোষের আকর যাহা সেরূপ কথন
সতত সংযত মুনি করেন বর্জ্জন।
পরিমিত দোষহীন সংযত বচন
বলি হয় সাধু মাধ্য প্রশংসা ভাজন ।৫৫
দোষ গুণ বিচারজ্ঞ দুষ্টভাষা ত্যাগী
ষট্কায় প্রাণী'তে নিত্য সংযমানুরাগী
শ্রমণ ভাবেতে হ'য়ে যতন তৎপর
হিত মনোহারী বাক্য বলে সাধুবর ।৫৬
সুসমাহিতেন্দ্রিয়, যে পরীক্ষিত ভাষী
প্রগত কষায়চারি, যাহার, মণীষী
ভবাভাব দ্বয়-মুক্ত, পূর্ব্ব পাপ ত্যাগী
ইহলোক পরলোক পূজে মোক্ষরাগী ।৫৭
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা।

ইতি সপ্তম বাক্যশুদ্ধ্যধ্যয়ন সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যয়ন।

আচারে প্রকৃত নিষ্ঠা লভি সাধুজন
ভিক্ষুর কর্ত্তব্য যাহা করিবে পালন।
আপনাদিগকে আমি উহাই কহিব,
দৃষ্টান্ত সহিত উহা প্রকাশ করিব॥
শিষ্যবর্গে গৌতমাদি ব'লেন এখন
উহা ক্রমে আমা হতে করুন শ্রবণ।১
পৃথিবী উদক অগ্নি বায়ু বনস্পতি
সবীজ প্রভৃতি ত্রস আছে নানাকৃতি।
মহর্ষি বর্ণিত উহা আগম কথিত,
ইহা হয় বর্দ্ধমান মুখে উচ্চারিত।২
সাধুজন ষড় জীবের হিতের লাগিয়া
অহিংসক হবে কায়মনো বাক্য দিয়া,
অহিংসায় বর্তমান যে সাধু প্রবর,
সংযমী হয়েন তিনি তপস্যা তৎপর।৩
ত্রিবিধ করণ কিম্বা ত্রিবিধ যোগেতে
বিশুদ্ধ সংযত মুনি তৎপর ধ্যানেতে,
মৃত্তিকা ইটের খণ্ড ভিত্তি শিলা তীর
ভেদন ঘর্ষণ কভু করিবেনা ধীর।৪
বসিবেনা সাধুজন সজীব মাটীতে
অথবা সচিত্তধূলি পূর্ণ আসনেতে
ভূস্বামীর অভিমত সাধক লইবে
যতনে মার্জ্জিত করি আসনে বসিবে।৫

অষ্টম অধ্যয়ন।

করিবেনা পান সাধু সলিল সংযত,
সচিত্ত উদক হিম শিলা বৃষ্টি জাত।
ত্রিদণ্ড উদ্ধৃত জল কিম্বা উষ্ণোদক
লইবেন জীবহীন অহিংস সাধক।৬
ভিক্ষাকালে বৃষ্টিপাতে ভিজিলে শরীর,
বস্ত্রাদি বা হস্তদ্বারা মুছিবেনা নীর
নিরখি স্বকীয় দেহ জলসিক্তময়
করিবেনা কভু স্পর্শ সাধু সহৃদয়।৭
লৌহপিণ্ড যুক্ত অগ্নি, অঙ্গার প্রভৃতি,
কাষ্ঠের অগ্রস্থ বহ্নি অর্চিবা সজ্যোতি,
করিবেনা সাধুজন উহা নির্ব্বাপণ
উত্তেজন সংঘটন অথবা কখন।৮
তালবৃন্ত কিম্বা পাখা লইয়া সাধুরা,
অথবা পদ্মের পত্র, বৃক্ষশাখা দ্বারা,
ব্যজন করেনা সাধু আপন শরীরে,
বাহ্যে বা পুদ্গলে কভু সুখলাভ তরে।৯
কদম্বাদি বৃক্ষ আর দর্ভআদি তৃণ,
না করিবে ফল মূল কাহার ছেদন।
শস্ত্রাঘাত শূন্যবীজ সাধু তপোধন
না চাহিবে মনে মনে ভ্রমেও কখন।১০
বননিকুঞ্জ মধ্যে সাধু দূর্ব্বাদিতে
পসারিত শাস্যাদির উপর নীচেতে

অষ্টম অধ্যয়ন।

অনন্ত শরীর ধারি সচিত্ত সলিলে,
বসিবেনা কাই মধ্যে তৃণাগ্রস্থ জলে ।১১
বাক্য কার্য্যে সাধুবর ত্রস প্রাণিগণে
বর্জ্জন করিবে হিংসা সদা প্রযতনে,
কর্ম্মাধীনা এই পৃথ্বী সকলেই কয়
ভাবিলে অবশ্য হবে বৈরাগ্য উদয় ।১২
নেহারিয়া বক্ষ্যমাণ অষ্ট সূক্ষ্ম প্রাণী
সতর্কে বসিবে শুবে দাঁড়াইবে মুনি
প্রত্যাখ্যান পরিজ্ঞা বা জ্ঞপরিজ্ঞাবলে
অষ্টসূক্ষ্মভাব গতি সমস্ত বুঝিলে
সর্ব্বভূতে সাধুগণ দয়াশীল হন
ইহাতে নাহিক কারো সংশয় কখন ।১৩
দয়াপরবশ সাধু জিজ্ঞাসা করিবে
কি কি হয় অষ্ট সূক্ষ্ম প্রাণী এই ভবে
মেধাবী ও বিচক্ষণ বলিবে তখন
অষ্ট সূক্ষ্ম কি কি প্রাণী করিয়া বর্ণন ।১৪
স্নেহসূক্ষ্ম, পুষ্পসূক্ষ্ম, প্রাণি সূক্ষ্মত্রয়
উত্তিঙ্গ পণক সূক্ষ্ম, বীজ সূক্ষ্ম হয়
সপ্তম হরিতসূক্ষ্ম অষ্ট অণ্ড হয়
উক্ত অষ্ট সূক্ষ্ম সাধু করেন নিশ্চয় ।১৫
অষ্টবিধ সূক্ষ্ম জ্ঞান লভি সাধু জন
সর্ব্বভাবে সুস যত অপ্রমত্ত মন

অষ্টম অধ্যযন।

সার্ব্বেন্দ্রিয় সমাহিত করি তপোধন,
কায়মনোবাক্যে জীব করেন রক্ষণ।১৬
শেষৌষধি, কালভূমি শয্যা কার্ষ্ঠাসন
অথবা উচ্চারভূমি তৃণময় স্থান,
সচিত্ত অচিত্ত কিনা পরীক্ষা করিতে,
ভালরূপে দেখিবেন সাধু শুদ্ধ-চিতে ১৭
বিষ্ঠা মূত্র নাকমল দেহমল চয়,
নির্জীব ভূমিতে সাধু ফেলিবে নির্ভয়।১৮
পরগৃহে প্রবেশিয়া সাধু শুদ্ধজ্ঞান,
পান বা ভোজন হেতু করি অবস্থান,
গবাক্ষাদি তাকাইয়া কভু না দেখিবে,
প্রয়োজনে পরিমিত সুবাক্য বলিবে,
দিবেনা আপন মন চির সাধুবর
কাহার সুন্দর অতি রূপের উপর।১৯
করি ভালমন্দ কথা সতত শ্রবণ,
বহু কার্য্য বিশ্বমাঝে হেরি ভিক্ষু জন,
বিঘ্নকারী, দৃষ্ট শ্রুত সে সব বিষয়
বলিবেনা কার কাছে সংযত হৃদয়।২
সাধকের শ্রুত দৃষ্ট গোচর বিষয়
বলিবেনা কার কাছে সাধু মহোদয়,
উপঘাতকারী হয় "সে চৌর ইত্যাদি।"
গৃহিযোগ ' বালক্রীড়া, গৃহরক্ষা আদি"

অষ্টম অধ্যযন।

অনন্ত শরীর ধারি সচিত্ত সলিলে
বসিবেনা কাই মধ্যে তৃণাগ্রস্থ জলে।১১
বাক্য কার্য্যে সাধুবর ত্রস প্রানিগণে
বর্জ্জন করিবে হিংসা সদা প্রযতনে,
কর্ম্মাধীনা এই পৃথ্বী সকলেই কয়
ভাবিলে অবশ্য হবে বৈরাগ্য উদয়।১২
নেহারিয়া বক্ষ্যমাণ অষ্ট সূক্ষ্ম প্রাণী
সতর্কে বসিবে শু'বে দাঁড়াইবে মুনি
প্রত্যাখ্যান পরিজ্ঞা বা জ্ঞপরিজ্ঞাবলে
অষ্টসূক্ষ্মভাব গতি সমস্ত বুঝিলে
সর্ব্বভূতে সাধুগণ দয়াশীল হন
ইহাতে নাহিক কারো সংশয় কখন।১৩
দয়াপরবশে সাধু জিজ্ঞাসা করিবে
কি কি হয় অষ্ট সূক্ষ্ম প্রাণী এই ভবে
মেধাবী ও বিচক্ষণ বলিবে তখন
অষ্ট সূক্ষ্ম কি কি প্রাণী করিয়া বর্ণন।১৪
স্নেহসূক্ষ্ম, পুষ্পসূক্ষ্ম, প্রাণি সূক্ষ্মত্রয়
উত্তিঙ্গ পণক সূক্ষ্ম, বীজ সূক্ষ্ম ছয়
সপ্তম হরিতসূক্ষ্ম অষ্ট অণ্ড হয়
উক্ত অষ্ট সূক্ষ্ম সাধু করেন নিশ্চয়।১৫
অষ্টবিধ সূক্ষ্ম জ্ঞান লভি সাধু জন,
সর্ব্বভাবে সুস যত অপ্রমত্ত মন

অষ্টম অধ্যয়ন।

সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহিত করি তপোধন,
কায়মনোবাক্যে জীব করেন রক্ষণ।১৬
শেষৌষধি, কালভূমি শয্যা কাষ্ঠাসন
অথবা উচ্চারভূমি তৃণময় স্থান
সচিত্ত অচিত্ত বিনা পরীক্ষা করিতে,
ভালরূপ দেখিবেন সাধু শুদ্ধ চিতে।১৭
বিষ্ঠা মূত্র নাকমল দেহমল চয়,
নির্জ্জীব ভূমিতে সাধু ফেলিবে নির্ভয়।১৮
পরগৃহে প্রবেশিয়া সাধু শুদ্ধজ্ঞান,
পান বা ভোজন হেতু করি অবস্থান
গবাক্ষাদি তাকাইয়া কভু না দেখিবে,
প্রয়োজনে পরিমিত সুবাক্য বলিবে,
দিবেনা আপন মন চির সাধুবর
কাহার সুন্দর অতি রূপের উপর।১৯
করি ভালমন্দ কথা সতত শ্রবণ,
বহু কার্য্য বিশ্বমাঝে হেরি ভিক্ষু জন,
বিঘ্নকারী, দৃষ্ট শ্রুত সে সব বিষয়
বলিবেনা কার কাছে সংযত হৃদয়।২০
সাধকের শ্রুত দৃষ্ট গোচর বিষয়
বলিবেনা কার কাছে সাধু মহোদয়,
উপঘাতকারী হয় "সে চৌর ইত্যাদি।"
গৃহিযোগ ' বালক্রীড়া, গৃহরক্ষা আদি"

অষ্টম অধ্যয়ন।

উপরোক্ত উভয়ের করিবে বর্জ্জন
না করিবে গৃহস্থের সম্বন্ধ স্থাপন।২১
সর্ব্বগুণ যুক্ত খাদ্য ইহা চমৎকার
পাপযুক্ত এই খাদ্য অতি কদাহার
পৃষ্ট বা অপৃষ্ট হয়ে স্বয়ং সাধক
বলিবে না ভালমন্দ পাপের জনক।২২
সাধক লোলুপ লাভে উত্তম ভোজন
করিবেনা ধনিগৃহে ভিক্ষার্থে গমন
ভালমন্দ না ভাবিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাত
পর গৃহে যাইবেন সাধক সংযত,
ঔদ্দেশিক ক্রীত খাদ্য সচিত্ত আহৃত
লইবে না সাধুবর হইয়া আহূত।২৩
পদ্মিনী পত্রেতে জল যথা বদ্ধ নয়।
কাহারো স্থিত হয়ে সকল সময়,
গৃহি সঙ্গে তথা হয় সম্বন্ধ অস্থির,
রাখেনা সাধকবর সম্বন্ধ গভীর,
অণু মাত্র বস্তু কভু উন্নত হৃদয়
নিজের হিতের লাগি করেনা সঞ্চয়।
চরাচর সংরক্ষণে সাধক সুজন
জিতেন্দ্রিয় সংযমেতে প্রতিবদ্ধ হন।২৪
বিপাক প্রতিপাদক ক্রোধের সতত
বীতরাগ বাক্য শুনি সাধুরা সংযত

অষ্টম অধ্যয়ন।

রুক্ষবৃত্তি সুসন্তুষ্ট অল্পাহারী হবে
কদাপিও কার প্রতি ক্রোধ না করিবে।২৫
শ্রুতি সুখপ্রদ শব্দে বেণু বীণা দির,
করিবেনা প্রেমরাগ সাধক সুধীর,
দারুণ কর্কশ স্পর্শ শরীর উপরে,
পড়িলে সহিবে তাহা সাধু অকাতরে।২৬
ক্ষুধা বা পিপাসা সাধু শীতোষ্ণ অরতি
বিষম কর্কশ শয্যা নানাবিধ ভীতি
অব্যথিত ফুল্ল মনে অবশ্য সহিবে
দেহে দুঃখ মহাফল স্মরণ করিবে।২৭
অস্তমিত দিবাকর প্রভাত-পূর্বে
মনেও আহার্য্য বস্তু সাধু না চাহিবে।২৮
বলিবেনা কোনকথা অলাভে ভিক্ষার,
অল্পভাষী অল্পভোজী সাধু শুদ্ধাচার।
স্থির সাধু আহারেতে যেকোন প্রকার
তৃপ্তি বোধ করিবেক হইয়া উদার।
অল্পলাভে ভিক্ষাস্থলে যেয়ে সাধুজন
নিন্দিবেনা দেয় ভিক্ষা দাতাকে কখন।২৯
করিবেনা নিন্দা সাধু কভু অপরের,
তেয়াগিবে চিরতরে প্রশংসা নিজের
শক্তিশালী আমি বিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিত,
এইরূপে শ্রুত জ্ঞানে হবেনা গর্ব্বিত,

অষ্টম অধ্যয়ন।

উচ্চ জাতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি আমি তপোরত,
করিবেনা এইরূপ গর্ব্ব সমাহিত।৩১
রাগ ও দ্বেষের সাধু হয়ে বশীভূত,
জ্ঞাতসারে অজ্ঞানে বা যদি পাপরত,
মূল ও উত্তরগুণ বিরাধনা হ'লে,
ঘটিবে অনর্থ বহু অবশ্য বুঝিলে,
অধার্মিক পদ ত্যজি সাধক প্রবর
আত্মসংবরণে অতি হইবে তৎপর।৩১
সর্ব্বদা প্রকটভাব, নির্ম্মলহৃদয়,
জিতেন্দ্রিয় অসংসক্ত সাধু মহোদয়,
সাবদ্য যোগজ, করি ঘৃণা অনাচার
গুরুর নিকটে কর প্রকাশ উহার
কিছুমাত্র উহা হ'তে না করে গোপন
কোনরূপ অপলাপ করে না কখন।৩২
করিবেনা ব্যর্থ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য বচন
বিনীত সাধক কভু ভ্রমেও কখন
গুরু বাক্য যথারীতি করিয়া শ্রবণ
করিবে বচনকর্ম্মে উহার পালন।৩৩
জীবন অনিত্য ভবে জ্ঞানাদিবিষয়
সাধুর সিদ্ধির পথ করিবে নিশ্চয়
শতবর্ষ আয়ু সাধু কেবল পাইবে
বুঝি ইহা ভোগ হতে নিবৃত্ত হইবে।৩৪

অষ্টম অধ্যয়ন।

মানসিক বল আর দৈহিক দৃঢ়তা,
ক্ষেত্রকাল বিচারিয়া শ্রদ্ধা নীরোগতা,
আত্মাকে সংযম মার্গে নিযুক্ত করিবে
সাধুর কামনা সিদ্ধি অবশ্য ঘটিবে।৩৫
যতদিন ব্যাধি জরা না করে পীড়িত,
যত কাল্যবধি ব্যাধি না হয় বর্দ্ধিত,
ক্ষীণশক্তি নাহি হয় ইন্দ্রিয়সমূহ
ধর্ম্ম আচরিবে সাধু ত্যজি মায়া মোহ।৩৬
ক্রোধমান মায়া লোভ এই দোষ চারি
সর্ব্বদাই মানবের অতি পাপকারী
সমাহিত আত্মহিতে পাপের বর্দ্ধক
ত্যজিবে চারিটি দোষ সংযত সাধক।৩৭
ক্রোধ, প্রীতি নাশ করে বিনয়ত্ব মান
মিত্রহন্তী মায়া, লোভ সর্ব্ব বিনাশন।৩৮
ক্ষান্তিদ্বারা, ক্রোধ রিপু বিনাশ করিবে
মার্দ্দব প্রকাশি মান স্ববশে আনিবে।
সরলতা ভাবদ্বারা মায়াকে জিতিবে।
লোভকে সন্তোষ দ্বারা আয়ত্তে আনিবে।৩৯
অসংযত ক্রোধমান দুর্ব্বার জগতে,
বর্দ্ধমান মায়া লোভ আছে সকলেতে
চারিটি কষায় নামে উহারা কথিত
ক্লেশকারী মনুষ্যের অধর্ম্ম জড়িত

অষ্টম অধ্যয়ন ।

পুনর্জন্ম রূপ তরু মূল সিঞ্চে হায়,
কুভাব সলিল দ্বারা সতত কষায় ।৪০
বিনয়াদি গুণ যুক্ত সাধক সুজনে,
চির সুদীক্ষিত-সাধু পূজিবে যতনে
না ছাড়িবে সাধু শীল আঠার হাজার
তপরত সাধুজন ভূষণ ধরায় ,
স্বীয় অঙ্গোপাঙ্গ সাধু কচ্ছপ মতন,
সুরক্ষিত করিবারে করিবে যতন ,
পরম ধরম কার্য্যে তপস্যা সংযম
তাহাতে দেখাবে সাধু অতি পরাক্রম ।৪১
করেন নিদ্রাকে সাধু অতি অনাদর,
অট্টহাস পরিহারে হয়েন তৎপর
অসৃত ভাষণ হতে হয়েন বিরত
থাকেন সাধক সদা স্বাধ্যায়েতে রত ।৪২
অনলস সাধুজন ক্ষান্তি আদি যত,
শ্রমণ ধরমে সদা থাকেন সংযুত
শ্রামণ্য ধর্ম্মেতে যুক্ত হয়েন যখন
লভেন তখন সাধু শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ধন ।৭৩
ইহলোক পরলোক হিতের জনক,
জ্ঞানাদি লভেন যিনি সুগতি, কারক
যতনে সেবেন যিনি অতি ফুল্ল মনে ।
আগম প্রবীণ বৃদ্ধ বহুদর্শী জনে

অষ্টম অধ্যয়ন।

সেই সাধু তপোরত উদার হৃদয়
গুরু কাছে জিজ্ঞাসেন অর্থ বিনিশ্চয় ।৪৪
সুসংযুত করি সাধু হস্তপাদ কায়
পরম দুর্ব্বারেন্দ্রিয় করিয়া বিজয়,
গুরুর আদেশ লয়ে সংযত সাধক।
বসিবেন গুরুকাছে বিনয় পূর্ব্বক ।৪৫
বন্দনাদি অসুবিধা হেতু সাধুজন,
বসিবেনা গুরু পার্শ্বে পৃষ্ঠে বা কখন,
গুরুর সম্মুখে সাধু উরুর উপর
রাখিবেনা অন্য উরু সাধক প্রবর ।৪৬
বলিবেনা সাধু কথা পৃষ্ট না হইলে,
কহিবেনা কোন কথা কথনের কালে,
করিবেনা পরোক্ষেতে দোষের কীর্ত্তন,
বলিবেনা সকপট অনৃত বচন ।৪৭
অপ্রীতিজনক যাহা, ক্রোধের কারক,
উভয়ের বিরোধিনী অহিতজনক,
তাদৃশ ভাষায় বলা নিষিদ্ধ শাস্ত্রের,
বলিবেনা উক্তভাষা আকর দোষের ।৪৮
দৃষ্ট অল্প পরিমিত সন্দেহ রহিত
স্বরাদিতে পূর্ণ যাহা সাধু প্রকটিত
অনুচ্চ অনীচ স্বরে যাহা উচ্চারিত
উদ্বেগ রহিত যাহা সদা পরিচিত

অষ্টম অধ্যয়ন।

সেইরূপ ভাষা সদা সচেতন মুনি
বলিবেন সবিনয়ে মঙ্গলদায়িনী ।৪৯
স্ত্রীলিঙ্গাদি জ্ঞানে পটু আচার ধারক
প্রকৃতি প্রত্যয় আদি প্রয়োগ কারক,
যদি করে কথাচ্ছলে বাক্যের স্খলন
উপহাস না করিবে তাহাকে কখন ।৫
যাত্রাকালে শুভাশুভ নক্ষত্রের নাম
স্বপ্নজাত ভালমন্দ কিবা পরিণাম,
বশীকরণাদি যোগ মন্ত্রাদি ঔষধ
বলিবেনা গৃহি পৃষ্ঠ সাধক সুবোধ ।৫১
প্রস্রবণ আদি যুক্ত শুদ্ধ বাসস্থান
পর হেতু সুনির্ম্মিত প্রকৃত ভবন
পরদ্বারা ব্যবহৃত শয্যা আসনাদি
স্ত্রী পশু বর্জ্জিত স্থান প্রয়োজন যদি,
ব্যবহারে নাহি দোষ জানিবে সর্ব্বথা
মহাবীর উক্ত ইহা আগমের কথা ।৫২
শয্যা আসনাদি যাহা হয় প্রয়োজন,
জনশূন্য স্থানে সাধু করিবে স্থাপন
বলিবেনা তথা থাকি নারীর বিষয়,
করিবেনা গৃহস্থের সাথে পরিচয়।
সাধু সঙ্গে সদা করি সাধু পরিচয়।
নির্দ্দোষ আলাপে সাধু কাটাবে সময় ।৫৩

অষ্টম অধ্যয়ন।

কুক্কুট—শিশুর ভয় বিড়াল হইতে,
সেই হেতু ভীত শিশু থা'ক দিবারাতে।
ব্রহ্মচারী সেইরূপ নারীর শরীর
হইতে প্রভীত হন সাধক সুধীর ।৫৪
চিত্র যুত ভিত্তি কিম্বা স্বলঙ্কৃতা নারী,
কভু না দেখিবে সাধু সংযম পাসরি,
যথা—দৃষ্টি ত্যাজ জন শীঘ্র সূর্য্য হেরি,
দর্শনে বিরত তথা সাধু হেরি নারী ।৫৫
হস্তপাদ যে নারীর হয়েছে কর্ত্তিত,
কর্ণ ও নাসিকা হ'তে যিনি বিবর্জ্জিত।
শতবর্ষ বয় ক্রম অতি বৃদ্ধা নারী
কভু না হেরি'বে তা'কে যতি ব্রহ্মচারী।
যুবতী নারীর কথা কি বলিব আর
দর্শনে অনিষ্ট হবে জানি'বে উহার ।৫৬
নারীর সংসর্গ আর সরস ভোজন,
নখকেশ প্রভৃতির সংকার সাধন,
তালপুট বিষতুল্য বুঝি সাধুজন
পূর্ব্বোক্ত কুকর্ম গুলি করিবে বর্জ্জন ।৫৭
শির নয়নাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিন্যাস
মধুর বচনে স্ত্রীর কটাক্ষ বিকাশ
কভু না হেরি'বে উহা যতি ব্রহ্মচারী
বুঝি উহা কামরাগ প্রবর্দ্ধনকারী ।৫৮

অষ্টম অধ্যয়ন।

শব্দরূপ রস গন্ধ স্পর্শ গুণাদ্বিত,
পুদ্গল সমূহ হয় অনিত্য কথিত,
পরিণাম বুঝি সাধু মনোজ্ঞ বিষয়ে
করিবেনা প্রেমরাগ সমাসক্ত হয়ে।৫৯
পুদ্গলের পরিণাম বিবিধ প্রকার,
শব্দাদি বিষয়ে সদা অবস্থান তার,
একরূপ ত্যজি পুন অন্যরূপ ধরে
পুদ্গল অনিত্য বিশ্বে সতত বিচরে।
বুঝি সাধু ত্যজি ক্রোধ লালসা ভীষণ
বিহার করেন করি আত্মার চিন্তন।৬০
প্রমাদ। বিরতি রূপ কর্দ্দম হইতে
যে শ্রদ্ধা বাহির করি মানব, জগতে
গৃহবাস তেয়াগিয়া সাধুর আচরে
সেই শ্রদ্ধা হয় শ্রেষ্ঠ গুণের স্বীকারে
সেই শ্রদ্ধা আর গুণ গুরুর সম্মত
পালিবেন সাধুবর অতিশুদ্ধ চিত।৪১
অনশন আদি তপ সংযম পালন
আগমের পাঠরূপ স্বাধ্যায় করণ,
পূর্ব্বোক্ত বিধান সাধু করিতে পালন
সতত বিশুদ্ধ চিত্তে—করেন যতন।
ইন্দ্রিয় কষায় আদি চতুরঙ্গ সেনা
অবরোধি দেয় তারে কতই যাতনা

অষ্টম অধ্যযন।

তপস্যায় অরি জিতি বীরের মতন,
সাধক করেন সদা স্বপর রক্ষণ।৬২
অগ্নি তাপে রজতের মল দূর হলে,
বিশুদ্ধ রজত পায মানব সকলে,
সেইরূপ যোগিবর স্বাধ্যায নিরত,
শান্তিপ্রিয় ধর্মবলী অতিশুদ্ধ চিত
তপস্যা নিরত হ'য়ে পূর্ব্ব কর্ম্ম মল,
দূর করি শুদ্ধ হন বন্ধন প্রবল।৬৩
কৃষ্ণমেঘ অন্তর্হিত হ'লে যে প্রকার,
হিমাংশু বিরাজে লভি সুন্দর আকার,
সেইরূপ পুরুষের গুণেতে সংযুত,
পরীষহ আদি দুঃখ সহান নিরত
শ্রুতজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় মমতা বিহীন
দরিদ্র সাধক বর আগম প্রবীণ
কর্ম্মরূপ মেঘরাশি হলে তিরোধান
জ্ঞানালোকে দীপ্ত হন অতি পুণ্যবান।
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা
ইতি অষ্টমে আচার প্রণিধ্যধ্যয়ন সমাপ্ত।

নবম অধ্যয়ন।

জীবিতার্থী যেবা করে সর্পবিষ পান
হারায় তাহারা যথা আপন পরাণ
তেমনি গুরুকে যেবা করে অপমান,
অনায়াসে মান তার করে হে খর্বান
তাহার হবে না মোক্ষ ভাব কোনকালে
বিনাশ তাহার হবে নিশ্চয় অকালে।৬
মন্ত্রবলে ভুজঙ্গম দংশেনা কুপিত
দাহ শক্তি ছাড়ে বহ্নি মন্ত্র বলযুত,
মারিতে পারে না কভু হলাহল বিষ
হতে পারে পূর্ব্বরূপ ভবে অহর্নিশ
অবজ্ঞা গুরুকে করি মোক্ষ না পাইবে
কার্য্যের বন্ধন সাধু বিপাদে পড়িবে।৭
গুরুকে যে জনে করে অবজ্ঞা ভাজন
পাহাড় ফেলিবে সেই মস্তকে আপন
কেশরীকে জাগাইবে ধ্বংসের কারণ
তীক্ষ্ণধারে করিবেক মুষ্টি প্রহরণ।৮
যদিও ফাটিয়া যায় কদাপি পাহাড়
পড়িয়া মস্তকোপরি আঘাতে কাহার
নাহি খায় সিংহ কারে হইয়া বিব্রত
নাহি কাটে তীক্ষ্ণধার মুষ্টিকৃত হাত
সম্ভব হইতে পারে লইব মানিয়া
[illegible] নাহি গুরুদেব আজ্ঞা ধরিয়া।৯

নবম অধ্যযন।

জানিও আচার্য্যপাদ অপ্রসন্ন হলে,
অবজ্ঞায় হইবে না মোক্ষ কোনকালে,
অবাধ সুখের তরে অভিকাঙ্ক্ষী যারা
গুরুকে প্রসন্ন সদা রাখিবে তাহারা।১০
ঘৃতাদি আহুতি পূত জ্বলন্ত আগুন
যথা নমে আজীবন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ,
সেইরূপ বহুজ্ঞানে জ্ঞানী সাধুজন
আচার্য্যকে ভক্তিভরে করে'ন পূজন।১১
শিখান ধরম শাস্ত্র যিনি শুদ্ধাচার
প্রদর্শিবে সুবিনয় নিকটে তাহার,
কায়মনোবাক্যে সদা ভক্তি যোড় করে
প্রণত মস্তক করি সেবিবে তাহারে।১২
লজ্জা দয়া সংযমে বা ব্রহ্মচর্য্য পূত
কর্ম্মফল দূরকারী নৃকল্যাণে রত
মুমুক্ষুজীবের কর্ম্মমলাপনয়নে
মোরে দেন উপদেশ যাহারা ভুবনে
পূজি আমি হিতকারী সেই গুরজন
ভক্তির সহিত সদা করি শুদ্ধ মন।১৩
তপন মরীচিমালী প্রভাতে যেমতি
সম্পূর্ণ ভারত করে সমুজ্জ্বল অতি
আগমস্বরূপ শ্রুত বুদ্ধি-যুক্ত হয়ে
সুরমধ্যে ইন্দ্র যথা তথা বিরাজিয়ে

নবম অধ্যযন।

জীবাদি পরমতত্ত্ব করিয়া প্রকাশ
আচার্য্য করেন পূর্ণ শিষ্য অভিলাষ।১৪
পবিত্র কার্ত্তিকী পৌর্ণিমাসে সমুদিত,
নক্ষত্র তারকাগণে হয়ে পরিবৃত
বিমল বারিদ মুক্ত সুধাংশু আকাশে
শোভিত যেমন হয়ে সুষমা বিকাশে
সেইরূপ গণী পূজ্য সিদ্ধ তপোরত
শোভাপান ভিক্ষুমধ্যে হয়ে বিরাজিত।১৫
গুণের আকর, যারা মহর্ষি সুজন
শ্রুতশীল বুদ্ধিযুক্ত সমাধি মগন,
মোক্ষের কারণ তাঁরে শ্লাঘ্য তপোধন
জ্ঞানাদি লাভের তরে করি'ব পূজন।
সাস্তাষিবে তাঁহাদেরে প্রকাশি বিনয়
ধর্ম্মার্থী শিষ্যের ইহা কর্ত্তব্য নিশ্চয়।১৬
নিদ্রাদি প্রমাদ শূন্য মেধাবী সাধক
শুনি গুরু পূজা ফল মোক্ষপ্রদায়ক
গুরুর সেবায় সদা থাকেন তৎপর
আরাধিয়া বহুগুণ লভেন সত্বর।
গুরুর কৃপায় পরে মুকতি কারক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করেন সাধক।১৭
তীর্থঙ্কর মহা পূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা।

ইতি নবম বিনয় সমাধি অধ্যয়নের প্রথমোদ্দেশাবচূর্ণি সমাপ্ত

দ্বিতীয় উদ্দেশ।

বৃক্ষমূল হতে হয় স্কন্ধের উদয়
শাখার উৎপত্তি পুন স্কন্ধ হতে হয়
সমুদ্ভব শাখা হতে হয় প্রশাখার
ক্রমে হয় পুষ্পফল রসের সঞ্চার।১
ধর্ম্মকল্প বৃক্ষমূল তেমনি বিনয়
উহার প্রধান রস বিমুক্তি নিশ্চয়।
সাধক বিনয়ে লাভ শীঘ্র যথাচিত্ত
পত্ররূপ কীর্তি আর পুষ্পরূপ শ্রুত।২
ক্রুদ্ধ মূর্খ জড়জীব মৃগের মতন
না শুনে কখন কারো হিত বচন
জাত্যাদির মানে মত্ত কর্কশ বচন,
অবিনয়ী, অসংযমী মায়াময় মন,
নদীর স্রোতেতে ক্ষিপ্ত কাষ্ঠ যে প্রকার,
তরঙ্গের প্রভাবেতে ঘুরে বার,বার,
তথা তারা অবিনীত আচার প্রভাবে
জন্ম মৃত্যু বীচি মধ্যে ঘুরে ভ'র্বে।৩
নি'য়ে বিশেষরূপ উপদেশ পেয়ে
কুপিত হয়েন যিনি অবিনীত হয়ে
স্বর্গীয়া লক্ষ্মীর হেরি গৃহে আগমন।
দণ্ডদ্বারা বাধা দেন তিনি অভাজন।৪
রাজাদি বাহন হয় গজ আদি যত
অবিনয় তার হেরি দুঃখ পায় কত।৫

দ্বিতীয় উদ্দেশ।

রাজাদি বাহক অশ্ব গজ আদি যত
বিনয় গুণেতে খ্যাতি ঋদ্ধি পায় কত।৬
অবিনীত—আত্মা নারী পুরুষ জগতে
জর্জ্জরিত হয় কভু চাবুক আঘাতে
নাকাদি কর্ত্তিত হয়ে কদাকার হয়
জীবন যাপন করে অতি দুখময়।৭
অবিনয়ী কটুবাক্য শুনে সদা হায়
সর্ব্বদা পীড়িত হয় ক্ষুধা পিপাসায়
অতিদীন কান্তিহীন পরাধীন তারা
দেখা যায় অবিনয়ে হয় লক্ষ্মীছাড়া।৮
সুবিনীত আত্মা ভবে নরনারী চয়
সম্পত্তি সুখ্যাতি সুখ লাভে দৃষ্ট হয়।৯
অমর গুহক যক্ষ সেবকের ন্যায়
হইয়া অবিনীতাত্মা অতি দুখ পায়।১০
অমর গুহক যক্ষ বিনীত যাহারা
সম্পত্তি সুখ্যাতি সুখ ভবে পায় তারা।১১
উপাধ্যায় আচার্য্যার শুশ্রূষা তৎপর
তাঁদের আদেশ পালি যারা অগ্রসর
শিক্ষা বৃদ্ধি তাহাদের হইবে অচিরে
জলের সেচন দ্বারা বৃক্ষ যথা বাড়ে।১২
ইহলোকে ভোগলাভে ধাবিত হইয়া
নিজের পরের হিত চিন্তন করিয়া

দ্বিতীয় উদ্দেশ।

অসংযত গৃহিগণ থাকি এ ধরায়
হয়েন তৎপর শিল্প—চিত্রাদি শিক্ষায়।১৩
গার্ভশ্বর রাজপুত্র আদি সুঙ্ককায়
নিযুক্ত হইয়া সদা শিল্পাদি শিক্ষায়
কষাঘাত উৎসাদি রজ্জুর বন্ধন
পরিতাপ সুদারণ পান সর্ব্বক্ষণ।১৪
শিল্প শিক্ষা পাইবারে তাহারা গুরুকে
বস্ত্রাদি কারক জানি পূজে ইহলোকে
সৎকারে বস্ত্রাদি দ্বারা সাঞ্জলি প্রণাম
করে, যুক্ত হয়ে আজ্ঞা পালে অবিরাম।১৫
আগম বা মোক্ষরূপ অনন্ত শিবের
কামনায় সাধু ভিক্ষু আগ্রহে মনের
গুরুকে করিবে ভক্তি মোক্ষের কারণ
বিনীত আচার্য্য বাক্য করিবে পালন।১৬
আচার্য্য শয্যার নীচে স্বশয্যা পাতিবে
আচার্য্যের পিছে থাকি সর্ব্বদা চলিবে
বসি নীচে আচার্য্যের আসন স্থাপিবে
নম্র হয়েসবিনয়ে চরণ বন্দিবে।
বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সদা সাধক বিনীত
গুরুকে পূজিবে হয়ে ভক্তি শ্রদ্ধান্বিত।১৭
স্বদেহ পাত্রাদি দ্বারা গুরুর শরীর,
পাত্রে বা আঘাত করি বলিবে অচিরে

দ্বিতীয় উদ্দেশ ।

হে পূজ্য আমার দোষ ক্ষম কৃপা করি
করিব না এইরূপ বিনয় বিস্মরি ।১৮
অশিষ্ট বলদ ন্যায় রথের বহন
আরাদণ্ডে দণ্ড দ্বারা বাহিত যেমন
আগম শাস্ত্রের অজ্ঞ কর্তব্যবিহীন
তথা শিষ্য দুষ্টবুদ্ধি পরমার্থহীন
আচার্য্যাদি অভিহিত হয়ে বারংবার
সম্পাদন করে কার্য্য কর্তব্য তাহার ।১৯
গুরুর সেবায় রত শিষ্য তপোধন
করে সদা গুরু আজ্ঞা আগ্রহে পালন ।
আকার ইঙ্গিত জানি গুরুর বাসনা
শারদাদি কালে বুঝি করিবে অর্চনা
আচার্য্য হইবে সাধু অনুকূলগুণ
যাহা দ্বারা হইবেক শিষ্য বিনাশন ।২০
গুরুর বিপত্তি পায় অবিনীত জন
সদ্গুণ লাভ করে বিনীত সুজন
বিনয় ও অবিনয় জানি তত্ত্বজ্ঞান
দোষগুণ যেমন শিক্ষা তিনি প্রাপ্ত হন ।২১
যিনি হন অতি ক্রোধী হইয়া দীক্ষিত
সম্পত্তির গর্ব্বশালী পর নিন্দারত
দুষ্কর্ম্ম করণে যার অত্যন্ত সাহস
গুরু আজ্ঞা অপালনে যাহার প্রয়াস

দ্বিতীয় উদ্দেশ।

বিনয়েতে অনভিজ্ঞ শ্রুতাদি বর্জ্জিত
গোচরাদি লয়ে যেবা শাস্ত্রবিধি মত
না দেন সমতা জ্ঞানে অন্য সাধুজনে
না হয় মুকুতি তার কদাপি ভুবনে ।২২
গুরুর আদেশ যারা করেন পালন
বিদিত শ্রুতার্থ যারা বিনীত বচন
মহা পরাক্রমী সাধু ধরার ভূষণ
দুস্তর সংসার অব্ধি করি উত্তরণ
নাশিয়া সকল কর্ম্ম পূতকরি ধরা
পরম কৈবল্য লাভ করেন তাহারা ।২৩
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা

ইতি নবম বিনয় সমাধ্যধ্যয়নের দ্বিতীয়োদ্দেশাধ্যয়ন সমাপ্ত।

তৃতীয় উদ্দেশ।

অগ্নির রক্ষার তরে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ
অতি সাবধান হয় সর্ব্বদা যেমন
সেইরূপ সাধুগণ প্রবুদ্ধ সতত,
সযত্ন হবেন গুরু শুশ্রূষায় রত।
স্বগুরুর দৃষ্টিমাত্রে বুঝি অভিপ্রায়
তাঁর কার্য্য করি রত গুরুর পূজায়
এতাদৃশ শিষ্য ভবে সদা পূজ্য হয়
তাহাকেই যোগ্য শিষ্য সর্ব্বলোকে কয়।১
উপদিষ্ট গুরুবাক্য যিনি শুনিবারে
অভিলাষী হন সদা জ্ঞান লাভ তরে
বিনয় সংযম যিনি করেন গ্রহণ
গুরুর আজ্ঞা পালি তিনি পূজ্য হন।২
যে সাধক দীক্ষা জ্যেষ্ঠ মুনির সদন
যথাযোগ্য নম্রভাব করে প্রদর্শন
সম যার বয়ঃক্রম অভিজ্ঞ আগমে
দীক্ষা জ্যেষ্ঠ হলে তারে সকলে প্রণমে
আগমে অধিক বিদ্যা লভি শুদ্ধাচার
দীক্ষা জ্যেষ্ঠ তারে যেবা নম্র ব্যবহার
গুরু পূজারত যিনি সুসত্য বচন
পালেন গুরুর আজ্ঞা তিনি পূজ্য হন।৩
সতত এব ভারবাহী দেহরক্ষা তরে।
কেবল ভিক্ষা লয় যে। অভিলাষ করে॥

তৃতীয় উদ্দেশ।

না রাখি কারণ শত্ত সদা অনুরাগ
ভিক্ষালব্ধ বস্তু করি নিত্য সমভাগ
পরিচয় না বলিয়া যেবা ভিক্ষা লয়
বিশুদ্ধ আহার করে সাধু মহাশয়
ভিক্ষান্তে কোন চিন্তার না হয় উদয়
অহঙ্কার শ্লাঘাশূন্য হয় যে হৃদয়
তিনিই ধরায় শস্ত সাধক সুজন
সকলের নিকটেই সদা পূজ্য হন ।৪
আহার আসন শয্যা সংস্তারক জল
অনেক যখনি আসে সাধুর সদন
নেহারি প্রাচুর্য্য যিনি সামান্য কল্পিত
লইবারে অভিলাষ করেন সতত
রাখেন সন্তুষ্ট আত্মা কল্পিত আহারে
সন্তোষ প্রধান তিনি পূজ্য চরাচরে ।৫
মানব 'পাইব অর্থ" এরূপ আশায়
লৌহময় কণ্টকও সহে এ ধরায়
কিন্তু তীক্ষ্ণবাণীরূপ আঘাত ভীষণ
পারে না সহিতে ভবে মানব কখন।
নিরাশ যে সাধু সহে কর্কশ বচন
ধরাধামে করে তাঁর সম্মান পূজন ।৬
মুহূর্ত কালের তরে শুদ্ধ দুঃখপ্রদ,
কণ্টক নরের দেহে বহু লৌহময়

তৃতীয় উদ্দেশ।

অনায়াসে কিন্তু উহা করি উত্তোলন
দু খদুর করি হয় সুখের ভাজন
কিন্তু বাণীরূপ কাঁটা বি ধিলে হৃদয়ে
উঠাইতে হয উহা বহু কষ্ট দিযে
ইহলোকে পরলোকে বচন কণ্টক
মানবের অতিবৈরি ভাবের বর্দ্ধক
দুগতি কারক উহা অতি দুর্নিবার
ভয়ঙ্কর কিবা আছে মতন উহার।৭
কর্কশ বচনাঘাত যদা কর্ণে লাগে
উপজে অতীব দু খ নিজ মর্ম্ম ভাগে
উক্তবাক্য সহ্য করা ধর্ম্ম বলি মানি
সংযম প্রবীর যিনি জিতেন্দ্রিয় মুনি
সহেন বচনশর হইয়া আহত
ধরায় সর্ব্বত্র তিনি হন সুপূজিত।৮
প্রত্যক্ষ কুশলহীনা দু খ প্রদায়িনী
নিশ্চয় রূপিণী যাহা অপ্রিয়া কুবাণী
পরোক্ষে অশ্লাঘ্য যাহা কথিত ধরায়
ত্যজিয়া সাধক উহা সদা পূজ্য হয়।৯
অলোলুপ শুদ্ধবৃত্তি যিনি অপিশুন
অমায়ী ও স্থিরচিত্ত কুহক বিহীন
কভু না বলেন স্বীয় প্রশংসা বচন
যিনি পরকাছে সাধু অথবা কখন

তৃতীয় উদ্দেশ।

পরের অনৃত বাক্য বলিয়া উত্তম
কভু না কহেন যিনি আমোদে অক্ষম
সংযম পালনরত সেই তপোধন
সংসারে মানব মাঝে সদা পূজ্য হন।১০
বিনয়াদি গুণ দ্বারা নর সাধু হয়
বিনয়াদি হীন যেবা অসাধু নিশ্চয়
অতএব সাধো গুণ করহ গ্রহণ
অসাধু যে গুণচয়, করহ বর্জ্জন
আত্মজ্ঞানে নিজ আত্মা জানে যেইজন
রাগদ্বেষে সমজ্ঞান তিনি পূজ্য হন।১১
যুবক অথবা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রাবক
নারী বা পুরুষ জন কিম্বা নপুংসক
কাহাকে কভু না নিন্দা কিম্বা অপমান
ছেড়েছেন সদা যিনি রাগ অভিমান
আগম বিধানরত শুদ্ধ তপোধন
তিনিই ধরায় সদা অতি পূজ্য হন।১২
শিষ্য হতে যিনি সদা লভিয়া সম্মান
করেন শিষ্যের হিতে শ্রুতজ্ঞান দান
যেমন জননী পিতা কন্যাকে আপন
শিখাইয়া করি তার যোগ্যতা বর্দ্ধন
সংসারের সর্ব্বসুখ বৃদ্ধির কারণ
গুণিনীর পদে যত্নে করেন স্থাপন।

তৃতীয় উদ্দেশ।

সেইরূপ যিনি শিষ্যে আগমশিক্ষায়
পারদর্শী করাইয়া অশেষ চেষ্টায়
আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ পদে বসান অচিরে
উপকারী সেই গুরু ধন্য চরাচরে
তাদৃশ সম্মান পাত্র গুরুকে যে জন
করেন সম্মান অতি করিয়া যতন
ইন্দ্রিয় করিয়া জয় সেই সাধুজন
সত্য পথগামী নিত্য অতি পূজ্য হন।১৩
সর্ব্বলোক পূজনীয় গুণের সাগর
গুরুগণ হ তে শুনি বিজ্ঞ সাধুবর
সুভাষিত মুক্তিপ্রদ সংসার তারক
মহাব্রত লন যিনি মুকতি কারক
ত্রিগুপ্তি পালেন যিনি যতনে সতত
চারিটি কষায় মুক্ত হন সত্যব্রত
অশেষ গুণেতে গু ী লব্ধ-জ্ঞানধন
পূজিত হয়েন সেই সাধু বিচক্ষণ।১৪
গুরুর সেবায় রত সদা সর্ব্বক্ষণ
আগম প্রবীণ যিনি সার্থক জীবন
সাধুর সংকারে যিনি দক্ষ অতিশয়
পুরাকৃত রজোমল যার ধ্ব শ হয়
তেজোময়ী অনুপমা সিদ্ধিরূপাগতি
লভেন তিনিই সিদ্ধ অপূর্ব্ব শকতি।১৫

তৃতীয় উদ্দেশ।

তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা।

ইতি নবম বিনয় সমাধ্যধ্যায়নের তৃতীয়োদ্দেশাবচূর্ণি সমাপ্ত

চতুর্থ উদ্দেশ।

সম্বোধিয়া জম্বুশিষ্যে সুধর্ম্মা প্রবীণ
বলেন আয়ুষ্মন মোর শুন সুবচন।
ভগবান শ্রীমহাবীর কথিত সুবাণী
শুনিলে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে এখনি॥
বিনয় সমাধি স্থান হয় চতুর্বিধ
অভিজ্ঞ ছিলেন তাতে স্থবির বিবুধ
বিনয় সমাধি শ্রুত প্রথম দ্বিতীয়
তপ সমাধির নাম হয়েছে তৃতীয়
চতুর্থ সমাধি হয় বিখ্যাত আচার
সকল সমাধি মার্গে ধায় শুদ্ধাচার
উক্ত চারি সমাধিতে বিজ্ঞ সত্যব্রত
জিতেন্দ্রিয় হন আত্মা করি সমাহিত।১
আদিষ্ট শুশ্রূষা হয় প্রথম স্থানীয়
সম্প্রতিপাদন উহা কথিত দ্বিতীয়
শ্রুতারাধনা ও আত্মোৎকর্ষ সম্পাদন
তৃতীয় চতুর্থ বলি কহেন সজ্জন
নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উহা হয় উল্লিখিত
বিনয় সমাধি ফল উহাতে কথিত
বিনয় সমাধি দ্বারা মোক্ষার্থী ভিক্ষুক
হয়েন গুরুর আজ্ঞা শুনিতে ইচ্ছুক
উহার মর্ম্মার্থ সাধু বুঝিয়া তখন
শ্রুতলাভে যথারীতি করি আরাধন

চতুর্থ উদ্দেশ।

বিনীত সুসাধু আমি এইরূপ জ্ঞান
না করিয়া সাধু ছাড়ে নিজ অভিমান।২
শ্রুত সমাধির ভেদ চারিটি প্রকার
নিম্নে উহা যথারীতি হইবে প্রচার
শ্রুতবাক্য অধ্যয়ন একাগ্র চিন্তন
আত্মার স্থাপন ধর্ম্মে পরকেও তেমন
নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক উহা বিবৃত হইবে
সাধুরা উহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।
অধ্যয়নে তৎপরের জ্ঞানোদয় হয়
জ্ঞানে হয় সদা স্থির চিত্তের উদয়
আত্মা হয় ধর্ম্মেস্থিত চিত্ত স্থিরতায়
আত্মস্থ ধরমে জনে স্থাপন করায়
শ্রুতজ্ঞান লাভ করি সাধু তপোধন
শ্রুত সমাধিতে সদা অনুরক্ত হন।৩
চতুর্বিধ ভেদ হয় তপ সমাধির
শুন মনোযোগে ইহা সাধক সুধীর
করিবে না তপ ইহ পরলোক তরে
সংসার সম্বন্ধ সব ত্যজিবে অচিরে
কীর্ত্তি বর্ণাদি শ্লাঘার্থে তপস্যা ত্যজিবে
নির্জ্জরা ব্যতীত অন্য তপস্যা ছাড়িবে
শ্লোকে ইহা পুনর্ব্বার হয়েছে বর্ণিত
শুন উহা সাবধানে সাধু সমুদিত

চতুর্থ উদ্দেশ।

বিবিধ গুণের স্থান—তপস্যা নিরত
হইবেন সাধুবর ভবে অবিরত
নির্জ্জরা লোলুপ হয়ে বাসনা ছাড়িবে
পূর্ব্বপাপ তপোবলে বিনাশ করিবে
এইরূপে তপোরত লভি জ্ঞানধন
তপ সমাধিতে রত হন সাধুজন।৪
চতুর্বিধ হয় ভবে সমাধি আচার
শুন সাধু উহা যথা সুসাধ্য সবার
করিবে না উহা ইহ পরলোক তরে
কীর্ত্তি বর্ণাদিতে সদা খ্যাতি পাইবারে
মূল গুণোত্তর গুণ ময় যে আচার
ছাড়িবে উহারে সাধু করিয়া বিচার
জিন বচনেতে রত হইবে সাধক
বলিবে না পুন কথা অসূয়া সূচক
প্রীতিপূর্ণ থাকিবেক সূত্রাদির যোগে
মোক্ষার্থী হইবে সদা আচার প্রয়োগে
করিবে আসন্ন মোক্ষ ইন্দ্রিয় দমিবে,
আচার সমাধি সাধু অবশ্য পালিবে।৫
জানিয়া সমাধি চারি পূর্ব্বোক্ত রীতিতে
পালন করেন যিনি পাপমুক্ত হতে
কায় মনোবাক্যে সদা বিশুদ্ধ হৃদয়
সমাধিতে যুক্ত হন অতি পুণ্যময়।

চতুর্থ উদ্দেশ।

স যম বলেতে তিনি করেন স্থহিত
অপূর্ব্ব আত্মার সুখ লভেন সতত।৬
সমাধিতে সিদ্ধিলাভ করি সাধুজন
জনম মরণ হতে চির মুক্ত হন
নারকাদি চতুর্বিধ সংসার কারণ
বর্ণ সংস্থানাদি সব করেন বর্জন
স্থায়িরূপ সিদ্ধ হন বিচিত্র জগতে
কাটান সময় তিনি অপার সুখেতে।
অবশিষ্ট কর্ম্ম যার থাকে মোহময়
মহর্দ্ধিক দেবরূপে তার জন্ম হয়।৭
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা

ইতি নবম, বিনয় সমাধি অধ্যয়ন সমাপ্ত।

অথ দশম অধ্যযন।

আচার্য্য আদেশে করি প্রবজ্যা গ্রহণ
করেন প্রযুক্ত যিনি তদাজ্ঞা পালন
নিত্য সমাধিতে হন একাগ্র হৃদয়
চিত্ত হতে দূর করি লোভ দুরাশয়
ভুক্ত ভোগ্য না করেন কখন গ্রহণ
ভাব সাধু বলি ভবে তিনি খ্যাত হন।১
যে সাধু সচিত্ত পৃথী করে না খনন
না করায় অন্য দ্বারা উহারা কখন
খননে প্রবৃত্ত জনে না দেন সম্মতি
ত্রিবিধ করণে যার হয় না প্রবৃত্তি
শীতোদক যেবা সাধু না করেন পান
না করান অন্য দ্বারা পান সুমহান্
অনুমতি নাহি দেন পিপাসু মানবে
ত্রিবিধ করণ যোগে সংযম প্রভাবে
খড়্গাদি নিশিত অস্ত্র রূপ, ভীমানল
জ্বালে না বা জ্বালায় না কখন প্রবল
করেনা সম্মতি দান অগ্নি প্রজ্বালনে
সর্ব্বদা নিবৃত্ত যিনি ত্রিবিধকরণে
সেই সাধু ধরা ধামে সতত পূজিত
ভাব সাধু নাম ধরি হয়েন বিখ্যাত।২
পাখা দ্বারা দেহ যেবা না করে ব্যজন
না করায় অন্য দ্বারা উহা বা কখন

দশম অধ্যয়ন।

ব্যজনে তৎপর জনে নেহারি কখন
নাহি দেন অনুমতি যিনি তপোধন
করেনা করায় না যে দূর্ব্বাদি ছেদন
ছেদনে সম্মতি দান করেনা কখন
করেনা সজীব খাদ্য যে সাধু গ্রহণ
ভাব সাধু বলি বিশ্ব তিনি পূজ্য হন।৩
পৃথ্বী তৃণ কাষ্ঠ আদি আশ্রয়ে সতত
ত্রস স্থাবরাদি জীব নাশ হয় কত,
ঔদ্দেশিক আহারেতে বুঝিয়া যেজন
ঔদ্দেশিক ভোগ্য দ্রব্য করেনা গ্রহণ
অন্নাদি স্বয়ং কভু করেনা পাচন
না করায় পর দ্বারা যেবা সাধুজন
দেন না সম্মতি কারে পাকে অগ্রসর
ভাব সাধু তিনি পূজ্য সাধক প্রবর।৪
শ্রীমহাবীর বচনে দৃঢ়াশক্ত মন
ষড় জীবে করেন জ্ঞান আত্মার মতন
পঞ্চ মহাব্রত যিনি মোক্ষের কারণ
সংযত হইয়া সদা করেন পালন
হিংসা আদি পঞ্চাস্রব রোধেন সতত,
ভাবসাধু বলি ভবে তিনি হন খ্যাত।৫
ক্রোধ আদি ভয়ঙ্কর চারিটি কষায়
ত্যাগ করে সাধু যেবা প্রথিত ধরায়,

দশম অধ্যয়ন।

তীর্থঙ্কর উপদেশে সংযমনিশ্চল
হইয়া যে সাধু ছিঁড়ে মায়ার শৃঙ্খল
চতুষ্পদ স্বর্ণ রৌপ্য ত্যজে তুচ্ছ ভাবি
গৃহস্থ সম্বন্ধ ছাড়ে মমতানুধাবী,
ভাব ভিক্ষু বলি তাঁরে স্তবে সর্ব্বজন
তাহার সুখ্যাতি করে, শ্লাঘ্য তিনি হন ৬
অতীন্দ্রিয় বিষয়েতে রহিয়াছে জ্ঞান,
সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয়ে যাহার ধেয়ান
কর্ম্মবন্ধ রোধকারী সংযমে নিরত,
তপস্যা প্রভাবে যার পাপ দূরীকৃত,
অশুভ প্রবৃত্তি যাহা পাপের আবাস,
কায়মনোবাক্যে যার হয়েছে বিনাশ,
ভাব ভিক্ষু বলি তিনি হয়েন পূজিত,
তাঁহাকেই শ্রদ্ধা করে মানব সতত।৭
আগামী পরশ্ব দিন—তরে কোন স্থানে
না রাখেন এক রাত্রি স্বীয় প্রয়োজনে
অনেক প্রকার যিনি আহার্য্য পানীয়
খাদ্য স্বাদ্য বহুবিধ বিবিধ জাতীয়,
না রাখান নর দ্বারা দেন না সম্মতি
সঞ্চয় বাসনা মুক্ত হন ভাব যতি।৮
প্রাপ্ত হয়ে খাদ্য স্বাদ্য পানীয় অশন,
সমান ধার্ম্মিক জন করি নিমন্ত্রণ

দশম অধ্যযন।

যে সাধু অর্পেন উহা অতি সমাদরে
করেন ভক্ষণ যিনি শ্রদ্ধা সহকারে
স্বাধ্যায়েতে রত তিনি ধরার ভূষণ,
প্রকৃত ভিক্ষুক বলি সুপূজিত হন ৯
হয় না মুখকে যার কভু উচ্চারণ,
কলহের কথা সদা অশান্তি কারণ,
সম্বাদ কথায় যার নাহি হয় ক্রোধ,
করেন ইন্দ্রিয় শক্তি সতত নিরোধ,
কায়মনো বাক্যে যিনি সংযমেতে দৃঢ়
প্রশস্ত হৃদয় যিনি আকুল রহিত,
অনাদর নাহি যার কর্ত্তব্য সাধন,
তার সাধু বলি তিনি খ্যাত এভুবন ।১০
দশেন্দ্রিয় কণ্টকর আক্রোশ প্রহার
তর্জ্জন সহেন যিনি অতি [illegible]
বেতালাদি কৃতশব্দ অট্টহাস আর
শুনিয়াও সুখদুঃখে সমভাব [illegible]
তিনিই প্রকৃত সাধু সর্ব্ব [illegible]
তার সাধু বলি তি[illegible] ।১১
শ্মশানে প্রতিমা [illegible]
নেহারি যে সাধু [illegible]
সাধুবর যিনি [illegible]
দিনরাত হিতকা[illegible]

দশম অধ্যয়ন।

না করেন অভিলাষ শরীর ধারণে
বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখের কারণে
ঈদৃশ সংযত মুনি মমতা বিহীন,
ভাব সাধুরূপে খ্যাত হন চিরদিন।১২
শরীরে মমতা করি শরীরের শোভা
ত্যাজেন যে সাধুবর অতি মনোলোভা,
ভৎ সিত প্রহৃত কিম্বা কর্ত্তিত ভক্ষিত
হইয়া সহনশীল পৃথিবীর মত
করেনা কামনা যে বা সাধক প্রবীণ
কুতুহল দেখাশুনা সম্বন্ধ বিহীন
ভাব সাধু বলি তিনি ভবে খ্যাত হন
তাহাকেই লোকে করে সভক্তি পূজন।১৩
যে সাধু ধরায় থাকি অতি অনুরাগে,
ক্লেশরাশি জয় করে শরীর প্রয়োগে
জনম মরণ রূপ সংসার হইতে
উদ্ধার করেন আত্মা তপস্যা বলেতে
ভয়ঙ্কর বুঝি যিনি জনম মরন,
সাধু সদাচারে থাকি তপস্যা মগণ
ভাব সাধু বলি ভাবে তিনি খ্যাত হন
সর্ব্বলোকে করে তাকে সভক্তি পূজন।১৪
হস্তপাদ বাক্যে যিনি সতত সংযত
জিতেন্দ্রিয় সাধু যিনি ধর্ম্মধ্যানেরত

দশম অধ্যয়ন।

হইয়াছে সমাহিত আত্মা যার ভবে,
আধ্যাত্ম চর্চ্চায় যিনি লিপ্ত সর্ব্বভাবে
আগম সূত্রের অর্থ যার সুবিদিত,
ভাব সাধু বলি তিনি জগতে বিখ্যাত।১৫
যে সাধু পাত্রাদি বস্ত্র স্বীয়োপকরণে,
মমতা লালসা ত্যাগ করেন যতনে,
বিনা পরিচয়ে গৃহে ভিক্ষাতরে যান
দোষহীন ভিক্ষা লাভে সন্তুষ্ট পরাণ
পুলাক ও নিষ্পুলাক দোষ হতে দূরে,
থাকেন সতত বদ্ধ সংযমের তরে,
খরিদ বিক্রায় কিম্বা সঞ্চয়ে বিরত,
হইয়া সকলসঙ্গ ত্যজেন সতত,
ভাব ভিক্ষু তার নাম সফল জীবন,
মোক্ষ লাভে নিত্য তিনি করেন যতন।১৬
অলব্ধ বস্তুর যাচ্ঞা,—লোভেতে বিরত,
লাভেও উহার রস নাহি যিনি প্রীত,
ভাবেতে বিশুদ্ধ হয়ে গোচরী গ্রহণ,
সংযম বিহীন প্রাণ না চান কখন,
স্থির চিত্ত, ঋদ্ধিস্তুতি সংকার পূজন
চাহেনা যে সাধু তিনি ভাবভিক্ষু হন।১৭
যে সাধু বলেনা কভু অমুক কুশীল,
ক্রোধের জনকবাক্য অথবা অশ্লীল,

দশম অধ্যয়ন।

পাপপুণ্য জন্য দাহ বেদনা প্রখর,
প্রত্যেক আত্মার হয় জানি যতিবর
নিজ আত্মা সর্ব্বগুণে উৎকৃষ্ট আমার,
অভিমান এতাদৃশ মনে নাহি যার,
তাহাকেই নরগণ করেন পূজন
ভাব সাধু বলি ভবে তিনি খ্যাত হন।১৮
জাতিমত্ত রূপমত্ত না হয়েন যিনি,
লাভে ও শ্রুতের জ্ঞানে অপ্রমত্ত মুনি,
সর্ব্ব বিধ গব ত্যজি ধর্ম্মধ্যানে রত,
ভাব ভিক্ষু বলি হন তিনি সুপূজিত।১৯
মহা মুনি শ্লাঘ্য যিনি বিনয় প্রধান,
পরহিতে উপদেশ করেন প্রদান,
স্থির থাকি নিজধর্ম্ম অপরে উৎসাহে
করান সুস্থির পরে ধরমে আগ্রহে,
কুশীল আরম্ভ আদি চেষ্টা তেয়াগিয়া
হাস্যকারী কুহকেতে যুক্ত না হইয়া।
প্রব্রজ্যা লইয়া যিনি হন সমাহত,
ভাব ভিক্ষু বলি তিনি হয়েন পূজিত।২
অশুচি অনিত্য দেহে মমতা ত্যজিয়া
রাখি হিতে নিজ আত্মা আগম স্মরিয়া
স সারের বন্ধ হেতু জনম মরণ
উভয়ের হেতু যিনি করেন ছেদন

দশম অধ্যয়ন।

সিদ্ধিগতি তিনি ভাব সাধু প্রাপ্ত হন
ভাবসাধু নাম তার সফল জীবন।২১
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা।

ইতি দশম সভিক্ষ ধ্যয়ন সমাপ্ত।



অথ প্রথম-চূলিকা।

ভিক্ষু ভিক্ষুগুণযুক্ত তপোবলে হয়,
দশমাধ্যয়নে উহা উল্লিখিত রয়,
পূর্ব্ব কর্ম ফলে সাধু যদি দুঃখ পায়,
চূলিকা দ্বয়েতে আছে উদ্ধার উপায়,
গুরু মহারাজ কহে হে শিষ্য আমার,
সংযম ত্যজিয়া যদি দুঃখ হয় কার
সংযম ত্যজিতে পুন করে বা প্রয়াস
অষ্টাদশ স্থান চিত্তে করিবে বিকাশ।
লাগাম ধরিলে অশ্ব সুপথেতে ধায়,
অঙ্কুশ আঘাতে হস্তী হিতপথে যায়,
পতাকার বলে নৌকা চলে নানা পথে,
পতাকা লইয়া চলে তাই সাথে সাথে,
সেইরূপ যদি কেহ অষ্টাদশ স্থান
বুঝিয়া সতত রাখে সংযমে ধেয়ান
তাহার পতন ভয় কভু না সম্ভবে,
সংসার সাগর হতে সেই উদ্ধারিবে।
হে শিষ্য। সকল প্রাণী থাকি এ সংসারে
দুঃখময় সময়েতে দুঃখ ভোগ করে
গৃহস্থ আশ্রমে বাস যদি দুঃখ তরে
তথায় থাকিতে ইচ্ছা কেন নর করে? ১
গৃহস্থের কামভোগ অতি তুচ্ছ হয়
অল্পকাল স্থায়ী উহা অতি দুঃখময় ॥২

প্রথম চূলিকা।

নরগণ মায়াবদ্ধ হয় চিরদিন
অবিশ্বস্ত হয়ে হয় সন্তোষবিহীন,
ভোগের বাসনা দ্বারা সর্ব্বদা বিহ্বল
এহেন গৃহস্থাশ্রমে থাকি কিবা ফল।৩
সংযমেতে উদ্বেগের হইলে সঞ্চার
চিন্তিবে যতনে সাধু নিম্নোক্ত প্রকার।
শারীরিক মানসিক দুঃখ চিরকাল
থাকিবেনা কর্ম্মবন্ধ পরম জঞ্জাল,
গৃহাশ্রমে লালসায় কিবা হবে ফল
সংযমেতে দৃঢ় থাকি হইবে সফল॥৪
অর্চ্চনা সংকার করে সংযমী সাধুকে।
বড় বড় মহারাজ থাকি ইহলোকে
দীক্ষাত্যাগী সাধুজন কার্য্যসিদ্ধিতরে
সাধারণ লোকগণে খোশামোদ করে,
এহেন দুর্দশা হেরি কোনসাধু জন
যাইতে ইচ্ছুক হন গৃহস্থ ভবন?৫
ত্যজি ভাগবতী দীক্ষা যেবা হয়
গৃহস্থের সুখভোগে আসক্ত হৃদয়
বমন করিয়া পুন যেকরে ভোজন
তার মত তিনি হন তুচ্ছের কারণ।৬
সংযম ত্যজিয়া পুন গৃহী হন যিনি
দুর্গতি লাভের পথে চলিবেন তিনি।৭

প্রথম-চূলিকা।

ভার্য্যা পুত্র মিত্রামিত্র যুক্ত এস সারে
ধর্ম্মলাভ কোন জন করিতে না পারে,
চলিলে সাধক লয়ে স যম দুর্লভ,
ধর্ম্মলাভ তার পক্ষে অতীব সুলভ।৮
যে গৃহস্থ তপ যমী হয় ক্ষিতিতলে
স,সর্গজ রোগ তার নাশে অবহেলে।৯
সঙ্কল্প বিকল্প আদি আতঙ্ক মনের
গৃহাশ্রম সদা হয় কারণ তাপের।১০
জীবিকা নির্ব্বাহে গৃহী সতত চিন্তিত
বাণিজ্যাদি সদা করে অভাবতাড়িত,
কত কষ্ট পায় সদা গৃহে করি বাস
স যমীর বিনা ক্লেশে মোক্ষেতে প্রয়াস।১১
যথা কীট আত্মকোশে বদ্ধ সদা রয়
গৃহবাস মহাবন্ধ জানিবে নিশ্চয়
উপদ্রেশ চিন্তা শূন্য স,যমি জীবন,
সুখময় সদা হয় মোক্ষের সাধন।১২
গৃহবাসে গৃহীজ্ঞ খী পাপের কারণে
স যমী নিষ্পাপ হয় অহি,সা পালনে।১৩
চৌর পশু আদি যথা কাম ভোগকরে
গৃহিগণ তথা কাম ভুঞ্জে এস,সারে। ৪
বস্তদ্বারা পাপপুণ্য অনুষ্ঠিত হয়
অনুষ্ঠাতা ভুঞ্জে ফল নাহিক স শয়।১৫

প্রথম-চূলিকা।

কুশাগ্রের জলবিন্দু যথা ক্ষণ রয়
মানব জীবন তথা অনিত্য নিশ্চয়।১৬
করিয়াছি বহুপাপ আমি দুরাশয়।
চারিত্র মোহনীয়াদি সকল সময়।
অন্যথা হতনা মোর এত অধোগতি
না হইবে লুব্ধমন গৃহাশ্রম প্রতি।১৭
করিয়াছি পাপপুণ্য পূরব জনমে,
প্রমাদ কষায আদি বশে পড়ি ক্রমে
মিথ্যাত্ব ও অবিরতি কর্ম্ম মোর অতি,
পরাক্রান্ত হয়ে ছিল তাহে এত দুর্গতি
কর্ম্মফল ভুক্তি পরে যদি তপস্যায়
পূরব করম কবি একেবারে ক্ষয়
তাহা হলে মোক্ষ মার্গ পাইব নিশ্চয়
কর্ম্ম ভোগ না করিলে নাহি ফলোদয়
সংযমই শ্রেষ্ঠ ইথে নাহিক সংশয়
অষ্টাদশ স্থান সদা কর পরিচয়
হইয়াছে এবে মোর মোহের ভঞ্জন
গৃহাশ্রমে আর মোর কিবা প্রয়োজন।১৮
চারিত্র্যাদি ধর্ম্ম ছাড়ে ভোগের কারণ
যে অনার্য্য ধর্ম্মত্যাগী ভোগেবদ্ধ মন
জানেনা সে পরিণাম ভাবী নরাধম
নির্ব্বোধ বালক মত ছাড়িয়া সংযম।১

প্রথম-চূলিকা।

সংযমের বহির্দেশে করিয়া গমন
ইন্দ্রাসন ছাড়ি যথা ইন্দ্রের পতন
সর্ব্বধর্ম্ম হতে তথা সাধু ভ্রষ্ট হন
অনুতপ্ত হন পরে মোহের কারণ।২
সংযমাদি সাধুকার্য্য করি সাধুজন,
সুরেন্দ্র নরেন্দ্র দ্বারা সুপূজিত হন
কিন্তু সাধু ধর্ম্ম হতে ভ্রষ্ট যদি হন
কেহ নাহি করে তারে সভক্তি পূজন,
স্থানচ্যুত দেব যথা সন্তপ্ত হৃদয়,
ধর্ম্মভ্রষ্ট তথা সাধু অনুতপ্ত হয়।৩
স যমী পূজিত হয় তপস্যা নিরত
ধর্ম্মভ্রষ্ট সাধু কভু না হয় পূজিত,
রাজ্যভ্রষ্ট রাজা যথা অনুতপ্ত হয়
ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে সাধু বিষন্ন হৃদয়।৪
ধর্ম্মরত সাধু হয় সদা মাননীয়
ধর্ম্মহীন হয়ে পুন ঘৃণার স্থানীয়
কুগ্রামেতে পরিত্যক্ত শ্রেষ্ঠীর মতন
ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে সাধু অনুতপ্ত হন।৫
অস যমী অতি ক্রমি সুন্দর যৌবন
বার্দ্ধক্য অবস্থা মন্দ যবে প্রাপ্ত হন
গিলিয়া বড়শী ম স্য যথা সহে ক্লেশ
তথা দুষ্ট লোক পায় সন্তাপ অশেষ।৬

প্রথম-চূলিকা।

অসংযমী বৃদ্ধ যবে হয়েন পীড়িত
কুবুদ্ধির দোষকর চিন্তায় নিরত
শৃঙ্খল বন্ধন যুত হস্তীর মতন
অনুতাপে দগ্ধ হন বৃদ্ধ আজীবন।৭
অসংযমী বৃদ্ধ হয়ে পুত্রদারান্বিত
দর্শন ও মোহআদি কর্ম্মেতে ব্যাপৃত
কর্দ্দম পতিত বন গজের মতন
অনুতাপানলে দগ্ধ হন সর্ব্বক্ষণ।৮
অসংযমী বৃদ্ধজন চিন্তেন সতত
নিম্নোক্ত প্রকারে ভাব হয়ে সন্তাপিত
'যদি আমি থাকিতাম সাধুভাবে স্থির
প্রব্রজ্যাতে রতি মোর থাকিত গভীর,
ভাবিতাত্মা বহুশ্রুত হয়ে এই ক্ষণে
বসিতাম সর্ব্বপূজ্য আচার্য্য আসনে।৯
সংযমেতে রত সদা মহর্ষি পর্য্যায়,
সুখের প্রদান কারী ত্রিদিবের ন্যায়
সংযত বিহীন জন প্রব্রজ্যা রহিত
দারুণ নরক কষ্ট পায় অবিরত।১
সাধুর আচারে রত মহর্ষি সকল
দেবতুল্য শ্রেষ্ঠ সুখ ভুঞ্জে অবিরল
সাধুর আচার ভ্রষ্ট লোক নরাধম
নরকসদৃশ দুঃখ পায় সুবিষম,

প্রথম চূলিকা।

বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত ফল সদস্‌ বিবেকী
সদাচারে রত হন মোক্ষমার্গে থাকি। ১১
যজ্ঞ শেষে ভস্মানল অল্প তেজোযুক্ত
উদ্গত দশন সর্প ঘোর বিষ মত,
ধর্ম্মভ্রষ্ট দোষকারী তপোলক্ষ্মী হীন
নরকে অবজ্ঞা করে স্বভাব মলিন। ১২
যে জন শরম ভ্রষ্ট অধর্ম্ম চালক
অখণ্ডনীয় চারিত্র—খণ্ডন কারক
ইহ লোকে অধর্ম্মাত্মা তারে সবে কয়
পরাক্রমাভাবে তার কীর্তি নাশ হয়
পতিত বলিয়া তারে সামান্য মানব
দুর্নাম করিতে থাকে অতি অসম্ভব
বিশিষ্ট লোকের কথা কি বলিব আর
লাঞ্ছনা পাইতে হয় অত্যন্ত তাহার। ১৩
কৃষ্যাদি স্বরূপ অতি সাত্ত্বাধবিহীন
স যমনিহীন কাজে মন যার লীন
অবহেলি ধর্ম্মপথভুক্ত যে বিষয়
দু খপ্রদ বিষ্নপথে তার গতি হয়
বহুজন্ম ঘুরি ফিরি করিলে যতন
জিনধর্ম্ম প্রাপ্তিতার না হয় কখন। ১৪
নরকে যাইয়া জন্তু বহু দু খ পায়
অতি ক্লেশে যাতায়াত করে তথা হায়

প্রথম চূলিকা।

পল্য বা সাগরোপম বহুকাল থাকে,
কত যে যাতনা পায় বিষম নরকে,
অরতিস্বরূপ দুঃখ সংযমে আমার
হে গুরো সতত হয় কি করিব আর। ১৫
সংযমে অরতিরূপ দুঃখ চিরদিন
থাকিবে না মমভাগ্যে প্রসুখবিহীন,
ভোগের পিপাসা বাড়ে যৌবন সময়ে
বৃদ্ধকালে হ্রাস পায় শক্তিহীন হয়ে,
বৃদ্ধকালে দেহ হতে না গেলে পিপাসা,
আয়ু শেষে দূর হবে এই মোর আশা। ১৬
যেজন সর্ব্বদা থাকে সংযমেতে রত
তার আত্মা হয় ভাব অতি দৃঢ় ব্রত,
আসন্ন বিপদ ত্যজে সে দেহ কেবল,
করেনা যে পরিত্যাগ ধরম সম্বল,
যেমন প্রবল বায়ু উত্থিত হইলে,
হেলাইতে নারে কভু সুমেরু অচলে
তেমনি ইন্দ্রিয়গণ পাপের নিদান
কদাপি কাঁপাতে নারে ধার্ম্মিকের প্রাণ। ১৭
সুবুদ্ধি সাধক বুঝি অষ্টাদশ স্থান
জ্ঞান ও দর্শনাদিতে হয়ে জ্ঞানবান্
উহার সাধনরীতি সযত্নে বুঝিয়া,
কায়মনোবাক্যে সদা সংযম রাখিয়া,

প্রথম-চূলিকা।

ত্রিগুপ্তিতে গুপ্ত হয়ে জৈনেন্দ্র কথিত,
শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় হয় তৎপর সতত। ১৮
তীর্থঙ্কর মহাপুজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা

ইতি রতিবাক্য চূলিকা সমাপ্ত।



দ্বিতীয়া চূলিকা

দ্বিতীয়া চূলিকা কথা কেবলি ভাবিত
শুন মন দিয়া সবে হইয়া সংযত,
কুর বন্থুক নামক ছিল একজন,
জৈন ধর্ম্মে ভক্তিযুক্ত যতি তপোধন
সাধ্বীর আদেশে তিনি করি অনশন,
ব্রতকালে কর্ম্মফলে হারান জীবন,
মৃত্যু বার্ত্তা শুনি সাধ্বী উদ্বিগ্না রমণী,
সীমন্ধর গুরুকাছে চলেন তখনি,
ভাবেন উদ্বিগ্না মনে কিসের কারণ
করিলাম অনশনে মুনি বিনাশন ?
গুরুকে বলেন সাধ্বী আমি অভাগিনী,
তবাদেশে কথা কহি মোক্ষবিধায়িনী,
এক সাধু মমবাক্যে করিয়া বিশ্বাস,
হারায়েছে প্রাণ ইহা হয়েছে প্রকাশ
নাহি দোষ ইথে মোর গুরো শুদ্ধাচার,
তোমার প্রদত্ত জ্ঞান করেছি প্রচার
শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা পুণ্যশীলজন,
চারিত্র ধর্ম্মেতে রত হন সর্ব্বক্ষণ।১
বিষয় বিকার রূপ প্রবাহে পতিত
সাংসারিক জীব সব হতেছে বাহিত ,
প্রতিকূল প্রবাহেতে পালিয়া সংযম
শুদ্ধচিত্ত পুণ্য ফল লভেন পরম ,

দ্বিতীয়া চূলিকা।

সুযোগ, সংযম কারো হইলে কখন
না করিবে ব্যর্থ উহা বিজ্ঞ সাধুজন
মুমুক্ষু সাধকবর মোক্ষলাভ তরে
সতত সংযমে স্থির রাখেন আত্মারে ॥২
অনুকূল বিষয়াদি সুখ আছে যত,
নিম্নগতি জলরাশি পতনের মত,
সংসারই অনুস্রোত শাস্ত্রে উক্ত হয়,
প্রতিস্রোত বিপরীত জানিবে নিশ্চয়,
ইন্দ্রিয়াদি জয়কারী আস্রব ভূতলে
ভবোদ্ধারে প্রতিস্রোত জানিবে সকলে।
জনম মরণ রূপ সংসার বিষম
অনুস্রোত বলি উহা হয় অনুগম
সংসারের ভোগলিপ্সা হইতে নিস্তার
প্রতিস্রোতরূপে ভবে হয়েছে প্রচার।৩
জ্ঞানাদি আচারে নিত্য পরাক্রম যুক্ত
ইন্দ্রিয়াদি নিরোধক সংবরে সুস্থিত
সংযম বিশুদ্ধি তরে, দেখিবে সাধক
চর্য্যা গুণ ও নিয়ম পবিত্র কারক।
গৃহের বিশুদ্ধি জ্ঞান অনিয়ত বাস,
বিশুদ্ধ বস্তুর প্রাপ্তি নির্জ্জন নিবাস,
বসন পাত্রাদি বস্তু অল্প সংরক্ষণ
কলহ ব্যাপার হতে দূরে আগমন

দ্বিতীয়া চূলিকা।

অপ্রতিহত বিশুদ্ধ সাধুর বিহার
পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নাম চর্য্যা শুদ্ধাচার।
গুণ হয় দ্বি প্রকার শুন সাধু জন,
মূল ও উত্তরগুণ স যম নিদান,
পিণ্ডের বিশুদ্ধি আদি আসেবনা রূপ
শাস্ত্রেতে কথিত হয় নিয়ম স্বরূপ।৪
অনিয়ত বাস আর ভিক্ষা বহুস্থানে,
বিশুদ্ধ বস্তুর লাভ, স স্থিতি বিজনে,
বস্ত্র পাত্র উপধিক অল্প সংরক্ষণ
কলহ ব্যাপার হ'তে দূরে আগমন
বিহরণ গতিস্থিতি প্রশস্ত মুনির
পালিবে সতত উহা করি বুদ্ধিস্থির।৫
জনতায় পরিপূর্ণ কোলাহল যুত,
রাজার দরবার কিম্বা সভা সমাহূত,
অথবা যথায় ভয় আছে লাঞ্ছনার
স্বপক্ষ বা পরপক্ষ হ তে অবিচার
বিহার চর্য্যায় সাধু পুরুষের স্থান
তেযাগিয়া অন্যস্থানে করিবে প্রস্থান
কথিত সকল স্থান সাদোষ জানিবে,
আকীর্ণ স্থানেতে সদা আঘাত পাইবে,
অপমান স্থানে লাভ হয় না কাহার
আধাকর্ম্ম আদি দোষ ঘটে বারংবার ,

দ্বিতীয়া চূলিকা।

ত্যজিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষ আশায় প্রাণ
করিবেন যথারীতি বৃত্তি উপার্জন ,
শয্যা আসনাদি যাহা স্বয়ং নির্ম্মিত,
ভিক্ষা আহরিবে ভিক্ষু জৈন শাস্ত্রমত
নিরন্তর আহারেতে হাত লাগাইবে
খাদ্য মধ্যে শাক কভু না ফেলিবে ।৬
মদ্য মাংস খাইবেনা কভু সাধুজন,
করিবেনা পরদ্বেষ ক্রোধও কখন,
সরস বিকৃত দধি আর দুগ্ধ পান
করিবেনা সাধুজন পাপের নিদান ,
মানাপমান কিম্বা পরিত্যাগে বিভূষিত,
কার্য্যোৎসর্গকারী হবে সাধু মহাবীর
স্বাধ্যায়াদি কার্য্যে সাধু হবে যত্নশীল,
পালিবে পূর্ব্বোক্ত বিধি সাধক সুশীল ।৭
যাহাতে হয় সমাধি হ্রাস তত্ত্ব জ্ঞান
করিবে না সেই স্থানে সাধু অবস্থান
বাহ্যাদি ভূমি ও শয্যা উক্ত স্থান এবং
আসনাদ্য আবাস তুমি অর্পণ করিবে,
করিবেনা এইরূপ প্রতিজ্ঞা, কখন
গৃহস্থকে ও ভূমি অধি সম্যাপন
গ্রামে বা সামন্তমূলে দেশে বা নগরে
করি মমতা না কোন মনুষ্য উপরে ।৮

দ্বিতীয়া চূলিকা।

গৃহস্থের ভোজনাদি সেবা না করিবে,
বন্দনা প্রণতি পূজা সাধুরা ত্যজিবে,
যে সাধুগণের সঙ্গে না হয় কখন
চারিত্রের হানি কভু জানি সর্ব্বক্ষণ
তাহাদের সঙ্গে থাকি সাধক সুমতি
করিবেক মিত্রভাবে একত্র বসতি ।৯
সাধু গুণাধিক কিম্বা সমগুণ সখা,
বিহার কালেতে যদি নাহি পায় দেখা
তাহলে একাকী ত্যজি পাপজ আচার,
অনাসক্ত হয়ে কামে করিবে বিহার ।১
বর্ষাঋতু কালে সাধু শুধু চারিমাস,
ঋতুবদ্ধকালে পুন একমাস বাস,
একস্থানে করিবেক সংযম প্রধান,
আগম কথিত ইহা উৎকৃষ্ট প্রমাণ॥
অতীত না হলে পুন সময় দ্বিগুণ,
তথায় কভু না করে সাধুরা গমন,
চারিমাস ঋতুবদ্ধ মাসের দ্বিগুণ,
সময় না হলে গত সাধুরা কখন
চাতুর্মাস্য মাসকল্প [illegible]
ঠিক পথে চলিবেক সূত্র [illegible]
বিধি বা নিষেধ যাহা সূত্র [illegible]
পালন করিবে [illegible]

দ্বিতীয়া চূলিকা।

রাত্রির প্রথম ভাগে অথবা অন্তিমে,
আত্মা দ্বারা আত্মা দেখে যে সাধু মরমে,
তাহার কল্পিত আত্ম চিন্তন প্রকার
লিপিবদ্ধ করিতেছি শুন এইবার,
"যথাশক্তি করিয়াছি কোন তপোব্রত
অবশিষ্ট আছে কোন কর্ত্তব্য বিহিত
আগমোক্ত বৈয়া বৃত্তি আদি কর্ম্ম কত
সামর্থ্য থাকিতে উহা হয় নাই কৃত' ।১২
অপর, কোন কিত্রুটি, দেখেন আমার
অত্যল্প বৈরাগ্য কিবা হয়েছে আমার,
কোন ভ্রম দোষযুত অজ্ঞানজড়িত
করি নাই ত্যাগ আমি মায়ায় মোহিত
ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হয়ে সাবধান
আগমোক্ত বিধিবলে বুঝি ভ্রমজ্ঞান,
ভবিষ্যতে জন্মাবেনা বাধা সংযমেতে
বুঝিয়া চলিবে সাধু এই পৃথিবীতে।১৩
নিয়মিত গতি পথে অশ্ব চালাইতে
চালক অশ্বকে যুক্ত করে লাগামেতে
তথা কায় মনোবাক্যে সংযম বিচ্যুত
স্বকীয় আত্মাকে হেরি প্রমাদ সংযুত
ধীর সাধু, অবরোধি আত্মার বিকার
করেন সংযত আত্মা হয়ে শুদ্ধচার।১৪

দ্বিতীয়া চূলিকা।

ধৈর্য্যশীল জিতেন্দ্রিয় যে সাধু পুরুষে
স্বহিতালোচনা মতি রূপ যোগ আসে
কায়মনো বাক্যে সদা তাহাকে সকলে
সংযমেতে সাবধান সাধু শ্রেষ্ঠ বলে
পূর্ব্বরূপগুণে যুক্ত সেই সাধুবর
সতত স যম হন বদ্ধপরিকর।১৫
স,যত ইন্দ্রিয় যুক্ত স,যমী সাধক
স্বপর আত্মার হন সতত রক্ষক
পরলোক সমুৎপন্ন অপায় হইতে
করেন আত্মার রক্ষা তিনি স,যমেতে
স,সারে আবদ্ধ হয় আত্মা অরক্ষিত
সর্ব্ব দু খ মুক্ত হয় আত্মা সুরক্ষিত।১৬
তীর্থঙ্কর মহাপূজ্য সাধক যাহারা
দিয়াছেন উপদেশ হিতার্থে তাহারা
স্মরি সেই উপদেশ ত্যজি স্বকল্পনা
বলিতেছি পূর্ব্বরূপ করিও ধারণা।

বি বিক্ত চর্য্যা নামক দ্বিতীয় চলিকা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট ।

রথনেমি ও রাজীমতীর উপাখ্যান ।

উগ্রসেন নামে ছিল রাজা মিথিলায় ।
ধারিণী তাহার রাণী বিখ্যাত ধরায় ॥
কংস নামে একপুত্র, কন্যা রাজীমতী ॥
প্রসব করেন রাণী অতি বুদ্ধিমতী ।
অত্যন্ত সুশীলা ছিল কন্যা রাজীমতী ।
সুন্দরী পরমা ধন্যা লক্ষ্মীর মূরতি ॥
যদুবংশে দশ ভ্রাতা ছিল শৌর্য্যপুরে ।
অতুল প্রতাপশালী বিখ্যাত সমরে ॥
বসুদেব নামে ছিল এক সহোদর ।
সকল কনিষ্ঠ যিনি স্বধর্ম্ম তৎপর ॥
রোহিণী দেবকী ছিল দুই রাণী তার ।
পতি সেবারতা সদা অতি শুদ্ধাচার ॥
রোহিণী পুত্রের ছিল বলভদ্র নাম ।
কেশব দেবকী পুত্র ছিল অভিরাম ॥
বসুদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমুদ্রবিজয় ।
পালন করেন রাজ্য উদারহৃদয় ॥
সমুদ্রবিজয়-পত্নী শিবা পুণ্যবতী ।
প্রসব করেন এক পুত্র সুমূরতি ॥
অরিষ্টনেমি নামেতে তিনি খ্যাত হন ।
কালক্রমে পান তিনি সুন্দর যৌবন ॥

রথনেমি ও রাজীমতীর উপাখ্যান।

রাজীমতী কন্যাসহ অরিষ্ট নেমির।
বিবাহ প্রস্তাবে যান কেশব সুধীর॥
শুনি বার্তা বিবাহের রাজা উগ্রসেন।
প্রফুল্ল হইয়া অতি কেশবে বলেন॥
আসিলে হেথায় বর বিবাহের দিনে।
রাজীমতী সমর্পিব উল্লসিত মনে॥
যখনি বিবাহ বার্তা প্রচার হইল।
মাঙ্গলিক কার্য্য সবে আরম্ভ করিল॥
শঙ্খের ধ্বনিতে কাঁপে প্রাসাদ রাজার।
উলুধ্বনি দেয় নারী করে গৃহাচার॥
অরিষ্টনেমিকে দেন সুন্দর ভূষণ।
সজ্জিত করেন তারে বরযাত্রিগণ॥
হাতী ঘোড়া সৈন্যসহ শিবিকারোহণে।
অগ্রসর হন তিনি বিবাহ ভবনে॥
পথে হেরি বহু দীন পশুপক্ষিগণ।
খোঁয়ারে আবদ্ধ হয়ে করিছে ক্রন্দন॥
নেহারি এহেন দশা সারথিকে বর।
জিজ্ঞাসে ইহার বল কারণ বিস্তর॥
সারথি বিনীতভাবে বলে নেমিনাথে।
বিবাহে এসেছে বহু ধনিজন রথে॥
মাংস খাদ্য ব্যবহৃত ভোজনে হইবে।
রাজসিক প্রাণি বধে সন্তোষ লভিবে॥

দ্বিতীয়া চূলিকা।

ত্যজিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষ আহার্য্য গ্রহণ
করিবেন যথারীতি যতি তপোধন,
হস্ত মাত্রকাদি দ্বারা সংসৃষ্ট বিহিত,
ভিক্ষা আনিবে ভিক্ষু জৈন শাস্ত্রমতে
নিরবদ্য আহারেতে হাত লাগাইবে,
সাবদ্য বস্তুতে হাত কভু না ফেলিবে।৬
মদ্য মাংস খাইবেনা কভু সাধুজন,
করিবেনা পরশ্রব ভ্রমেও কখন,
সরস বিকৃত ঘৃত আর দুগ্ধ পান,
করিবেনা সাধুজন পাপের নিদান,
যাতায়াতে কিম্বা পরিভোগে বিকৃতির
কায়োৎসর্গকারী হবে সাধু মহাবীর,
বাচনাদি কার্য্যে সাধু হবে যত্নশীল
পালি এ পূর্ব্বোক্ত বিধি সাধক সুশীল।৭
মাসাদি কল্প সমাপ্তি হলে শুদ্ধ প্রাণ
করিবে না সেই স্থানে সাধু অবস্থান
আমার ভূমি ও শয্যা ভক্ত পান এবে,
আমাকে সাদরে তুমি অর্পণ করিবে,
করাবেনা এইরূপ প্রতিজ্ঞা কখন
গৃহস্থকে সাধুজন স্মরি সত্যপণ
গ্রামে বা শ্রাবককুলে দেশে বা নগরে
করিবেনা মায়া কোন বস্তুর উপরে।

থনেমি ও রাজীমতীর উপাখ্যান।

এদিকে রাজার কন্যা সতী রাজীমতী।
দীক্ষিত অরিষ্টনেমি জানি বুদ্ধিমতী॥
শোকে দুঃখে অতিশয় হয়ে ম্রিয়মাণ।
হায় হায় বলি হন বিহ্বল পরাণ॥
জনক জননী তার নিরখিয়া ভাব।
অন্যসহ বিবাহের করেন প্রস্তাব॥
সে প্রস্তাবে রাজীমতী হন অস্বীকৃতা।
ধরমেতে স্থিরমতি হলেন বনিতা॥
বিচারি স্বামীর কার্য্য ত্যাগ শিক্ষাদান।
ধন্যা হয়ে ত্যাগ ধর্ম্মে হন আগুয়ান॥
নিজ মোহে রাজীমতী নিজেকে ধিক্কারে।
ত্যাগধর্ম্ম উপজিল তাহার অন্তরে॥
নেমিনাথ লভেছেন পরমার্থ জ্ঞান।
করেছেন চতুর্বিধ সংঘের স্থাপন॥
শুনি হেন বার্ত্তা তার উপজিল মনে।
নেমিনাথ তুল্য সাধু না আছে ভুবনে॥
নেমিনাথ হতে দীক্ষা করিতে গ্রহণ।
রাজীমতী মনে মনে করেন চিন্তন॥
সার্থক হইবে মোর তুচ্ছ এ জীবন।
নেমিনাথ হতে দীক্ষা করিলে গ্রহণ॥
ভাবেন সংসারে থাকি আমি কি করিব।
দীক্ষা লাভে শ্রেষ্ঠ পথে সত্বর চলিব॥

রথনেমি ও রাজীমতীর উপাখ্যান।

জিতেন্দ্রিয়া রাজীমতী দীক্ষিতা হইতে।
বহির্গত হইলেন আলয় হইতে ॥
কেশব আশিষ দেন অতি যুক্তচিতে।
উত্তীর্ণ হইবে তুমি ভবার্ণব হ তে ॥
রাজীমতী শীঘ্র করি সন্ন্যাস গ্রহণ।
করেন পবিত্র চিত্তে স যম পালন ॥
একদা শ্রী নেমিনাথে করিতে দর্শন।
রৈবতক অভিমুখে করেন গমন ॥
মুসল ধারায় পথে বৃষ্টি আরম্ভিল।
রাজীমতী দেহবস্ত্র সকলি ভিজিল ॥
অবশেষে কোনমতে একাকিনী হায়।
লয়েন আশ্রয় তিনি ভীষণ গুহায় ॥
জনশূন্যা গুহা ইহা ভাবি নিজ করে।
শুকাইতে নিজ বস্ত্র ক্ষিপেন বাহিরে ॥
অরিষ্ট নেমির ভ্রাতা স যম তৎপর।
গুহাতে ধ্যানস্থ ছিল ভ্রমণের পর ॥
নগ্ন দেহা রাজীমতী নিরখিয়া তিনি।
কামভাবে বিচলিত হলেন অমনি ॥
নেহারি তাহাকে কাঁপে ভীতা রাজীমতী।
লজ্জাস্থান করে ঢাকি বসিলেন সতী ॥
ভয় ভীতা কুমারীকে করিয়া দর্শন।
কামমত্ত রথনেমি বলেন বচন ॥

থনেমি ও রাজীমতীর উপাখ্যান।

সুরূপে চন্দ্রবদনে সুচারুভাষিণী।
স্বামিত্বে বরণ কর মোরে অভাগিনী ॥
নির্ভয়ে উত্তর দাও ভুল পূর্ব্ব কথা।
দোঁহে ভুঞ্জি ভোগসুখ দূর কর ব্যথা ॥
মনুষ্য জনম হয় অতীব দুর্ল ভ।
ভোগ পার জৈনমার্গ হইবে সুলভ ॥
রথনেমি মানাবল নষ্ট প্রায় হেরি।
বলেন সুমিষ্টস্বরে রাজার কুমারী ॥
জানিও জগতে সবে কালের কবলে।
পড়িবে মরণ কাল আগত হইলে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে যে শকতিবিহীন।
জাতিকুল রক্ষা করা তাহার কঠিন ॥
বৈশ্রবণ ইন্দ্র নল হতে যদি তুমি।
অনাদর করিতাম রাজীমতী আমি ॥
